

NOT TO BE LENT OUT.

কর্মযোগ

NOT TO BE LENT OUT



৬ অশ্বিনীকুমার দত্ত

প্রণীত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৩২

সরস্বতী লাইব্রেরী

৯ বমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা ।

মূল্য ১৮০ টাকা

প্রকাশক

শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত

সদস্যবর্তী আইভেরী

৯, বরমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা ।

২৪৭২৮

প্রিণ্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীসরস্বতী প্রেস

১ নং বরমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

ভূমিকা ।

৩ অধিনীত হুজুর দণ্ড প্রণীত “কর্মযোগ” প্রকাশিত হইল। সঙ্কলিত হুজুরানুসারে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে বহু-দায়তন হইত কিন্তু গ্রন্থকারের রোগজীর্ণ দেহ হইতে সে সম্ভব সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অগত্যা কর্ম যোগের আদর্শ সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বক্তব্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ১৩২৩-২৪ সনে “মানসী ও মর্ম্মবাণী” পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। তৎক্ষণ্য উক্ত পত্রিকার পরিচালক-গণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ আছি।

হুজুর অতীতে কুরুক্ষেত্রের সমরাস্রমে একদিন যে বিশ্ব-বিশ্রুত শাস্ত্রানি উঠিয়াছিল, এ পুস্তকখানি তাহারই একটি প্রতিফলন মাত্র। প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অবলম্বনে লিখিত হইলেও এহা বিভিন্ন জাতীর সূক্ত, দৃষ্টান্ত ও উপদেশ সমৃদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার দেখাই-রাছেন এই কর্মযুগে নিকাম কর্মযোগ ভিন্ন উদ্ধারের অন্য পন্থা নাই; জাতীয় উত্থান পতন কর্ম নিরূপক হইতে পারেনা; এক দিকে কর্মকুণ্ঠ অকাল সম্যাসী, অন্যদিকে কর্মাসক্ত ঘোর বিনয়ী—উভয়েই সমাজদ্রোহী। কর্মদ্বারা সমীম অন্তর অসীম ভূমা হইতে পারে; হৃদয়ে হৃদয়ে সচ্চিদানন্দকে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে কর্মযোগ মাত্র কর্মভোগেই পর্যাবসিত হয়। এই নিকাম কর্মযোগ প্রবিশু প্রীত্যর্থ ও লোক সংগ্রহার্থ, এই এই প্রকারে অনুষ্ঠিত

হইতে পারে ; বন্ধু-প্রীতি, ধর্ম-প্রীতি, দেশ-প্রীতি, স্বাধীনতা-প্রীতি, বিশ্বমানব-প্রীতি, জীব-প্রীতি ও সর্বব্যাপী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি হইতে উভয়বিধ কর্মযোগের প্রণোদনা আসিতে পারে। যে সনাতন সর্বকর্মী সর্বজ্ঞ সদানন্দ বিরাট পুরুষ এই জগদ্বস্তুর সর্ববিধ ব্যাপার নিয়মিত ও শৈথিল্য করিতেছেন, তাঁহার সহিত একাত্মা সম্পাদন করিতে হইলে তাঁহারই জ্ঞান, প্রেম, পূণ্য নিজ নিজ জীবনে বর্নযোগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সিকাগো ধর্ম-মহামণ্ডলো, হেগ আন্তর্জাতিক ধর্ম্মাধিকরণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতরীগুলি এই বিশ্বব্যাপী প্রেমের পরিবার সংস্থা-পুণ্য উদ্যোগ করিতেছে মাত্র। বিংশ শতাব্দীর ভীষণতর কুরুক্ষেত্রের পরিণামে যে স্তম্ভল ফলিবে বলিয়া গ্রন্থকার আশা করিয়াছিলেন, তাহা ফলে নাই বটে, কিন্তু তিনি মনে করেন. যে পৃথিবীর গতি তদভিগুণীন হইয়াছে এবং শ্রীজগবানের পদাঘাতে অচিরে শুভ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। পূণ্যশ্লোক শ্রীমদ্বিবেকানন্দের কণ্ঠে কণ্ঠে 'মিলাইয়া' গ্রন্থকার ভারতবাসীকে কর্ম্মক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। আমরাও বলি “নিয়তং কুরুকর্ম্মদং” এই “কুরু কুরু” মন্ত্র আবার এই পূণ্যক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করুক।

বরিশাল,
জ্যৈষ্ঠ ৮, ১৩৩২

}

শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র ।

ভূমিকা—

আদর্শ কথ্যভূমি	...	১
মোকসেতু	.	১২
আস্তার বৈঠক	.	১৩
পাকা আমি ও কাঁচা আমি	...	১৪
কথ্যকেন্দ্র	...	১২
নিব্বাণ কথ্য—প্রাতিপথে	...	১৫
নিব্বাণ কথ্য—জ্ঞানপথে	...	৬২
লোক সংগ্রহ	..	৬৩
কথ্যযোগ্য লক্ষণ	..	৮১
ধৃতি সম্বন্ধিতঃ	...	১৬৬
সিদ্ধাসিদ্ধ্যানির্ধিকারঃ	..	১০০
সংসার নাট্যাভিনয়	...	১০৬
উপসংহার	..	১১০

কর্মমোক্ষ

আদর্শ কর্মভূমি

১১৫

সংসার কর্মভূমি। ভৃগু, ভরষাজকে এই পৃথিবী দেখাইয়া
কহিলেন, “কর্মভূমিরিয়ম্”। বিশ্ব কর্মময়। কর্ম সৃষ্টির ভিত্তি।
উদ্যম উচ্ছ্বল অমরাণি (Chaos) সৃষ্টিময় সৃষ্টিত বিশ্ব
(Kosmos) পরিণত হইল কর্মে। সৃষ্টি বিধৃত কর্মে। স্বয়ং
ভগবান্ মহাকর্মা। কৃষ্ণে সৃষ্টি, কর্মে পালন, কর্মে সংহার।
বিধাতা এই ব্রহ্মাণ্ডগৃহের মহাগৃহস্থ; স্বাবরজকর্মাশ্রয় বিশ্বব্যাপী
এই মহাপরিবারের যাহার যাহা প্রয়োজনীয়, যথাযথরূপে
নিত্যকাল যোগাইতেছেন :—“যথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যাদধাজ্জা-
শ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।” (ঈশোপনিষৎ, ৮)

গীতায় ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন :—

ন মে পার্থাপ্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বৰ্ত্ত এব চ কর্মণি॥

ভগবদ্গীতা ৩, ২২।

—‘হে পার্থ, আমার কৰ্ত্তব্য কিছু নাই, এই তিন লোকে আমার
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও কিছু নাই; তথাপি আমি কর্মে প্রবৃত্ত
রহিয়াছি।’

কৰ্মবিষয়

কৰ্মণামী ভাস্তি দেবীঃ পরম
কৰ্মণৈবেহ প্রবতে মাতরিশী-
অহোরায়ে বিদধং কৰ্মণৈবা-
তস্মিতো শব্দুদেতি সূৰ্য্যঃ ॥

মহাভারত, উত্তোগপৰ্ব, ২৮, ২ :

—‘পরলোকে দেবগণ কৰ্মবলে দীপ্যমান, কৰ্মবলে বায়ু
প্রবহমান, কৰ্মবলে অহোরাত্র বিধান করিয়া অতস্মিতভাবে
সূৰ্য্য উদিত হইতেছেন।’

মুসার্ক মাসানথ নক্ষত্রযোগানতস্মিতশস্ত্রমাস্চাত্যৈপতি ।

অতস্মিতো দহতে জাতবেদাঃ সম্বুদ্ধমানঃ

‘কৰ্ম কুৰ্মন্ প্রজাভ্যঃ ॥

ঐ, ঐ, ১০ ।

—‘সূৰ্য্যম অতস্মিতভাবে পল, মাস নক্ষত্রযোগ প্রাপ্ত হইতেছেন ;
অগ্নি সম্বুদ্ধমান : হইয়া অতস্মিত ভাবে প্রজাগণের কৰ্মসাধন
করিতে প্রজ্ঞান্বিত হইতেছেন ।

অতস্মিতা ভারমিমং মহাস্তঃ

বিভাস্তি দেবী পৃথিবী বলেন ।

অতস্মিতাঃ শীঘ্রমপো বহন্তি

সম্পূর্ণমন্ত্যঃ সৰ্ব্বভূতানি নন্তঃ ॥

ঐ, ঐ, ১১ ।

—‘পৃথিবী পৃথিবী বলের দ্বারা অতস্মিতভাবে এই মহাতার বহন,

আদর্শ কর্মকৃত্ত্বি

করিতেছেন ; যাবতীয় কৃত গণকে সম্বৃত্ত করিতে নবীপন
অতদ্বিতভাবে কৃত জল বহন করিতেছেন ।’

অতদ্বিতো বর্ষতি কুরিতেজা:

সম্বাদয়নস্তরীক্ষং দিশশ্চ ।

অতদ্বিতো ব্রহ্মচর্য্যং চচার

শ্রেষ্ঠমিচ্ছনু বলভিন্দেবতানাং ।

ঐ, ঐ, ১২ ।

—‘আকাশ ও দিক্ সকল নিনাদিত করিয়া মেঘ অতদ্বিতভাবে
বারি বর্ষণ করিতেছেন ; দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা করিয়া
ইহু অতদ্বিতভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন ।’

সকলেই অতদ্বিতভাবে কণ্ঠে নিযুক্ত । মহাত্মা কার্লাইল
এই বিশ্বের অতদ্বিত কস্মাত্ত্তান দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

“What is this universe but an infinite conjuga-
tion of the verb ‘to do’ ?”—এই বিশ্ব কি? ইহু “ক
ধাতুর অনন্তরূপ ।’

কর্ম ভিন্ন এ জগতে কাহারও তিষ্ঠিবার সাদা নাই। গীতার
ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন :—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃত্ত্বং ।

কার্য্যতে হবশঃ কর্ম সর্ব্বং প্রকৃতিবৈশ্বক্শৈঃ ॥

ভগবদ্গীতা, ৩, ৫ ।

শরীর যত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধোদকর্মণঃ ।

ভগবদ্গীতা ৩, ৮

—‘কৰ্ম না করিয়া কেহ ক্ষমাত্রও তিষ্ঠিতে পারেনা, সকলেরই প্রাকৃতিক গুণের দ্বারা চালিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও কার্য্য করিতে হইতেছে।’ ‘কৰ্ম না করিলে তোমার শরীর-যাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না।

তোমার জীবিকা নির্বাহের জন্য যে সামান্য কতিপয় তওল-কণা-সংগ্রহ প্রয়োজনীয়, তাহাও কৰ্ম্মসাপেক্ষ। অল্প প্রয়োজন না থাকিলেও, মাত্র আত্মরক্ষার জন্যও প্রত্যেক ব্যক্তির কৰ্ম্ম করিতেই হইবে।

আত্মরক্ষা ও জগত রক্ষার জন্য সকলেই কৰ্ম্মক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান। যে গৃহে বাস করি, যে আসনে উপবেশন করি, যে শব্যায় শয়ন করি, যে বস্ত্র পরিধান করি, যে ভক্ষ্য আহার করি, সমস্তই কৰ্ম্মোত্তর।

আমার জন্য কেবল আমিই কৰ্ম্ম করিতেছি, তাহা নহে ; এই মাত্র শুনিলাম সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ কি ভাবে নিরন্তর আমার সেবা করিতেছেন। কত কোটি কোটি প্রাণী আমার জন্য অবিশ্রান্ত খাটিতেছে। ‘আমার বাড়ী, আমার বাড়ী’ বলিয়া যে স্থান নির্দেশ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই একবার চিন্তা করুন, সেই স্থানটি আবাসযোগ্য করিতে ‘কত কত লোক তাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক কত শক্তি ব্যয় করিয়াছেন। বাতাসও হইতে আমাকে রক্ষা করিতে যে গৃহধানি নিশ্চিত হইয়াছে, ইহার প্রত্যেক উপকরণ আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিতে কত লক্ষ লক্ষ লোক অবিশ্রান্ত পরিশ্রম

করিয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে মন স্তম্ভিত হয়। যে অন্ন স্বাস্থ্যাদি দ্বারা প্রত্যহ কুখানল প্রশমিত করি, কিংবা যে বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকি, ইহার প্রত্যেক বস্তু যে যে পদার্থের সংযোজনায় প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই পদার্থগুলি আবিষ্কার ও যে প্রশালীতে সংযুক্ত করা প্রয়োজন, তাহা উদ্ভাবন করিতে কত যুগে কত লোক গলদগ্ধ হইয়াছে, চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়। ক্ষুদ্র অপোঙ্গ ও শিশু ছিলাম, সামান্য মশকাদি দূর করিবার কষ্ট ছিল না, কত লোকের কতবিধ কষ্টের ফলে এত বড় হইয়াছি— ভাবিতে প্রাণ কৃতজ্ঞতারসে আপ্নত হয়। বাহিরের সুখ স্বাস্থ্য-দ্ব্যয়ের জন্য কত লোকের নিকটে ঋণী; আবার অন্তরের বল, বুদ্ধি-জ্ঞান, সম্ভাব প্রভৃতির জন্য জীবিত, মৃত, কত অগণ্য লোকের নিকটে ঋণী আছি। আবার, আমার তোমার এ জীবনে কে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা যাহাদিগের দ্বারা রক্ষিত ও সং-
 দ্বিত হইবে, সেই ভবিষ্যৎশতাব্দীর নিকটেও ত ঋণী! কেবল
 কি মহুগের নিকটেই ঋণী! কত ইতর পশু খীমাদিগের জন্য
 শরীরের রক্ত জল করিতেছে এবং কত কষ্ট সহ করিতেছে, ইহা
 কি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি না? উদ্ভিদ জগৎ আমাদের গ্রাণ
 রক্ষা ও সুখ স্বাস্থ্যের জন্য কত উপায়ন লইয়া উপস্থিত।
 জীবসমাজ দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া যদি সেই সমাজ রক্ষা ও
 উন্নতিকল্পে কৰ্ম করিতে প্রস্তুত না হই, তবে আমরা নিতান্তই
 কৃতয়।

বিশেষ, আন্দোলনটিও কৰ্ম ভিন্ন সম্ভবপর নহে। স্বকল্যাণ
 সাধন জন্যও সকলেরই কৰ্মের প্রয়োজন। সংসারদোলায় আন্দোল-

কর্মযোগ

লিত না হইয়া কেহই পরমপুরুষার্থোপযোগী গুণগ্রামের অধিকা
হইতে পারেন না ! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন :—

ন কর্মণামনারজ্ঞানৈকর্মাং পুরুষোহঙ্গুতে !

ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥

ভগবদ্গীতা ৩, ৪

—‘কর্মের অহুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না
কর্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না’ ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন :—

রাম রাম মহাবাহো মহাপুরুষ চিন্ময় ।

নাযং বিজ্ঞান্তিকালো হি লোকানন্দকরোভব ॥

যবান্নোকপরামর্শো নিক্রটো নাস্তি যোগিনঃ ।

তাবদ্রুচসমাধিস্বং ন ভবত্যেব নির্মলম্ ॥

তস্মাদ্রাজ্যাদিবিষয়ান্ পর্যালোক্য বিনশ্বরান্ !

‘দেবকীর্ষাদিভার্যাংশ ভজ পুত্র হৃদী ভব ॥

যোগবশিষ্ঠ । নির্বাণ । পূর্ব ১২৮, ২৬—২৮ ।

—‘হে মহাবাহু, চিন্ময় মহাপুরুষ রাম, এখন তোমার বিজ্ঞানের
সময় নহে, লোকানন্দকর হও । যোগীর যদবধি লোকবাজা-
কর্ম সম্পন্ন না হয় তদবধি নির্মল সমাধিস্ব বটে না । অতএব
নব রাজ্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেবকীর্ষাদিভার ভজনা
তুমি পুত্র, হৃদী হ ।’

ছত্রপতি-শিবাজী-প্রকৃত শ্রীরামদাস বামী বলিয়াছেন:—

আদর্শ প্রপঞ্চ করা বা নেটকা ।

মগ ঘ্যাবে পরমার্থবিবেক ।

দাসবোধ ১২, ১, ১ ।

—‘প্রথমে স্বন্দররূপে প্রপঞ্চের কার্য করিবে, পরে পরমার্থ বিবেক গ্রহণ করিবে’ ।

কি ভাবে প্রপঞ্চের কার্য করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া-
ছেন :—

প্রপঞ্চ করা বা নেমক ।

পাহারা পরমার্থবিবেক !

জেনে করিষ্ঠা উভয়ে লোক ।

সম্বষ্ট হোতী ।

দাসবোধ ১১, ৩, ২ ।

—‘সংযতভাবে প্রপঞ্চ করিবে ও পরমার্থবিবেক দ্বিধিতে লুপ্তকিবে
ইহা দ্বারা উভয় লোক সম্বষ্ট হইয়া থাকে ।

সংযত প্রপঞ্চসেবা ভিন্ন কেহই মৈত্রী, করুণা, মুদিতা,
উপেক্ষা প্রভৃতি আদর্শ করিতে পারে না ; তত্ত্বার্থাধিকারী হন
না । কাহার প্রতি করুণা করা হইবে ? সংসারসম্বন্ধ না থাকিলে
কাহার সহিত মৈত্রী করা হইবে ? কাহার আনন্দে মুদিতা প্রকাশ
পাইবে ও কাহার ঘেব ও স্থণা উপেক্ষা করিবে ? সংসারকর্ম ভিন্ন
আত্মজ্ঞানলাভের সোপান নিত্যানিত্যবস্তাবিবেক, ইহাবৃত্তার্থ-কল-
তোগবিরাগ, শব্দমাদি ঘটকসম্পত্তি ও মুমুক্শু প্রতিষ্ঠিত হইবে
কি প্রকারে ? অনিত্যের সংস্পর্শে আসিলে তবে ত নিত্যের

কর্মবোধ

সহিত তাহার পার্থক্য বুঝিব ! ইহলোক ও পরলোকে কি ফল লাভ করা যায় জানিলে এবং তাহার অনিত্যত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে তবে ত সম্ভোগে বিরাগ জন্মিবে। বহিরিঙ্গ্রিয় ও অন্তরিঙ্গ্রিয়ের নানা প্রকার বিপত্তির বিধয় উপস্থিত হইলে তবে ত শমদমাদি সাধনের চেষ্টা হইবে। কষ্টে না পড়িলে তিতিক্ষা আসিবে কোথা হইতে ? বিষয়াশুভবের দোষ লক্ষিত হইলে তবে ত উপরতি ? উপরতি হইলে তৎপরে সমাধান এবং গুরু ও বেদান্তবাক্যে ঐক্য উদয়। বন্ধনবোধ হইলে তবে ত মুমুক্শু আসিবে। আমাদিগের সংসারের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে পথ পরিষ্কার হইবে ; অনেক ভ্রম হইবে, অনেকবার পদস্থলন হইবে সত্য ; কিন্তু তাহাই ফলপ্রদ হইবে, তাহা হইতেই ভ্রম নিরাশ হইবে, সত্যপন্থা ফুটিয়া উঠিবে, প্রেম-পবিত্রতায় মগ্নিত হইবার অহুষ্ঠান চলিতে থাকিবে ! ইহা ঘটে দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে বলিয়াছেন :—

“শত ছিত্র করে’ জীবন

বাণী বাজাও হে।”

পরমার্থাভিমুখ অর্থাৎ আত্মমোক্ষ ও জগন্মোক্ষাভিমুখ কর্ম করিতে গিয়া যে ভ্রমে পতিত হই, সদিচ্ছাবলে তাহা দূর হইয়া যায় এবং আনন্দ ও সত্যের পথ খুলিয়া যায়। কর্তা শত ছিত্রের ভিতর দিয়া অপূর্ব বংশীধ্বনি করিতে থাকেন !

এইরূপ কর্মের দ্বারাই জগৎ উন্নত হইতেছে। এইরূপ কর্ম করিবার জন্যই জয়গ্রহণ করিয়াছি। যে ব্যক্তি এইরূপ কর্ম, জীবনের ব্রত করিয়া লন, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য এবং যে জাতি

এইরূপ কর্মসাধন জন্ত সর্বদা সচেত, সেই জাতিই উন্নতির পদবীতে আরোহন করেন। যে সম্প্রদায় সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে এইরূপ কর্ম সম্পন্ন করেন, সেই সম্প্রদায়ই জগতের শীর্ষস্থানীয়। ইতিহাসের পংক্তিতে পংক্তিতে এই তথ্য প্রমাণিত হইতেছে। পৃথিবীর মহাজনগণ এইরূপ করিয়াছেন বলিয়াই মহাজন।

এইদিকে যে দেশ ও যে জাতি যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, সেই দেশ, সেই জাতি জগতে ততদূর শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। প্রাচীন রোম যতদিন এই ভাবে অল্পপ্রাণিত ছিলেন, ততদিন সমস্ত জগতের পূজাহ ছিলেন; যাই এই ভাবটি ত্যাগ করিলেন, অমনি, তাঁহার পদপ্রান্তে স্থান পাইবার যোগ্য নহে যাহারা, তাহাদিগের পদলুপ্তিত হইতে হইল। ভারত যতদিন কর্ম করিতে সর্কাপেক্ষা অগ্রসর ছিলেন ততদিন পৃথিবীর শিরোরত্ন ছিলেন, চতুর্দিকে তাহার নামে জয়ধ্বনি পড়িত; যাই এই ভাব হইতে বিচ্যুত হইলেন অমনি কলঙ্কের পসরা মস্তকে উঠিল।

এই ভারতবর্ষে যখন আধ্যাত্মিক কর্মদ্বারা গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহন করিলেন এবং দেখিলেন যে এই 'স্বকলা' ভূমিতে একরূপ পর্যাপ্ত অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, তাহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহের জন্ত কর্মের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তখন কর্মের প্রতি সহজে তাদৃশ্য উপস্থিত হইল। শরীরবাজী এই দেশে অনায়াসসাধ্য বলিয়া তাহা অনাদরের বিষয় হইল; এবং শরীরবাজী নির্ব্বাহের সহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপ সংশ্লিষ্ট তাহা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। জীবিকাবিধারী বহির্ভূত কর্ম নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইল;

কিন্তু তাহাই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে বাহিরের মঙ্গল যেরূপ সংসাধিত হয়, অন্তরের মঙ্গলও তেমনি সাধিত হইয়া থাকে—ইহা ধারণার বিষয় রহিল না। সুতরাং অগ্রে কর্মকে অবহেল করিয়া, মাত্র জ্ঞান ও ভক্তিকে জীবনের পরম সাধ্য নির্ধারণ করিলেন, এবং নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ কর্মদ্বারা নিয়মিত না হওয়ায় উচ্ছ্বল হইয়া পড়িল। ইহাই ভারতের পতনের সূত্র। যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্বী করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সাধু, মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইলেন; এবং যাহারা সংসারী রহিলেন, জগতের মঙ্গলের সহিত তাঁহাদিগের স্বকীয় মঙ্গল কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ, তাহা ভুলিয়া, ঘোর বিষয়ী ও স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইলেন। দুই দলই, মানবসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। যাহারা তপস্বী, তাঁহারাও স্ববিমুক্তিকাম হইয়া পরার্থনিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন, ইন্দ্রিয়ার্থবিমুগ্ধ জীবদিগের জন্ত কোন চিন্তাই রহিল না। প্রহ্লাদ যে ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া ভগবানকে বলিয়াছিলেন :-

নৈবোষিজে পরহুতায়ত্নৈবতরণ্য-

স্বার্থ্যাগায়নমহামৃতমগ্নাচিন্তঃ ।

শোচে ততো বিমুগ্ধচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-

মায়াস্বখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ।

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা

মৌনং চরন্তি বিজ্ঞানে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ ।

নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুখক একো

নাশ্রয় স্বদন্যশরণং সমতোহহুপশ্চে ।

ভাগবত ৭,২,৪৩-৪৪ ।

—‘হে ভগবান, তোমার গুণগান-মহাশূভ-ময়চিত্ত আমি, হৃৎসার বৈতরণী মনে করিয়া উদ্বিগ্ন নই, সেই গুণগান-বিমুখ ইন্দিয়ার্থ-মায়া স্তূপের জন্ত ভারবহনকারী মূৰ্খদিগের জন্তই উদ্বিগ্ন । প্রায়ই দেবতা ও মুনিগণ স্বমুক্তিকাম হইয়া বিজনে মৌনাবলম্বন করিয়া তপস্শা করিয়া থাকেন, পরার্থনিষ্ঠ নহেন, পরের দিকে দৃষ্টি করেন না ; এতগুলি কৃপাপাত্র মায়াযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ত্যাগ করিয়া আমি একক মোক্ষ পাইতে ইচ্ছুক নহি । এই যে মহত্ত্ব মোহচক্রে লম্বন করিতেছে ইহার ত তুমি ভিন্ন গতি দেখি না ।’

প্রহ্লাদের সেই ভাবটী, তপস্বী ও সংসারী উভয়ের প্রাণ হইতেই তিরোহিত হইল । উভয়েই জগৎ তুলিয়া স্বার্থনিষ্ঠ হইলেন ।

ইহার কল বাহা হইবার তাহা হইল । ভারতবাসী ক্রমে নিৰ্জীব, শক্তিহীন ও মলিনচিত্ত হইতে লাগিলেন । বাহারা মানব-সমাজ ত্যাগ করিয়া সাধনা আরম্ভ করিলেন তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই কৰ্ম্মজনিত হৃদয়-বলের অভাবে অকৰ্ম্মা ভিক্ষুক সম্প্রদায়ে পরিণত হইলেন । আর বাহারা সংসারে রহিলেন, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই উচ্ছৃঙ্খল হৃদয় লইয়া ঘেব, হিংসা, কাম, লোভাদি কুপ্রবৃত্তিগুলির দাসত্ব অবলম্বন করিলেন । এই পন্থা অহুসরণ করিতে করিতে যখন ভারতবাসিগণ বংশরোনাভি নিবীৰ্য হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদিগকে পর-পদানত হইতে

হইল। স্বৰ্গের প্রতি অনাস্থা হইলে কি ফল হয়, কৰ্ত্তা তাহাই প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়া দিলেন। অকৰ্ম্মাগণ কৰ্ম্মানুসেবিগণের ক্রীড়াপুতুল হইয়া থাকিবে তাহাদিগের অঙ্গুলি হেলনে উঠিবে, বলিবে, চলিবে, ইহাই ভগবানের বিধি। জগন্ময় নিত্য এই তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে। যতদিন পুনরায় কৰ্ম্মের জগৎ প্রস্তুত না হইব, ততদিন কোন শ্রেষ্ঠজাতির সমকক্ষ হইবার আশা নাই।

কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, কি বিশ্বগত জীবন সৰ্ব্বত্রই একবিধ। সৰ্ব্বার্থসিদ্ধির একমাত্র উপায়—প্রকৃত কৰ্ম্মপন্থাবলম্বন এবং সৰ্ব্বার্থবিনাশের একমাত্র হেতু—প্রকৃত কৰ্ম্মপন্থা অবলম্বন করিলেই আমরাগের জীবনের লক্ষ্য আয়ত্ত হইবে; এবং তাহা হইতে বিমুখ হইলেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে। প্রকৃত কৰ্ম্মপন্থা কি, তাহার আভাস পূৰ্ণেই দেওয়া হইয়াছে।

মোক্ষসেতু।

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—বিশ্বময় সৰ্ব্বত্র সচ্চিদানন্দোপলব্ধি, সচ্চিদানন্দাবলম্বন এবং সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠা। ইহাই মোক্ষ-সেতু। সপ্তমগুণে জীবের ইহাই একমাত্র আলোচ্য ও কৰ্ত্তব্য। নিঃশ্বাসান্তে কি, তাহা কে বলিবে? টেনিসন এই সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠাকেই “that far-off divine event”—‘সেই চরম দৈব অহুষ্ঠান’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি সংস্বরূপে তাহার সদ্ভিনী শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন এবং সেই শক্তিতেই জগৎ বিদ্যুত রহিয়াছে; চিত্ত অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপে সচ্চিদানন্দোপলব্ধি

জ্ঞান প্রকাশ ও বিস্তার করেন, আনন্দস্বরূপে হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা বিশ্বময় আনন্দ বিধান করেন। সেই সচ্চিদানন্দ শক্তিই আমাদের কার্যকরী বৃত্তি, সঞ্চিৎশক্তি জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, এবং হ্লাদিনী শক্তি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। দার্শনিকগণের বিভিন্ন মতানুসারে আমরা স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বা সচ্চিদানন্দাংগ অথবা সচ্চিদানন্দকণা কিংবা সচ্চিদানন্দবিষ, যাহাই হই, আমাদের জীবন ব্যাপিয়া যে সচ্চিদানন্দলীলা চলিতেছে তাহা আমরা সন্দেহ নাই। কি ব্যক্তিগত জীবন, কি মানব সমাজ, কি ভূত-সমাজ সবই যে এক সচ্চিদানন্দ বিহার-ভূমি তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব। ব্যক্তিগত জীবন যতই বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ততই সচ্চিদানন্দ, সঞ্চিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া বাড়িতে থাকে। মানুষ বয়োবৃদ্ধি সহকারে ও শিক্ষার উন্নতির প্রভাবে কতই কঠোর, কতই জ্ঞাত, কতই সন্তোষ প্রাপ্ত, এবং সমগ্র মানবসমাজ কি এই জগৎ ব্যাপিয়া যে আংশিক ভাবে ক্রমেই ক্ষুণ্ণতরূপে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা হইতেছে, বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; এবং অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, আমরা ইহার পূর্ণ প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি! নানা দেশে ও নানা অবস্থায়, উন্নতি ও অবনতির তরঙ্গে তরঙ্গে উঠে নীচে উঠিয়া নামিয়া প্রাচীন জ্ঞান প্রেম ও ক্রিয়াতত্ত্ব মঙ্গলগত করিতে করিতে ও জগন্ময় তাহার বিস্তার সাধন করিতে করিতে অর্কাচীন জ্ঞান, প্রেম ও ক্রিয়া-শক্তিবলে আমরা সচ্চিদানন্দপ্রতিষ্ঠার দিকে ধাবমান। ইহারই নিদর্শন:—নিকাগোর সর্বসাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসমিতি, হেগেল

আন্তর্জাতিক বিবাদমীমাংসক মধ্যস্থধর্মাদিকরণ এবং নবপ্রতিষ্ঠিত সার্বভৌমিক জাতি-মহাসমিতি। পুরাকালে যাহারা বিজাতীয় ধ্বংসবর্তী হইয়া একে অপরকে কত অত্যাচার কত উৎপীড়ন করিয়াছে, আজ তাহারা বিশ্বশ্রমবন্ধনে সম্বন্ধ হইয়া সিকাগোর মহামিলনমঞ্চে এক আসনে অধিষ্ঠিত। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ কেমন আদরে পরস্পরের সম্বন্ধনা করিলেন। শত বৎসর পূর্বে এই অপূর্ণ সম্মিলন কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

যদিও হেগ মধ্যস্থধর্মাদিকরণ গণ্ডীনিবদ্ধ ও এখনও আন্তর্জাতিক বিসম্বাদের উল্লেখযোগ্য কিছুই উপশম করিতে পারেন নাই, যদিও আজও রণদাবানলে নানা দেশ ভস্মীভূত হইতেছে, কিন্তু এই জাতীয় ধর্মাদিকরণ যে একদিন শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া অন্ততঃ অনেক পরিমাণে এই দাবানল নির্মাপিত করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। পৃথিবীর গতি তদভিমুখিনী হইয়াছে বলিয়াই এই ধর্মাদিকরণের সৃষ্টি হইয়াছে। যে রাষ্ট্র সম্মিলনীতে ইহার পত্তন হয়, ক্রিস্টিয়ানিটি তাহাতে বলিয়াছিলেন—“যে রাষ্ট্রসমূহ বাদবিসম্বাদের উপরে জগন্ময় শক্তির জয়জয়কার স্থাপনপ্রয়াসী তাঁহাদিগের উদ্ভব এই শক্তিযুদ্ধে কেন্দ্রীভূত হইবে।” বাস্তবিকও তাহা হইবেই। কবি যে ভুবনমিলন Federation of the World কল্পনার দিবাচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা একদিন যে অন্তত বিশিষ্টপ্রমাণে সংঘটিত হইবে, হেগ-ধর্মাদিকরণ তাহারই পূর্বাভাস দেখাইতেছেন।

সার্বভৌমিক জাতিমহাসমিতিও তাহারই সূচনা করিতেছে।

মানি, পৌরস্বত্ব বর্ণবিভেদ আজিও ভীষণ উৎপাত ঘটাইতেছে।
মানি, সাম্যমৈত্রীস্বামী সভ্যতাভিমাত্রী কোন কোন জাতি বর্ণগত
বৈষম্যবোধে বহু-আত্মসম্মিত গুণসমূহ আহতি দিতেছেন।
এই দাক্ষ্যাবেষ্টন সম্বন্ধে যে এই সমিতির অধিবেশন হইয়াছে,
এই ভবিষ্যৎমিলনের সূত্রপাত। সাম্যমৈত্রীস্বামী ভাষিয়া
গড়িয়া কল্যাণস্বামী কল দেখাইয়া মহামিলনের হাট বলাইবেন।

আজ জগতের সীমান্ত—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—
তাড়িৎ বার্তাবহ, বায়ু-বান এবং চিন্তা, ভাব ও ক্রিয়ায় বিনিময়-
দ্বারা আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, ব্যবহারিক, বাণিজ্যিক
নানাবিধে পরস্পর সম্বন্ধ। মাত্র খাণ্ডের জন্তও অনেক
জাতির পরস্পর সম্মিলিত হইতে চাইতেছে। ব্রিটন যদি
অপরদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে
ভীহার অন্নসংস্থানের উপায় থাকে না। জম্মনি এক বৎসরে
শত কোটি টাকার উর্দ্ধ, ফরাসী অন্নোতি কোটি টাকার উর্দ্ধ, আমে-
রিকাও শত কোটির উর্দ্ধ মূল্যের খাদ্য অপর দেশ হইতে সংগ্রহ
করিয়াছেন। মহাত্মা কার্ণেগী ইহা দেখাইয়া এক বুদ্ধতায়
বলিয়াছিলেন—“Nations feed each other. A Noble
ideal present itself for the future of man ---no
nation labouring solely for itself, but all for each
other, thus becoming a brotherhood under the
reign of peace.”—বিভিন্ন জাতি পরস্পরের আহার যোগাই-
তেছেন। ইহা দ্বারা মনুষ্যের ভবিষ্যত সম্বন্ধে এক মহান
আদর্শ উপস্থিত হইতেছে—অর্থাৎ কোন জাতির মাত্র নিজের

জন্মই পরিশ্রম না করিয়া, সকলেরই পরম্পরের জন্ত পরিশ্রম করিতে করিতে শাস্তির আশ্রয়ে এক, ভ্রাতৃসম্মিলনীতে পরিণত হইতেছেন।’ পূর্বোক্ত বিবিধ সম্বন্ধবলে নানা বাদবিসম্বাদ বিরোধ সম্বন্ধে ভুবনব্যাপী জ্ঞান, প্রীতি ও সামর্থ্যের যে ক্রমোন্নতি-বিধান হইতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী যত চলিয়া যাইতেছে, ততই পৃথিবী নূতন করিতে, নূতন জানিতে, নূতন ভূমিতে অগ্রসর হইতেছে। এই ব্যাপারে আমরা ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে পরম্পর সহায়।

আত্মার বৈঠক।

সকলের মধ্যে এক শক্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়াই আমরা পরম্পরের ক্রিয়া, জ্ঞান ও আনন্দ বুঝি এবং তাহার সহায় হই। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াই ব্রহ্মাণ্ডান্তত্বদর্শী এক মহাপণ্ডিত বলিয়াছেন :—

“I am owner of the sphere,
Of the seven stars and the solar year,
Of the Cæsar’s hand and Plato’s brain
Of Lord Christ’s heart and Shakespeare’s
strain.

“আমি” লোকাধিপতি, সপ্তনক্ষত্রলোক সৌরবর্ষাধিপতি
আমি, সীতারের হস্ত, প্লেটোর মস্তিষ্ক, প্রভু খ্রীষ্টের হৃদয়,
শেক্সপিয়রের স্বকীভ—সকলেই আমার।’

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও আত্মার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এক না হইলে ব্রহ্মাণ্ড-রহস্য ভেদ করিতে কখনই অগ্রসর হইতে পারিতাম না। আমার ভিতরে দক্ষতার আভাস না থাকিলে তখনই কৰ্মবীর সীতারের দক্ষতা ধারণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতাম না। আজ যে নেপোলিয়নের বীরত্ব কাহিনী পাঠ করিতে করিতে বারংবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠি, তাহার এক মাত্র হেতু এই যে, আমার ভিতরেও নেপোলিয়নের সন্ধীনী-তত্ত্ব লুকায়িত রহিয়াছে। প্লেটোর সম্বিশক্তি আমাক ভিতরেও ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া আমি তাঁহার দার্শনিক গভীর চিন্তা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হই। খুষ্টের হৃদয়ের ছায়া আমাতেও আছে, তাই আমি তাঁহার মহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। আমার প্রাণের ভিতরে সেক্সপিয়রের কাব্যসজীবতার সুর না বাজিলে কিছুতেই তাঁহার কাব্যমাধুরী আন্বাদন করিতে সক্ষম হইতাম না। নক্ষত্রলোক এবং সৌরজগৎ ও বর্ষের অধিকারী যে আমি, তাহা একটু নির্জনে প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিলেই বুঝিতে পারিব। কেবল নক্ষত্রলোক ও সৌরজগৎ বলি কেন? যাহা প্রকৃত 'আমি' তাহা দেশ ও কালের অতীত। এমাসন বলিয়াছেন :—"Before the great revelations of the Soul Time, Space and Nature shrink away."—আম্মার মহাপ্রকাশ যেখানে, দেশ, কাল, প্রকৃতি তিরোহিত সেখানে। তাহা না হইলে ঔপনিষদিক ঋষি, প্লেটো, সেক্সপিয়র, কুক, অর্জুন—ইহাদিগের সঙ্গলাভ করি কি করিয়া? যখন ইহাদিগকে লইয়া বসি, তখন দেশ ও কালের বিভেদ কি

মনে থাকে ? আত্মার বৈঠকে দেশ ও কাল উড়ি
যায় ।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে হেরষচন্দ্র চক্রবর্তী নামে একটি অতি
মনোহর-চরিত্র ছাত্র ছিলেন । তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে
একদিন দেখিলাম, তিনি বরিশালের নদীতীরের শোভা
বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন :—“যাইতে যাইতে পুলের
উপরে যাইয়া বসিলাম, বসিয়া বসিয়া বিশ্বপতির অপূর্ণ শোভা-
ময় সৃষ্টি দেখিতে লাগিলাম । কত কি গব মনে আসিল,
তন্মধ্যে বিস্তারের ভাবটিই নূতন । তারাগুলির দিকে চাহিয়া
চাহিয়া কোন কোন মুহূর্ত্তে মনে হইতেছিল, আমি যেন পৃথিবী
ছাড়িয়া আকাশে যাইয়া এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছি যে, এক
সময়ে অনেকগুলি নক্ষত্রে উপস্থিত থাকিতে পারি । ই বিশা-
লত্বের সহিত আমার তুলনা করিতে গিয়া আমি আমার অস্তিত্ব
খুঁজিয়া পাই না ।” এই যুবকটি প্রকৃত “আমি” কি তাহা
কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । কীটস্ এই তত্ত্ব অনুভব
করিয়া বলিয়াছিলেন.—“I feel more and more every
day, as my imagination strengthens, that I do not
live in this world alone, but in a thousand worlds”
—“আমার কল্পনার শক্তি যতই বাড়িতেছে, ততই দিন দিন হৃদয়ে
এই ভাবের বৃদ্ধি হইতেছে যে আমি কেবল এই জগতের জীব
নহি, আরও সহস্র সহস্র জগতে বসতি করিতেছি ।” প্রকৃত ‘আমি’
সত্যই বিশ্বজোড়া । একটি কথা আছে, “যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা
আছে তাণ্ডে ।” এই প্রবচনটি ‘আমার’ বিস্তৃতি পরিচায়ক ।

আমরা যে সামান্য স্বভাবের জীব নহি, তাহা আমাদের
জ্ঞান, প্রেম, সামর্থ্যের আটকবোধেই প্রমাণিত হইতেছে।
যতটুকু জানিয়াছি, কিছুতেই তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারি না,
যত জানি তত জানি না, আরও জানিবার জন্য পাগল হই, যত
চিন্তা করি ততই চিন্তার উৎস খুলিয়া যায়, ভাবিতে ভাবিতে
কত কত নূতন বিষয় হঠাৎ মস্তিষ্কে উদয় হয়, কথা কহিতে
কহিতে হঠাৎ অজ্ঞাতপূর্ব কত তত্ত্ব আপনা হইতে অন্তরে প্রক-
টিত হয়। রবার্ট ব্রাউনিং এই রহস্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে
করিতে লিখিয়াছেন :—

“Truth is within ourselves ; it takes no rise
From outward things, whate’er you may believe :
There is an inmost centre in us all,
Where Truth abides in fullness ; and around
Wall upon wall, the gross flesh hems it in.
This perfect, clear conception—which is Truth ;
A baffling and perverting carnal mesh
Blinds it and makes all error and ‘to know’
Rather consists in opening out a way
Whence the imprison’d splendour may escape,
Than in effecting entry for a light
Supposed to be without. Watch narrowly
The demonstration of a truth, its birth,
And you trace back the effluence to its spring

And source within us, where broods radiance vast
To be elicited ray by ray, as chance shall favour."

‘সত্য আমাদের ভিতরে ; তুমি যাহাই মনে করনা কেন, বাহিরের কোন পদার্থ হইতে ইহা উদ্ভূত হয় না ; আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃস্থে সত্য পূর্ণভাবে বিরাজমান ; এই পূর্ণ পরিকার জ্ঞান, যাহা সত্য নামে অভিহিত, প্রাচীরের পর প্রাচীরের স্থায় স্থল রক্তমাংস ইহাকে বেঁটন করিয়া রহিয়াছে । এই বুদ্ধিশূন্য দৈহিক মায়াজাল জ্ঞানকে আবৃত করিয়া সমস্ত ভ্রম উৎপাদন করে । জ্ঞানার্জনের উপায়—বাহির হইতে ভিতরে আলোক প্রবেশ করান নহে, দেহবাহ ভেদ করিয়া ভিতরের অগ্রকট জ্যোতিঃ প্রকাশের পক্ষা উদ্ভাবনাই তাহার উপায় । কোন সত্যনির্ধারণ, কি তাহার উদ্ভব বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, আমাদের অন্তরে প্রভূত জ্যোতির আধার যে উৎস রহিয়াছে, তাহা হইতেই ইহা নিস্কৃত হইতেছে, তাহা হইতেই দৈবাৎ এক একটি রশ্মি প্রকটিত হয় ।

পঞ্চকোষি আত্মাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহা হইতেই অনর্থক উৎপত্তি ; তাহা ভেদ করিলেই আত্মার জ্যোতিঃ প্রকাশ পায় । এমার্সন বলিতেছেন :—

"With each divine impulse the mind rinds the thin rinds of the visible and finite and comes out into infinity."—‘প্রত্যেক দিব্যভাবে পবর্জনার মন’

দৃষ্টির বিষয়ীভূত সসীমের কোষ ভেদ করিয়া অসীমে উপস্থিত হয়।’

আমাদিগের অন্তরে যেমন জ্ঞানের অনন্ত প্রস্রবণ, তেমনি প্রেমেরও অনন্ত নিষ্কর। যত ভালবাসি ততই যেন ভালবাসিতে উদ্বৃত্ত হই; কেহ বলিতে পারিল না ‘আমি ভালবাসার পরাকাষ্ঠা কাহাকে বলে বুঝিয়াছি,’ ভালবাসার যেন এক অসীম সাগর আমাদিগের ভিতরে প্রসারিত, তাহার কূল কিনারা পাই না। ভালবাসা যত বিলাও ততই তাহার বৃদ্ধি, অনন্তত্বের ত ইহাই লক্ষণ। শেলী বলিতেছেন :—

“If you divide suffering or dross, you may
Diminish till it is consumed away ;

If you divide pleasure and love and thought,
each part exceeds the whole.”

—‘যদি তুমি দুঃখ, আবর্জনা ভাগ কর, হ্রাস করিতে করিতে তাহা একেবারে নাশ করিতে পারিবে; কিন্তু আনন্দ প্রেম এবং চিন্তা ভাগ করিতে গেলে দেখিবে—প্রত্যেক ভাগ সমষ্টি হইতে বড় হইয়াছে !’

প্রথমে কিঞ্চিৎ প্রেম লইয়া ভালবাসিতে আরম্ভ করিলে দেখিবে, যত অধিক জীবে অধিক পরিমাণে ভালবাসা গড়াইবে তত তোমার প্রেমের মূলধন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে; যত বিলাইবে ততই বাড়িবে। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহাই। ইহা হারা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জীবনবেদের গণিত প্রমাণিত হয় :—তিন হইতে সাত গেলে দশ থাকে বাকী।

সামর্থ্য সম্বন্ধেও দেখিতে পাই, যত করি ততই মনে হয় আরও যেন কত নূতন ক্রিয়া করিতে পারি। পৃথিবী এত প্রাচীনা হইয়াছে তবু যেন ক্রিয়াকাণ্ডের আরম্ভ বই নয়। টেনিসন গাহিতেছেন :—

“We are Ancients of the earth

And in the morning of the times”

—‘আমরা এই পৃথিবীতে প্রাচীন বটে, অনেক কাল আসিয়াছি, কিন্তু যুগযুগান্তের মাত্র এই যেন প্রভাত দেখিতেছি।’

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যতই উন্নতি হইতেছে ততই প্রতীতি হইতেছে, আরও কত ভাঙারে সঞ্চিত রহিয়াছে, তত তুলিবে তত পাইবে। মঁাতো দুমোঁ, মঁারকোনি, এডিসন, জগদীশ চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র জাতীয় ব্যক্তিগণ এই ক্রিয়া-সাগরে যত ডুবিতেছেন ততই রত্ন তুলিতেছেন। কত দেখিলাম, তবু মনে হয় আরম্ভ বই নয়।

আবার এদিকে দেখিতে পাই, এই চক্ষু কত দেখে তবুও তৃপ্ত হয় না, আর যাহা দেখি তাহার পক্ষেই কি দুটি চক্ষু যথেষ্ট? আকাশের অসংখ্য তারকাবলী বহুজ্বরের নানা স্থানের বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে মনে হয় না কি—সহস্রাঙ্ক হইতাম, অসংখ্যাঙ্ক হইতাম, তবে বুঝি সাধ মিটিত? ঐ যে সন্মুখে আকাশটা নামিয়া দৃষ্টির অবরোধ করিতেছে, ক্রমাগত ইচ্ছা হয় না কি—ওটাকে তুলিয়া ফেলি, ওর অপর দিকে কি আছে দেখিয়া লই? জ্ঞানচর্চা করিতে করিতে মনে হয় নাকি—একটা মাথায় কুলোয় কই? সহস্রশীর্ষা, অনন্তশীর্ষা হইতাম!

আমরা যে সেই 'সহস্রাব্দীর্ণা, সহস্রাব্দ, সহস্রপাং পুরুষের' সম্মান। আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি কেবলই এই পৃথিবীতে আটকবোধ করে। আমরা যেন এখানে আমাদের বৃত্তিগুলির অব্যবহৃত প্রসার পাইতেছি না। মনে হয় সাগরের জীব কূপে আবদ্ধ হইয়া আছি। দেশ সম্বন্ধে দূর দূরান্তর অসীমের প্রার্থী, কাল সম্বন্ধেও তাহাই। অতীতে তুমি কতদূর যাইবে যাও, সহস্র সহস্র শতাব্দী পার হইয়া যাও, দেখিবে তোমার দৃষ্টি আবণ্ড যেন কোথায় ঝইতে চায়; ভবিষ্যতেও সেইরূপ, সহস্র সহস্র শতাব্দী ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে দেখিয়া কি তুমি তৃপ্ত হইতে পার? পঞ্চাদিকেও অনন্ত অতৃপ্তি, সমুপেও অনন্ত অতৃপ্তি। তাই দিশিচরিত্রিত মহাসাগর দেখিয়া আমরা দিগেব প্রাণ উধলিয়া উঠে। সাগরসম্প্রা কবি চিন্তরঞ্জন এই অতৃপ্তি সমুভব করিয়াই সমুদ্রসংস্রাধনে বলিতেছেন :—

“এ পার ও পার করি, পারি না ত আরু!

আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।

পর্যন্ত ভাসিয়া গেছে কুল নাহি পাই,

তোমার অকুল বিনা কোথা তার ঠাই।”

আমরা এপারও চাই না, ওপারও চাই না, অপার চাই, অকুল চাই। অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই দিকেই দেশ ও কালের অনন্ততার ভিন্ন আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। কার্লাইল ইহা জনঘন্ম করিয়াই বলিয়াছিলেন :—“Man is a visible mystery walking between two eternities and two infinitudes,” ‘মানুষ দুই অনন্ত কাল ও দুই অনন্ত দেশের

মধ্যস্থলে একটা ভ্রমণশীল দৃশ্যমান রহন্ত।’ ‘ভ্রমণশীল অর্থাৎ ভ্রমণ হইতে মৃত্যু অবধি চলিতেছে। সকলেই দেখি কিন্তু তত্ত্ব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তাই দৃশ্যমান রহন্ত।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্তেব—”

ভগবদ্গীতা ২, ২৮ ;

‘—আদি জানিতে পাই না, শেষও জানিতে পাই না।’

এ জগতে যেন এই অনন্ত প্রসারের মধ্যে কেবলই কে আটক উপস্থিত করিতেছে। যখন এই আটকবোধ হইতে মুক্ত হই, তখনই আপনস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হই। দেহেতে আত্মবুদ্ধির বিরাম যখন, আটকবোধ শেষ তখন।

যদি দেহ পৃথককৃত্য চিদি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।

অধুনৈব স্মখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥

অষ্টাবক্রসংহিতা।

—‘যদি দেহ পৃথক করিয়া চিতে বিশ্রাম করিতে পার, এখনই, এই মুহূর্ত্তেই স্মখী, শান্ত ও বন্ধমুক্ত হইবে।’

চিতের মূলধর্ম্মই অসীমত্ব। দার্শনিক পুঙ্খব হেগেল বলিতেছেন :—

It is speaking rightly, the very essence of thought to be infinite. The nominal explanation of calling a thing finite is that it has an end, that it exists up to a certain point only, where it comes into contact with and is limited by its other.

The finite therefore subsists in reference to its other, which is its negation and presents itself as its limit. Now, thought is always in its own sphere, its-relations are with itself and it is its own object, in having a thought for object, I am at home with myself. The thinking power, the 'I' is therefore infinite, because when it thinks, it is in relation to an object which is itself. Generally speaking, an object means a something else, a negative confronting me. But in the case where thought thinks itself, it has an object which is at the same time no object; in other words, its objectivity is suppressed and transformed into an idea. Thought, as thought, therefore in its unmixed nature involves no limits; it is finite only when it keeps to limited categories which it believes to be ultimate."

সত্য বলিতে গেলে চিন্তের মূলধর্মই অসীমত্ব। কোন পদার্থ সসীম বলিলে বুঝায়, তাহার শেষ আছে, যে স্থলে তদ্বিতর বস্তু সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া প্রতিবন্ধ হয়, সেইখানেই তাহার অন্ত। সসীম পদার্থ তদ্বিতর পদার্থের সহিত সঘন এবং তদ্বারা নিরাকৃত ও সীমাগত হয়। চিং শ্লোকে অবস্থিত, তাহার সঘন নিজের সঙ্গে; আপনিই আপনার চিন্তার বিষয়; যখন চিংই

বিষয়ী ও চিৎই বিষয় ; তখন আমি আমাতে অবস্থিত । চিৎ তখন চিত্তেরই বিষয় তখন চিচ্ছক্তি অর্থাৎ ‘আমি’ অসীম, কাহারও দ্বারা নিরাকৃত ও সীমাবদ্ধ নহে । চিন্তার বিষয় বলিতে সাধারণত অনাত্ম কিছু বুঝায়, যাহা ‘আমি’ নহি, যাহা আত্মা নহে । সঙ্গীম অনাত্মচিন্তায় চিৎ সসীম বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু অনাত্ম-সংস্কমুক্ত চিৎ স্বপ্রকৃতি বলে অসীম ।’

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সহধর্মিণী ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে এই আত্মতত্ত্বের ঊপদেশ দিয়াছিলেন :—

“যত্র হি দ্বৈতমিতি ভবতি তদিতর ইতরং পশ্চাতি তদিতর ইতরং জিজ্ঞাসিতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজ্ঞানতি । যত্র তন্ত সৰ্ব্বমাত্মৈবাত্মত্বং কেন কং পশ্যেত্ত্বং কেন কং জিজ্ঞেত্ত্বং কেন কং রসয়েত্ত্বং কেন কমভিবদেত্ত্বং কেন কং শৃণুয়াত্ত্বং কেন কং মন্বীত তং কেন কং স্পৃশেত্ত্বং কেন কং বিজ্ঞানীয়াদ্যেনেদং সৰ্বং বিজ্ঞানতি তং কেন বিজ্ঞানীয়াৎ ?”

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪, ৫, ১৫ ।

—‘যে স্থলে দ্বৈতভাব থাকে তথায় একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরের জ্ঞান হয়, একে অপরকে আশ্বাসন করে, একে অপরের সহিত কথা কহে, একে অপরের বাক্য শ্রবণ করে, একে অপরকে ঘনন করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে । আর যে স্থলে সমস্তই আত্মা হইয়া দিয়াছে, আত্মা তির কিছুই নাই, সেস্থলে কে কাহাকে দর্শন করে,

০.

কে কাহার জ্ঞান লয়, কে কাহাকে আত্মদান করে, কে কাহার সহিত কথা কহে, কে কাহার বাক্য শ্রবণ করে, কে কাহাকে জানে ? বাহা দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে ?

যিনি নির্জনে একটু স্থির হইতে শিখিয়াছেন, তিনিই জানেন যে সময়ে সময়ে আমরা আমাদের স্বীয় শরীর ও চতুর্দিকস্থ জগৎ একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারি। কিস্কিৎকাল স্থির হইয়া বসিলে প্রথমে বাহ্যজগৎ, পরে আপনার হস্ত, পদ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ দূর হইতে থাকে, তৎপরে ধীরে ধীরে চিন্তাপ্রবাহ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হয়। দ্বৈত চলিয়া যায়, আত্মপর থাকে না। এই অবস্থা স্মরণ করিয়াই নারদ বলিয়াছেন :—“নাশশূন্যমুভয়ং মূনে।” ‘হে মুনি (ব্যাসদেব), তখন আর দুই দেখিতে পাউলাম না।’ সমস্ত ভুলিয়া গেলে একটি অনির্বচনীয় ভাবের আগম হয়। সসীম ছাড়িয়া অসীমে উপনীত হইলে যে ভাব হয়, সেই ভাব। যিনি যখন এইরূপ ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি যদি তখন বিদেহ না হইয়া আপনার ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতেন :—

ক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ ।

অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহত্বতম্ ।

বিবেকচূড়ামণি । ৪৮৫

‘এই জগৎ কোথায় গেল, কে সরাইয়া নিল, কোথায় লয়প্রাপ্ত হইল ? আমি ত এইমাত্র ইহা দেখিতেছিলাম, এখন ত নাট, কি মহাশূন্য ব্যাপার !

বুদ্ধিবিনষ্টা গলিতা প্রবৃত্তি ব্রহ্মান্নোরেকতয়াধিগত্যা ।

ইদং ন জানেহপ্যনিদং ন জানে কিঞ্চ কিঞ্চিৎ স্বথমস্ত পারম্ ॥

বিবেকচূড়ামনি, ৪৮৩ ।

—‘ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব অস্বভাব করায় আমার বুদ্ধি লয়প্রাপ্ত হইয়াছে (বুদ্ধির অতীত স্থানে উপস্থিত হইয়াছি), সংসার-প্রবৃত্তি নাশ পাইয়াছে, এখন এই জগৎও জানি না, জগতের বাহির যাহা তাহাও জানি না, ইহাতে কি যে স্বর্থ এবং ইহার শেষে কি স্বর্থ তাহাও জানি না ।’

বাচা বক্তু মশক্যমেব মনসা মন্তং ন বাস্বাত্ততে

স্বানন্দামৃতপুরপুরিতপরব্রহ্মাধুর্বেভবম্ ।

অন্তোরশিবিম্বীর্ণবার্ষিকশিলাভাবং ভঙ্কয়ে মনো

যস্তাংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দান্নানা নিবৃত্তম্ ॥

ঐ, ৪৮৪ ।

—‘অলরাশিতে বর্ষাকালীন শিলা পতিত হইয়া যেরূপ তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, আমার মনও তদ্রূপ যে সাগরের অংশাংশ-কণার মধ্যে বিলীন হইয়া আনন্দময় হইয়া গিয়াছে, সেই স্বীয় আনন্দামৃত-প্রবাহপরিপূর্ণ ব্রহ্মসাগরের বৈভব আমি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে কিংবা মনের দ্বারা চিন্তা করিতে অথবা তাহার আনন্দ বৃত্তিতে নিতাস্তই অক্ষম ।’

কিং হেমং কিমুপাদেষ্যং কিমন্তং কিং বিলক্ষণম্

অখণ্ডানন্দপীযুষপূর্ণে ব্রহ্মার্ণবে ॥

ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্যাহম্

স্বাস্ত্বনৈব সদানন্দরূপেণান্মি বিলক্ষণঃ ॥

ঐ, ৪৮৭ ।

‘অখণ্ডানন্দসীমূষপূর্ণ মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া হেয় কি, উপাদেয় কি, সামান্ত কাহাকে বলে, অসামান্ত বলিতে কি বুঝায়, ইহার কিছুই দেখি না, শুনি না; বুঝি না, একমাত্র আপন আত্মাতে সদানন্দরূপে বিলম্বিত হইয়া আছি।

আনন্দে সমস্ত একাকার হইয়াছে। ক্লান্তবিকই এইরূপ ভাবাবেশের সময়ে যে আনন্দপ্রাবনে শরীর, মন, বুদ্ধি, চরাচর বিশ্ব সমস্ত ভুবিয়া যায় তাহার তুলনা এ জগতে কোথায়? আবার যখন শরীরের, মনের অস্তিত্ব-জ্ঞান হইতে থাকে তখন কষ্ট হয়, হাত ধানি, পা ধানি, নাড়িতে ইচ্ছা হয় না। পিঞ্জরবন্ধ বিহীন মুক্তাকাশে বিচরণ করিয়া যেমন পুনরায় পিঞ্জরে প্রবেশ করিতে কষ্টবোধ করে তেমনি কষ্ট বোধ হয়।

ওয়র্ড্‌স্‌ওয়ার্থ জগতের শোভা দেখিতে দেখিতে ও টেনিসন্ আপন নাম জপ করিতে করিতে ইহা উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। ওয়র্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ওয়াই নদীতীরের শোভা দেখিতে দেখিতে যে দিব্যভাব অনুভব করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিতেছেন :—

“That blessed mood,,

In which the burthen of the mystery,

In which the heavy and the weary weight

Of all this unintelligible world

Is lightened :—that serene and blessed mood,

In which the affections gently lead us on,—

Until the breath of this corporeal frame

And even the motion of our human blood

Almost suspended, we are laid asleep

In body and become a living soul."

—‘সেই নিস্তরঙ্গ দিব্যভাব, যাহার আগমে বিশ্বরহস্য ভেদ করিবার, এই দুৰ্বোধ্য পৃথিবীর সারতত্ত্ব বুঝিবার অক্ষমতা লঘু হইয়া যায়, হৃদয়ের মধুর বৃত্তিগুলি ক্রমে ধীরভাবে এমন অবস্থায় উপনীত করে যে দেহের শ্বাস, এমন কি, রক্তের গতি অবধি বন্ধ হইয়া আসে, দেহ সম্বন্ধে নিদ্রিত হইয়া পড়ি, দেহের জ্ঞান লোপ পায়, আত্মা জাগ্রত জীবন্তভাবে ধারণ করে।’

টেনিসন্ বলিতেছেন :—

More than once when I

Sat all alone, revolving in myself,

The word that is the symbol of myself,

The mortal limit of the Self was loosed,

And Passed into the Nameless, as a cloud

Melts into Heaven. I touched my limbs. the limbs were strange, not mine—and yet no

shade of doubt

But utter clearness, and thro' loss of Self

The gain of such large life as match'd with ours

Were Sun to spark—unshadowable in words,

Themselves but shadows of a shadow-world.

—‘একাদিকবার একাকী নির্জনে বসিয়া আমার আশিষ্ট পরিচায়ক যে বাক্যটি (অর্থাৎ আমার নাম) জপ ও চিন্তা করিতে

করিতে দেখিয়াছি যে আমার দৈহিক বন্ধন খুলিয়া গেল, আকাশে যেমন মেঘ মিলাইয়া যায়, তেমনি আমার আশিষ্ট আত্মাতীতেন্ত্র মধ্যে মিলাইয়া গেল ; তখন দেহাদৃশ স্পর্শ করিয়া মনে হইল—একি ইহা ত আমার নয়। কিন্তু সন্দেহের লেশও নাই, সমস্ত পরিষ্কারদেখিতেছি—আমাতৃ আশিষ্ট স্মৃতিয়া গিয়া জীবনের এমন বিস্তারলাভ করিয়াছি যে তাহার সঙ্গে এ জীবন তুলনা করিলে সূর্য্যের সম্মুখে একটিমাত্র অগ্নিফুলিঙ্গ যেমন, তেমন মনে হয় ; সে ভাব বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, বাক্য ত ছান্নাময় পৃথিবীর ছায়া মাত্র।

অমমেবাহমিত্যমিন্ সঙ্কোচে বিলয়ং গতে ।

সমস্তভুবনব্যাপী বিস্তার উপজায়তে ॥

যোগবাশিষ্ঠ । মোক্ষ । উপসম ২১,৪ ।

‘এই শরীরই আমি’ এইরূপ সঙ্কোচ—কুদ্রায়তন জ্ঞান-লয়প্রাপ্ত হইলেই সমস্ত ভুবনব্যাপী বিস্তার উপলব্ধি হয় ।’

ইহারই উন্মেষে চন্দ্রশেখরশিখরবিহারি কবি শশাঙ্কমোহন আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেছেন :—

“খোল ছার, খোল ছার, জাগিয়াছি আমি ।

এমনো সময় হয়, যখন মানব

আপনারে সূর্য্য বলি করে অসুভব—

সমস্ত জগৎখানি পদ্বকলি সম

হুটিছে তাহারে চাহি ; হুটে আর টুটে ;

নব নব সৃষ্টি পলি দেখা দেয় পুনঃ

বুদ্বুদ প্রসঙ্গ বেন কুমার সাগরে ।

কর্ণযোগ

অরূপ সে নিত্য সত্য ! সে যুহুর্ভ আজি
জীবনে এসেছে মম । এ বিশ্বের গানে
চাহিতে চাহিতে, বিধে গিয়া মিলাইয়া
আপনার মাঝে আমি গেছি হারাইয়া ।”
ইহাই আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠার আভাস ।

পাকা আমি ও কাঁচা আমি

আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ; অহং নহে । আত্মা বিশ্বব্যাপী,
বিরাট ; অহং সঙ্কীর্ণ, গণ্ডীবদ্ধ । আত্মা রক্তমাংসাতীত
বিশ্বজনীনবিধিপ্রমোদী, অহং রক্তমাংসসংশ্লিষ্ট সংসারসেবী ।
আত্মা তোমার, আমার, জগতের মঙ্গল এক বলিয়া জানে ; অহং
স্বর্গের ক্ষুদ্র অবকাশের মধ্যে ‘সহস্রবিধ পার্থক্য দর্শন করে ।
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাষায় ‘অহং’--কাঁচা আমি ; ‘আত্মা’
—‘পাকা আমি’ । ‘পাকা আমি’ দেখেন সেই

একোহবর্ণে বহুধাশক্তিবোগাদবর্ণাননেকান্

নিহিতার্থো দধাতি । শ্বেতাশ্বতর । ৪।১

‘এক, বর্ণহীন, প্রয়োজন অহুসারে বিবিধ শক্তিবোগে
অনেকবর্ণ ধারণ করেন ।’

ব্রহ্মাওময় এক ভূমার বিচিত্রলীলা ।: তিনি দেখেন সর্বভূতের
অস্তিত্বে এক শক্তি, এক প্রবাহ । বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ করি-
তেছে । এক মহাপণ্ডিত লিখিয়াছেন :—যে বিধি অহুসারে
প্রকৃতিরও ভূমিতলে পতিত হয়, সেই বিধি অহুসারেই চন্দ্র
পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হন । সূর্য্যের রশ্মিবিপ্লবণ দ্বারা প্রকাশ

পাইতেছে যে, পৃথিবীতে যে সকল খাত্ত ও বাষ্প বিদ্যমান, স্বর্ঘ্যেতেও তাহাই বর্তমান ; এমন কি অতিদূরবর্তী স্থির নক্ষত্র-পুঞ্জ, গুরুপটল এবং ধূস্রবর্ণ ধূমকেতু ও তাহাই প্রকাশ করিতেছে । আমাদের সৌর জাগতিক গ্রহগণ যে নিঃশেষে নিঃশীত, বিশেষ নিরীক্ষণের কলে দেখিতে পাই, যুগ্মনক্ষত্ররাজিও একে অপরকে বেষ্টন করিয়া সেই নিয়মে ভ্রাম্যমান । সূত্রাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে এই পৃথিবীময় যে একতা অল্পভব করি, পৃথিবীর বাহিরেও তাহাই বিরাজমান । বিজ্ঞানের গবেষণা ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে সেক্সিয় কি নিরিস্কিয়, সজীব কি নির্জীব পদার্থে, উদ্ভিদ কি চেতন জগতে, জ্ঞানভূমিতে অথবা নীতিভূমিতে, এই পৃথিবীতে কিংবা বিশ্বর ও আনন্দে যে জ্যোতির্ময়ত্বলব্ধ দেখিতে পাই তদ্ব্যবহিত আমাদের অজ্ঞাত ও কল্পনাভীত জীবনে সর্বদাই শক্তি লীলা সঙ্গত, সমঞ্জসীভূত ও এক । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চার্যগণ দেখাইতেছেন—তাপ, আলোক, তাড়িত, বায়ুগুণে-টিস্ম, এক শক্তিরই রূপান্তর মাত্র । ভারতীয় বিজ্ঞানচার্য্য শ্রীযুক্ত স্তর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সজীব ও নির্জীব দেহে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা দেখাইয়াছেন যে উভয়ই একই শক্তি ক্রীড়া করিতেছে । তিনি প্রথমে সজীব মাংসপেশীতে নিয়মিত আঘাত করিয়া সেই তাড়নাজনিত বৈদ্যুতিক প্রবাহের লিপি অঙ্কিত করিয়া লইলেন । তৎপর যথাক্রমে সজীব উদ্ভিদ-দেহে ও খাত্তফলকে ঠিক পূর্ববৎ আঘাত করিয়া যে চিত্র পাইলেন, তাহা অবিকল মাংসপেশীর বৈদ্যুতিক লিপির অঙ্করূপ দেখা গেল । একথাও সজীব মাংসপেশীতে শব্দ ঘন ঘন আঘাত

করিতে, আরম্ভ করিলে প্রথমে এই আঘাতজাত বৈদ্যাতিক প্রবাহদ্বারা রেখাচিত্রে দীর্ঘ দীর্ঘ তরঙ্গরেখা অঙ্কিত হইতে লাগিল; কিন্তু বহুক্ষণ আঘাত চালাইলে প্রবাহজ্ঞাপক নূতন রেখাগুলি ক্রমেই খর্ব্বকায় হইয়া চিত্রে অঙ্কিত হইতে দেখা গেল। পুনঃ পুনঃ আঘাতজনিত মাংসপেশীর অবসাদই এই ক্ষীণতরঙ্গ সাড়ার কারণ। উদ্ভিদদেহে ও পশুপক্ষীতে পদার্থে পরীক্ষা করিয়া বহু মহাশয় ঐরূপ অবসাদজ্ঞাপক অনিকল চিত্র দেখিলেন। উদ্ভিদদেহে—বা পশুপক্ষীতে ঘন ঘন আঘাত কর, সুদীর্ঘ রেখাময় চিত্রদ্বারা ইহাদিগের সাড়ার সুন্দর পরিচয় পাঠিবে। বহুক্ষণ আঘাত চালাইলে প্রাণিদেহের জায় ইহারাও ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তাহায় কোন চিত্রে কতকগুলি ক্ষীণ ও খর্ব্বরেখা অঙ্কিত দেখিবে। ক্লান্তি অপেক্ষা অধিক ক্লান্তিকাল আঘাত দ্বারা সন্তান, বিশ্রান্ত প্রাণীর চিত্রেও পশুপক্ষীতে উভয়ই বলসঙ্কয় করিয়া লইবে। তখন আবার আঘাত করিলে পূর্বের জায় সুদীর্ঘ রেখা অঙ্কিত হইবে, অবসাদজ্ঞাপক খর্ব্বরেখা দেখিবে না। বিষ প্রয়োগ করিলে প্রাণিদেহে যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা যায়, বহু মহাশয় উদ্ভিদ ও পশুপক্ষীতে তাহাই দেখিঃ পাইলেন। প্রথমে সজীব মাংসপেশীতে তীব্র পটাস দ্বারা বিষাক্ত করিয়া বারবার চিমুটি কাটিয়া, মোচড় দিয়া, তাহাতে সাড়ার কোন লক্ষণ পাইলেন না, সাড়াজ্ঞাপক রেখাচিত্রে এক দীর্ঘ ক্ষুদ্ররেখাদ্বারা মাংসপেশীর মৃত্যু সূচিত হইল। পরে সুস্থ উদ্ভিদ ও পশুপক্ষীতে পূর্বোক্ত প্রকারে বিষসংযুক্ত করিয়া তাহাদিগের সাড়াচিত্রেও মৃত্যুলক্ষণ দেখিলেন। কতকগুলি পদার্থ ব্যবহারে প্রাণী যেমন মৃত হইয়া

উদ্ভেজনার লক্ষণ প্রকাশ করে, সেই সকল পদার্থ ধাতু ও উদ্ভিদে প্রয়োগ করিয়া বহু মহাশয় উভয়েই তরুণ মত্ততা ও উদ্ভেজনার লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন। ক্লোরোফরম প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদার্থের কার্য আমরা অনেকেই দেখিয়াছি। এই সকল পদার্থ ব্যবহার করিলে প্রাণী লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়ে এবং জীবনক্রিয়া অতি ক্ষীণভাবে চলিতে থাকে। উদ্ভিদ ও ধাতব পদার্থে ক্লোরোফরম ইত্যাদির প্রয়োগফলেও তিনি তদবস্থ প্রাণীর লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন।

প্রকৃতি বিজ্ঞান নানারূপ ক্রিয়া সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন, কবি টেনিসন্ তাহা উপলব্ধি করিয়া তরুপ্রাচীর-মধ্যগত একটি পুষ্প হস্তে তুলিয়া বলিতেছেন :—

‘হে পুষ্প, তুমি কি যদি বৃক্ষিতে পারিতাম, তাহাতেই ভগবান্ এবং মানব কি তাহাও বৃক্ষিতাম।’

একটি সামান্য কুহুমতত্ত্ব বৃক্ষিলে বিশ্বস্ততার অন্তর্দর্শী হইতে পারিতাম। সম্ভা দুয়েরই এক। কাউন্ট টলটয় স্বীয় জীবনের কথা বলিতে বলিতে একস্থানে বলিয়াছেন :—

“I was all alone and it seemed to me that mysterious, majestic Nature, the attractive bright disc of the moon, which had for some reason stopped in one undefined spot in the pale blue sky, and yet stood everywhere and as it were filled all the immeasurable space, and myself, insignificant worm, defiled already by all petty

wretched human passions, but with all the immeasurable mighty power of love, it seemed to me in those minutes that Nature and the moon and I were one and the same."

“আমি একাকী ছিলাম, আমার মনে হইল, রহস্যময়ী মহিমাম্বিতা প্রকৃতিদেবী ও মনোহর উজ্জল চন্দ্রমা যিনি বলিন নীল আকাশে কোন কারণে এক অনির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হইয়া ও সর্বত্র ব্যাপিয়া, অগণিত দেশ পূর্ণ করিয়া বিরাজমান; আর আমি তুচ্ছ কীট, ইন্ডর জঘন্য রিপুতাড়নার কলুবিত অথচ প্রেমের অপ্রমেয় হৃদয় শক্তিশালী; সেই মুহূর্তে আমার মনে হইল :—প্রকৃতি চন্দ্রমা ও আমি এক ও অভিন্ন।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানবলে ঋষিগণ এই রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই সেই ‘এক অবর্ণ ভূমি’ই “পাকা আমি”র কর্মক্ষেত্র। ‘কাঁচা আমি’ সর্বত্র পার্থক্য দর্শন করিয়া আপনার ক্ষুদ্র পুঁটুলীটিকেই কর্মক্ষেত্র করিয়া লয়। “কাঁচা আমি” বলে ‘আমি, আমি’; “পাকা আমি” বলেন ‘তিনি, তিনি।’ সুতরাং “পাকা আমি” করেন ‘কর্মবোধ’, “কাঁচা আমি” হয় ‘কর্মভোগ’; এই “কাঁচা আমি”র তাড়নার কবি অস্থির হইয়া পাহিলেন :—

“আর আমার আমি নিজের শিরে বইব না।

আর নিজের দ্বারে কান্দাল হয়ে রইব না।

* * *

বাসনা মোর যারেই পরশ করে সে—

আলো’টি তার নিবিয়ে কেলে নিষেবে।”

মাহুব প্রকৃত শক্তি সঞ্চয় করিয়াও রিপুবশে 'কাঁচা আমি'কে মহীয়ান্ করিতে বাইরা আপনার আলোটি নিবিরে কেল।

দক্ষজ্ঞের আধ্যাত্মিকাটি দ্বারা ইহাই উদাহৃত হইয়াছে।
অশেষ গুণালঙ্কৃত হইয়াও দক্ষ কর্তাকে ভুলিয়া তাঁহার "কাঁচা আমি"কে উচ্চাসনে বসাইতে গিয়া আপনার মৃত্যুছাগমুণ্ডে পরিণত করিলেন। দক্ষ সতাই দক্ষ অর্থাৎ সংসার ব্যাপারে দক্ষপুরুষ।
তাঁহার বোডশ কস্তা। তন্ন্যধো—

ত্রয়োদশাদ্বৈতায় তথৈকাময়য়ে বিভূঃ।

পিতৃভ্য একাং যুক্তৈভ্যো ভবায়ৈকাং ভবচ্ছিদে ॥

ভাগবত। ৪।১।১৮

‘ত্রয়োদশ ধর্মকে, একটি আত্মকে, একটি সংযত পিতৃগণকে ও একটি ভবরোগহস্তা মহাদেবকে সম্মান করিলেন।’

অদ্বৈতমৈত্রীদয়াশান্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োরতিঃ।

বুদ্ধিমৈত্রীতিতিতিকাহীমৃষ্টিধর্মত পত্নয়ঃ।

অদ্বা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিকা
হী ও মৃষ্টি—এই ত্রয়োদশটি ধর্মের পত্নী।

অদ্বাইন্থরত শুভং মৈত্রী প্রসাদমভয়ং দয়া।

শান্তিঃ স্বয়ং মৃদং তুষ্টিঃ স্বয়ং পুষ্টিরন্থরত।

যোগঃ ক্রিয়োরতিদর্পমর্থং বুদ্ধিরন্থরত।

মেধা দ্বতিং তিতিকা তু কেমং হীঃ প্রভবং হৃতম্।

মৃষ্টিঃ সর্বগোৎপত্তিন্ রনারায়ণাবুধী।

‘অদ্বা শুভ নামে পুত্র প্রসব করেন, মৈত্রী প্রসাদ, দয়া অভয়,

শান্তি হর্ষ, ভূষ্টি হর্ষ, পুষ্টি স্বয়ং, ক্রিয়া যোগ, উন্নতি দর্প, বুদ্ধি অর্ঘ, মেধা স্বতি, তিতিক্ষা মঙ্গল, হ্রী বিনয় এবং সর্ব গুণোৎপত্তি-
স্বরূপা মূর্তি নরনারায়ণ ঋষিহরকে প্রসব করেন।'

পুষ্টি হইতে স্বয়ং উৎপত্তি বলিতে বুঝি যে পুষ্টি হইলেই তৎকালীন এক অনির্বচনীয় আনন্দের অহুভূতি হয়। স্বয়ং স্বি ধাতু, অচ্ প্রত্যয়। স্বি ধাতুর অর্থ দৈবং হস্ত করা। ইংরাজিতে যাহাকে Rejoicing in one's strength বলে, স্বয়ং বলিতে বোধ হয় তাহাই বুঝায়। উন্নতিতে যে দর্পের জন্ম তাহাও ধর্মের ঔরসে, স্তুরাং এ দর্প পাপক্লিষ্ট নহে। ইংরাজিতে এই দর্পের 'honest pride' বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বুদ্ধি হইতে অর্থের জন্ম, অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বিত বস্তুর লাভ হয়। মূর্তি বলিতে প্রকৃতির প্রতিকৃতি ("phenomena") বুঝি। ইহাতেই সমস্ত রজঃ ও তম গুণের ক্রীড়া, তাই মূর্তি সর্বগুণোৎপত্তি-স্বরূপা। এবং ধর্মাত্মরঞ্জিত চক্ষে ইহাই ধ্যান করিলে নরনারায়ণ পরম্পর বিরূপ সম্বন্ধে সমৃদ্ধ তাহা উপলব্ধি হয়। এই প্রকট বিধে—প্রকৃতির মূর্তিতে—যে ভগবানের প্রকাশ তাহাই নারায়ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত। নরনারায়ণের মোহাদর্শ, নারায়ণ নরের—আমানিগের—বিরূপ মঙ্গলবিধাতা, এই ত্রিগুণাত্মক প্রকট বিশ্বাচ্ছান চিন্তা করিতে করিতে চিন্তে উদ্ভাসিত হয়।

ধার্মিক ব্যক্তি প্রজ্ঞা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি প্রভৃতি দ্বারা কি কি গুণের অধিকারী হন, দেখিলাম।

দক্ষ বাহানারী চতুর্দশ কল্পা অগ্নিকে প্রদান করিলেন। যিনি সংসারী গৃহস্থ পূর্বোক্ত গুণগুলির অধিকারী, তাহার দেবোদ্দেশে

বস্তু অবশ্য কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। যজ্ঞে উৎসর্গ করিতে “স্বাহা” মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

স্বধানামী কন্যাকে পিতৃগণকে অর্পণ করিলেন। ইহা স্বায়া আদর্শ সংসারী পিতৃতর্পণ করিয়া ধন্য হন ইহাই স্মৃতিত হইল।

পঞ্চদশ কন্যার পরে সর্বকনিষ্ঠা ষোড়শ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শাস্তি, তৃষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী ও মুষ্টি এই ত্রয়োদশ শারীরিক মানসিক ও নৈতিক শক্তি এবং তদনুবর্তী গুণগুলি জাগ্রত হইলে সত্যই মানুষ দেব ও পিতৃগণে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবদত্ত ও পিতৃদত্ত করিয়া কৃতার্থ হন। এইরূপ উৎকৃষ্ট জীবন গঠিত হইলে সতীর জন্ম হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে শক্তি, সমস্ত অনিত্য আবরণের অন্তস্থলে যে নিত্যা শক্তি ক্রীড়া করিতেছেন সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের মূল শক্তিকে জানিবার অধিকার হয়। যিনি তাঁহাকে চিনিয়াছেন তিনিই সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তাকে জানিয়া ভবরোগ হইতে মুক্ত হইবার অধিকারী হইয়াছেন। এই জন্মই তত্ত্বদর্শী করি সতীর বিবাহ ভবরোগহস্তা, ভবের সঙ্গে কল্লনা করিয়াছেন।

যিনি এই অধিকারে অচলপ্রতিষ্ঠ তিনি ব্রহ্মানন্দকে জানিয়া সকল ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন। যিনি এই অধিকার পাইয়াও তাহাতে স্থিরপদবীস্থ হইতে চেষ্টা করেন না, তিনিই দক্ষের দ্বার হতভাগ্য। দক্ষ এইরূপ উচ্চ অধিকারী হইয়াও যজ্ঞে মহাদেবের নিমন্ত্রণ করিলেন না, তাঁহাকে ভুলিয়া আপনার মহিমা প্রচার করিতে মহাভয়রে সংসারবন্ধ আরম্ভ করিলেন। ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। সত্য প্রাপ্তপ্রাণ করিলেন। যে শক্তি

✓যাহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, দক্ষহৃদয়ের সেই শক্তি-
অন্তর্হিতা হইলেন। যেমন সেই শক্তির অন্তর্ধান, অমনি রুদ্রতেজ-
বীরভঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেন এবং
দক্ষমুণ্ড ছাগমুণ্ডে পরিণত হইল। সহস্রবিধ সদৃশ্যের অধীশ্বর হইয়া
ও শত শত ভক্তাভ্যুত্থান করিয়াও যেই মামুষ ভগবদ্বিজ্ঞোহী হয়
সমনি রুদ্রবিধি অনুসারে তাহার সমস্ত গুণে, সমস্ত শুভাভ্যুত্থানে
বজ্রপাত হয় এবং পশুত্ব তাহার মনুষ্যত্ব হরণ করে। তুৰ্য্যোধন
নারায়ণশূন্য অৰ্জুনসংখ্যক শশস্ত্র নারায়ণী সেনা লইয়াও সৰ্ব্বস্বাস্ত্র
ও ধিক্কারাম্পদ হইলেন; অৰ্জুন সেনাশূন্য নিরস্ত্র নারায়ণকে লইয়া
ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ ও বরণীয় হইলেন। এবং এই
অৰ্জুনই আবার নারায়ণবিরহিত হুইয়া সমস্ত পূৰ্ব্বোপকরণ বর্তমান
ধাকা সত্ত্বেও সামান্ত গোপগণ কর্তৃক পরাভূত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে
বলিলেন :—

সোইহং নৃপেজ্ঞ রহিতঃ পুরুষোত্তমেন

সখ্যা প্রিয়ৈঃ স্তম্ভদা হৃদয়েন শূন্যঃ ।

অখহ্যাক্রমপরিগ্রহমকরক্ষণং ।

গোপৈরসস্তিরবলেব বিনির্জিতোহস্মি ।

ভাগবত । ১।১৫।২০-

✓‘সেই আমিই, হে নৃপেজ্ঞ, আমার সখা প্রিয় স্তম্ভৎ পুরুষোত্তম-
বিরহিত হইয়া হৃদয়াঃ হৃদয়ের শক্তিশূন্য হইয়া পথে সেই ঐক্যের
পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতে আসিতে নীচ গোপগণ
কর্তৃক সামান্ত অবলার ভায়ে পরাজিত হইলাম।’

তর্ষেদুহন্ত ইববঃ সয়থো হ্যাস্তে

সোহহং রথী নৃপতিয়ো বত আমনন্তি ।

সর্বং কণেন তদতুদসদীশরিক্তং

ভবন্ হন্তঃ কুহকরাঙ্কমিবোপ্তমুখ্যাম্ ।

‘সেই ধনু, বাণও সেই, রথও সেই, ঘোড়াও সেই, ঘোড়াগুলি
সেই, রথীও সেই আমি, নৃপতিগণ বাঁহাকে দেখিয়া মন্তক
অবনত করিতেন, নারায়ণবিরহিত হওয়ার পলকের মধ্যে ভবনত
পদার্থের জায়, মায়াবী হইতে লজ্জা ধনের জায়, উঁবর ভূমিতে
উপ্ত বীজের জায় তাহা সমস্ত অকর্ষণ্য হইয়া পড়িল !

নারায়ণশূন্য বাবতীয় উপকরণ, নারায়ণী সেনাও অকর্ষণ্য ।
অতএব নারায়ণশূন্য শ্রদ্ধা, মৈত্রী প্রভৃতিও অকর্ষণ্য । “কাঁচা
আমি”র এই দুর্দশা ।

এই “আমি”র দোষেই অনেক সম্রাট, সাম্রাজ্য নান
পাইয়াছে পাইতেছে ও পাইবে । দক্ষাখ্যানে ব্যক্তিগত যে তত্ত্ব
পাইলাম, জাতিগত যজ্ঞও সেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ।

অনেক লোক দেখিতে পাই বাহ্যিক পরোপকার, জগতের
মঙ্গল সাধন করিতে দাতব্য চিকিৎসালয়ে লক্ষ মূদ্রা দান করিতে-
ছেন, দেশের কল্যাণের জন্য বহুল আয়াস স্বীকার করিতেছেন ;
কিন্তু চিত্তগুপ্ত তাহা জমার ঘরে না লিখিয়া খরচের ঘরে লিখিয়া-
লইলেন । ইহারা সকলেই মনের জায় কৃপাপাত্র । ভগবানকে
‘তুলিয়া “কাঁচা আমি”র দাস হইয়া আপনাদিগকে হীন করিয়া-
রাখিয়াছেন ।

অনেক প্রাচীন জাতি দেখিতে পাই নানা সদৃশপাখিষ্ট

হইয়াও “কাঁচা আমি”র বড়াই করিয়া সর্বনাশ পাইয়াছেন। আমরাই ইহার প্রমাণ। প্রাচীন রোমীয়, গ্রীক ইত্যাদি সাক্ষ্য দিতেছেন। আজ কালও ইউরোপখণ্ডে আমরা “কাঁচা আমি”র কি আশ্চর্যিক লীলাই না প্রত্যক্ষ করিতেছি! কয়েক বৎসর হইল, সকলেরই মনে আছে, আমেরিকায় শ্বেতকায় জেম্‌স্‌ জেফ্রিসের সঙ্গে মুষ্টিবলপরীক্ষায় কৃষ্ণকায় জ্যাক্‌ জন্সন্‌ জয়লাভ করায় শ্বেতকায়গণের সেই পরাজয় বিরূপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল! আমেরিকার নগরে নগরে শ্বেতকায়গণ কৃষ্ণকায়গণের প্রতি কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছিল! নিউইয়র্ক সহরে একটি কান্ট্রিপল্লী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল! কান্ট্রিগণ কত প্রকারই লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছিল! অবশ্য কোন কোন স্থলে তাহারাও আততায়ী হইয়াছিল। এই জাতীয় “কাঁচা আমি”র তাণ্ডব নৃত্য চলিলে ইহার ফল একদিন ভোগ করিতেই হইবে। আর আমাদের দেশে কালু ও কিকর সিংহের যে কুস্তি হইয়াছিল তাহাতে হিন্দু কিকর জয়লাভ করায় কই মুসলমানগণ ত আমেরিকাবাসী শ্বেতকায়গণের জায় কোন বিষেষের ভাব প্রকাশ করেন নাই। লীলাময়ের লীলাপ্রসাদে এই দেশবাসী সকল সম্প্রদায়েরই “কাঁচা আমি”র হয়ত দূর হইতেছে ও হইবে।

কর্মকেন্দ্র

এ জগতে ভগবানের এমনই বিধি, যেই তুমি বলিয়াছ “আমি” অমনি তুমি হেয় হইয়াছ। বিশ্বরহস্যাত্মকর্ষী ধাঁড় ঐষ্ট বলিয়াছিলেন :—“যে আপনাকে উচ্চে তুলিয়া ধরে সেই হীন হইবে

এবং যে আপনাকে হীন করিয়া রাখে সেই উন্নত হইকে।' 'কাচা আমি' আপনার বড়াই করিয়া অস্থির, তাই সে জগতে হীন। 'পাকা আমি' সমস্ত বিশ্ব বন্ধের উপরে রাখিয়া আপনি নীচে পড়িয়া গেলেন, তাই জগৎ তাঁহাকে পরম যতনে অতি উচ্চ আসনে তুলিয়া বসাইল। এই 'পাকা আমি'ই প্রকৃত কৰ্মক্ষেত্ৰ। জোসেফ ম্যাট্‌সিনি এই 'পাকা আমি'কে কেন্দ্র করিতে হইবে সিদ্ধান্ত করিয়াই বলিয়াছিলেন :—*"Ask yourselves, as to every act you commit within the circle of family or country, 'If what I now do were done by and for all men would it be beneficial or injurious to Humanity? And if your conscience tell you it would be injurious desist, desist even though it seems that an immediate advantage to your country or family would be the result."* 'পরিবার কি দেশের জন্য যে কার্য করিতে যাইতেছ, তাহার প্রত্যেক কার্যের পূর্বে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে,—'আমি যাহা করিতে, যাইতেছি তাহা যদি সকল মনুষ্যই করিত এবং সকলের জন্যই করা হইত, তদ্বারা সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গল হইত কি ক্ষতি হইত? যদি তোমার বিবেক বলে 'ক্ষতি হইত', তাহা হইলে থামিবে, স্বর্গীয় দেশের কি পরিবারের তদ্বারা তৎক্ষণাৎ কোন লাভ হইলেও থাকিবে।' মহাত্মা লামিনে (Lamennais) বলিতেছেন :—*"When each of you, loving all men as brothers, shall reciprocally act like brothers; when each of*

you seeking his own well-being in the well-being of all, shall identify his own life with the life of all, and his own interest with the interest of all ; when each shall be ever ready to sacrifice himself for all the members of the Common Family, equally ready to sacrifice themselves for him ; most of the evils which now weigh upon the human race will disappear, as the gathering vapours of the horizon on the rising of the sun ; and the will of God will be fulfilled, for it is His will that love shall gradually unite the scattered members of the Humanity and organise them into a single whole, so that Humanity may be one, even as He is one."

‘যখন তোমরা এতেকে সকল মানুষকে ডাইয়ের ভায় ভালবাসিয়া ডাইয়ের মত গুরুত্বের প্রতি ব্যবহার করিবে ; যখন তোমাদের এতেকে সকলের কল্যাণে নিজের কল্যাণ বুঝিয়া, সকলের জীবন ও নিজের জীবন এবং সকলের স্বার্থ ও নিজের স্বার্থ এক করিয়া লইবে ; যখন এতেকে সেই এক অন্ব্যাপ্তিবাচক অতর্কিত ব্যক্তিগণের জন্ত এবং তাঁহারাও একজনের জন্ত আত্মবলিদান করিতে প্রস্তুত হইবে ; তখন মানবজাতি যে সকল কলঙ্কের ভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে তাহার সমস্তই স্বর্ঘ্যোদয়ে দিবসরহিত কৃষ্ণাটিকার ভায় অদৃষ্ট হইবে, তপবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে—তাঁহার ইচ্ছাই এই যে—

মানবসমাজের ইতিহাসে বিক্ষিপ্ত অকপ্রত্যক্ষ ক্রমে প্রেমে সঞ্চারিত হইয়া তিনি যেমন এক তেমনি এক মহাপ্রাণে পরিণত হইবে।’

প্রসার আরও বৃদ্ধি করিয়া বিশ্বগতপ্রাণ বিদ্যুর এই “পাকা আমি”কেই কেন্দ্র করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

হিতং যৎ সর্বভূতানাং আশ্বনশ্চ সুখাবহম্ ।

তৎ কুর্যাদীশ্বরে হেতুশূলং সর্বার্থসিদ্ধয়ে ।

মহাভারত । উদ্যোগপর্ক, ৩৬।৪০

‘যাহা সর্বভূতের হিতজনক আপনার সুখপ্রদ তাহাই করিবে, কর্তার পক্ষে ইহাই সর্বার্থসিদ্ধির মূল।’

দার্শনিকচূড়ামণি ইমাম্মুয়েল ক্যান্টও বলিয়াছেন :—‘এমনভাবে কর্ম কর যেন তোমার কর্মের মূলস্থিত বিশ্বগতবিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পার।’

উভয়েরই এক উপদেশ। বিশ্ব ও তুমি এক বুঝিয়া, তোমার ও বিশ্বের হিত, বিশ্বের সুতরাং তোমার—বিশ্বাত্মক তোমার—সঙ্গীর্ণ মনে তুমি ‘যাহাকে ‘তুমি’ ভাব, তাহার নহে, বিশ্বময় তোমার—মঙ্গলসাধনে তৎপর হও। রবীন্দ্রনাথের সহিত তান মিলাইয়া বল :—

“আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙ্গে বিশাল ভবে

প্রাণের বধে বাহির হতে পারিব কবে ?”

বিশ্বময় তোমার মঙ্গলসাধন সজ্জিদানন্দপ্রতিষ্ঠার নামান্তর মাত্র। সজ্জিদানন্দপ্রতিষ্ঠাই তোমার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যোন্মুখ কার্য্যকরী, জ্ঞানার্জনী ও চিন্তরঞ্জনী সমায়ত্ত অবস্থায় স্থিতি
• যাহাতে তাহাই কর্মযোগ।

কর্মযোগ হুতরাং বিষ্ণুপ্রীতিকাম ।^১ বিশ্বব্যাপী যিনি, তাঁহার প্রীতিকাম ।^২ এখানে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা এক । আমার প্রয়োজন ও বিশ্বের প্রয়োজন এক । এই ভাবে অল্পপ্রাণিত করিতেই রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন :—

আহার কর, মনে কর আহুতি দেই শ্রামা মাকে ।

নগর ফির, মনে কর প্রদক্ষিণ শ্রামা মাকে ॥

ভগবদগীতায় ভগবান অর্জুনকে কর্মযোগের মূলমন্ত্র বলিলেন :—

যজ্ঞার্থং কর্মণোহনৃত্ব লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসদঃ সমাচর ॥”

ভগবদগীতা । ৩।২

‘যজ্ঞে বৈ বিষ্ণুরিতি ক্রতেঃ ।’^৩ ‘যজ্ঞ’ শব্দের অর্থ বিষ্ণু । বিষ্ণু-প্রীতিকাম যে কর্ম তাহা ভিন্ন অন্য কর্ম সংসারে আবদ্ধ করে, অতএব বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ অনাসক্ত হইয়া কর্ম কর । মানুষ বিষ্ণুপ্রীতিকাম না হইয়া সকাম হইয়া যাহা করে তাহাতেই বদ্ধ হয় ।

‘যথা লৌহময়ৈঃ পাটৈশ্চ পাটৈশ্চ স্বর্ণময়ৈরপি ।

তথা বন্ধো ভবেচ্ছীবঃ কর্মভিশ্চাত্তৈঃ শুভৈঃ ॥

মহানির্বাণ তন্ত্র । ১৪, ১০২

‘যেমন লৌহময় পাশ দ্বারা জীব বদ্ধ হয়, স্বর্ণময় পাশদ্বারাও বদ্ধ হয়, সেইরূপ অন্তঃ কর্মদ্বারা জীব যেমন বদ্ধ হয়, শুভ কর্মদ্বারাও তেমনি বদ্ধ হয় ।’

বিষ্ণুপ্রীতিকাম কর্ম দ্বারা বন্ধন হয় না ।

ন মধ্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে ।

ভজিতা কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেহুতে ॥

ভাগবত । ১০ । ১২।২৬

‘যেমন ভজিত কিম্বা কথিত (সিদ্ধ) বীজের অঙ্গুর হয় না, তেমনি যাহারা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছে তাহাদিগের বাসনামূলক কাম থাকে না । তাহারা বাসনামূলক হইয়া ভগবানে সমস্ত কাম অর্পণ করেন ।’

নারদ ব্যাসদেবকে ত্রিভাপ—আধ্যাত্মিক, আদিভৌতিক ও আদিবৈবিক তাপ-জ্বালা হইতে মুক্ত হইবার উপায় বলিয়াছেন :—

এতৎ সংসৃচিতং ব্রহ্মংস্তাপজয়চিকিৎসিতম্ ।

যদীশ্বরে ভগবতি কন্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥

ভাগবত । ১।৫।৩২

‘হে ব্রহ্মণ, ঈশ্বরে ভগবানে কন্ম ভাবিত করাই ত্রিভাপ-প্রশমনের উপায় ।’ যদি বল কন্মে ত বন্ধন হয়, তাহাতে বন্ধন তাহাতে আবার মুক্তি হয় কিরূপে ?

আমায়ো যন্ত ভূতানাং জায়তে যেন সূত্রত ।

তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুণ্যতি চিকিৎসিতম্ ॥

ভাগবত । ১।৫।৩৩

যে দ্রব্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, সেই দ্রব্য দ্বারা সেই পীড়া নাশ হয় না বটে, কিন্তু দ্রব্যাস্তর দ্বারা ভাবিত হইলে সেই দ্রবাই সেই পীড়ানাশে সন্নিবৃত্ত হয় ।’

এবং নৃণাং ক্ৰিয়াযোগাঃ সৰ্ব্বৈঃ সংস্থতিহেতবঃ ।

ত এবাস্ম্যবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ।

ভাগবত । ১।৫।৩৪

এইরূপ মাহুঘের ক্ৰিয়া সংসারবন্ধের হেতু হইয়াও ভগবানে কল্পিত হইলে তাহাই মুক্তির হেতু হয় ।’

মহানিৰ্কাণতন্ত্রের “যথা লৌহময়ৈঃ পাঠৈঃ” শ্লোকটিতে ভগবানে অনপিত কৰ্মের ফল বলা হইয়াছে ।

যাহারা সকাম শুভকৰ্ম করেন :—

তে তং ভুক্ত্বা স্বৰ্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মৰ্ত্যালোকং

বিশন্তি ।

এবং জয়ীধৰ্মমহুপ্রপন্ন্য গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥

ভগবদ্গীতা । ৯।২১

‘তাঁহারা বিশাল স্বৰ্গলোক উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে মৰ্ত্যালোকে প্রবেশ করেন, এইরূপ বেদ-বিহিত কৰ্ম্মাচ্ছানপন্ন হইয়া কামনাবশে কেবল যাতায়াত করিতে থাকেন ।

কিছুদিন বিপুল সুখ-স্বৰ্গ ভোগ করিয়া আবার দুঃখক্লিষ্ট মৰ্ত্যালোকে পতন; বাসন্তীকুহুম-সৌরভবাসিতা জ্যোৎস্নাময়ী রজনী মঞ্জুসন্ভোগের অব্যবহিত পরে সমুদ্রধারাসম্পাত বিবম ঝড়বাতের তীব্র তাড়না । যাহারা “কাঁচা আমি” প্রীতিকাম হইয়া কার্য করে তাঁহাদের ভাগ্যে এই কয়েকদিনের স্বৰ্গভোগও নাই । তাহারা ‘কাঁচা আমি’র জয়জয়কারের আশায় শুভ কৰ্মের যে টুকু ফল তাহা হইতেও বঞ্চিত হয় । কিছুদিন মাহুঘের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে, কিন্তু অন্তদর্শীকে ত আর প্রবঞ্চনা

করিবার ক্ষমতা নাই। দুই-ই দুর্ভাগ্য। ‘কাঁচা আমি’ শ্রীতি-
কাম অধিকতর হতভাগ্য। সকাম কৰ্মে ফলকামী হইয়া ভগ-
বানের নিকটে প্রার্থনা আছে। ‘কাঁচা আমি’ শ্রীতিকাম
ভগবানের সিংহাসনে আপনাকে বসাইতে উচোগী।

নিকাম কৰ্ম—শ্রীতিপথে ।

নিকাম কৰ্মই সাত্বিক কৰ্ম ।

নিয়তঃ সঙ্গরহিতমরাগেষতঃ কৃতম্ ।

অফলপ্ৰেপ্সনা কৰ্ম যত্নঃ সাত্বিকমুচ্যতে ॥

ভগবদ্গীতা । ১৮।২৩

‘যে কৰ্ম নিত্যবিহিত, আসক্তিহীন, রাগ ও ঘেবশূন্য ও
ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করা হয়, তাহাই সাত্বিক কৰ্ম ।’

অসক্তোহাচরন্ কৰ্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ।

‘যে পুরুষ আসক্তিশূন্য হইয়া কৰ্ম করেন তিনি পরমপদ প্রাপ্ত
হন ।’

যদি অটুটভাবে চিরদিন নিকাম কৰ্ম করিয়া যাইতে না পারি
যতটুকু পারি ততটুকুই সংসারাবর্ত হইতে রক্ষা করিবে ।

শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে নিকামভাবে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিলেন :—

স্বধৰ্ম্মঃখে সমেক্ষ্য লাবালাভৌ জঘাঅরৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুদ্ধায নৈবঃ পাপমবান্যাসি ॥

ভগবদ্গীতা । ২।৩৮

‘সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান করিয়া যুদ্ধের
জন্ত প্রস্তুত হও, তাহা হইলে পাপ স্পর্শ করিবে না।

এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইলে

কৰ্মবন্ধঃ প্রহাস্তসি।

গীতা। ২।৩২

‘কৰ্মবন্ধ নাশ করিবে।’

এবং এইরূপ নিকাম কৰ্মে

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।

স্বল্পমপ্যস্তু ধৰ্মশ্চ ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

গীতা। ২।৪০

‘নিকাম কৰ্মযোগে প্রারম্ভের নাশ নাই, কিছুই নিফল হইবে
না, ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই, ইহার অন্ন করা হইলেও তাহা
সংসাররূপ মহন্তয় হইতে জাণ করে।’

‘কেহ কেহ বলেন, ‘নিকাম কৰ্মে প্রণোদনা কোথায়? আনি
এই ফল পাইব, আমার এই সুখ হইবে, তাবিলে কৰ্মে যেরূপ উৎ-
সাহ উদ্ভূত হয়; নিকাম কৰ্মে তাহা কোথায়?’ এই প্রশ্নের উত্তর
কঠিন নহে। আমরা কি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি না, অনেক সময়
আপনার সুখ অপেক্ষা পরের সুখসাধন করিতে লোক অধিকতর
উৎসাহী? কাহাকেও প্রাণের সহিত ভালবাসিলে তাহার
সুখসাধনের নিকটে আপনার সুখসাধন অকিঞ্চিৎকর। পরম-
প্রেমাস্পদ কোন ব্যক্তির জন্ত প্রাণবিসৰ্জন অতি সহজ বলিয়া
মনে হয়। পিথিয়াসের জন্ত ডায়মন কেমন আনন্ডে আপনার
প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্বাতকগণ নারায়ণ রাও

পশোয়াকে আক্রমণ করিলে তাঁহার ডক্ত তৃত্য নিরস্ত ছাফাজি টলেকার স্বীয় শরীর দ্বারা প্রতুর শরীর আবরণ করিয়া কেমন নীরবে পাবুদিগের মুহুমুহুঃ অজ্ঞাঘাত সহিতে সহিতে প্রাণত্যাগ করিলেন ! এই দেব-বন্দিত প্রাণবিসর্জনের প্রণোদনা কোথায় ? ✓

আমাদিগের জ্ঞায় সামান্য লোকের মধ্যেও দেখিতে পাই বাহাকে ভালবাসি আমার কিঞ্চিৎ কষ্ট হইয়াও যদি তিনি সুখে থাকেন তাহাতে আমাদিগের আনন্দই হয়। পরিজ্ঞাত ক্রান্ত হইয়া দুই-জন একস্থলে উপস্থিত, একজন বই দুইজনের শয়নের স্থান নাই, একরূপ অবস্থায় কি ইচ্ছা হয় ? তাঁহাকে নিজের অবসর দিয়া তুমি সমস্ত রাত্রি তজ্জাল চক্ষে অতিকষ্টে জাগ্রত থাকিয়াও কি বিশেষ আনন্দানুভব কর না ? এই ভারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলেই প্রেম-আনন্দের জন্ত প্রাণত্যাগ সহজসাধ্য ও আনন্দপ্রদ হইয়া দাঁড়ায়। কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন যদি তাঁহার সুখ কি মঙ্গলসাধনে এইরূপ প্রণোদনা দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি কোন ধর্ম কি সম্প্রদায়, কোন জাতি অথবা দেশকে এইরূপ ভালবাসেন, তিনি তাঁহার সুখ কি মঙ্গলসাধনের জন্ত, আমরা যাহাকে সুপ্রবৃত্তি অনায়াসে তাহা সমস্তই জলাঞ্জলি দিতে, এমন কি তাঁহার আত্ম-জীবন পর্যন্ত বলিদান করিতে পারেন না কি ? ধর্মার্থত্যাগ-জীবিত মহাপুরুষ ও স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মাগণের উজ্জল দৃষ্টান্ত মনে কর। ধর্মের জন্ত দেশের জন্ত মৃত্যুত্যাগের মৃত্যুত্যাগ হওয়ার দৃষ্টান্ত এ দেশে কি ছুপ্রাপ্য ? রাজকুমার উদয়সিংহের খাজী রাজপুত-রমণী পাত্রা কি প্রণোদনায় বনবীরের হস্ত হইতে উদয়-সিংহকে রক্ষা করিতে বাইয়া কুমারের শয্যায় আপনার প্রাণপুতলী

কৰ্মক্ষেত্ৰ

পুত্ৰকে রাখিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে তাহার হৃদয়বিনাশন স্থিৰভাবে দৰ্শন করিলেন ? কৃষ-জাপান যুদ্ধের সময় সংবাদপত্ৰে পড়িয়া-ছিলাম—এক কৃষ ওহানসান নামী একটি জাপানরমণীকে বিবাহ করিয়া ইয়োকোহামায় বসতি করিতেছিলেন । কৃষটি স্ত্রীকে প্রাণের সকল কথাই কহিতেন, কেবল একটি ক্ষুদ্ৰ বাক্স গোপন করিয়া রাখিতেন । কিছুতেই সেই বাক্সটি তাঁহাকে দেখিতে দিতেন না । ওহানসানের সন্দেহ হইল যে, তাঁহার স্বামী কৃষপক্ষের গুপ্তচর হইয়া জাপানীদিগের কোন মন্ত্ৰাণাসম্বন্ধীয় কাগজপত্ৰ উহাতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন । প্রিয়তম পতি-সাহচৰ্য্য অপেক্ষা স্বদেশহিতৈষণা তাঁহার হৃদয়ে প্রবলতর ও মধুরতর প্রতিভাত হইয়াছিল, তাই একদিন তাঁহার পতিকে স্বরাগানে বিহ্বল করত বাক্সটি লইয়া তাহার ভিতরের কাগজপত্ৰ পুলিশের নিকটে উপস্থিত করিলেন । স্বামী স্বরাজনিত বিহ্বল-তার অপগম হওয়া মাত্র বাক্সটি নিকটে নাই দেখিয়া ওহানসান কি করিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জাপান হইতে নীকক্লেণ্ড হইলেন । ওহানসান কোন প্রণোদনায় চালিত হইয়া স্বকাতরে তাঁহার গাহ্ৰ্য্য স্মৃৎ অতল জলে ডুবাইয়া দিলেন ? জাপানবাসিনী কয়েকটি মহিলা তাঁহাদিগের ভরণপোষণের জন্ত যুদ্ধে যাওয়ার বাধা হওয়ায় স্বামিগণকে ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন । এক জাপানরমণী কৃষের বিৰুদ্ধে পুত্ৰের রণে উপস্থিত হইবার আপনাকে একমাত্র প্রতিবন্ধক দেখিয়া স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করত শেষ মুহূৰ্ত্তে স্বীয় হৃদয়-শোণিত দ্বিগুণ ছুরিকা পুত্ৰের হস্তে সমৰ্পন করিয়া

তাঁহাকে বদেশমজলসাধন জন্তু বণৰদে মন্ত হইতে আদেশ কৰিয়া
বাৰ্ষিক্য কৰিলেন এবং শ্বিতমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কৰিলেন ।
কোথা হইতে তাঁহাৰ প্ৰাণে এই প্ৰণোদনা উদ্ভূত হইল ?

যাঁহাৰা তাঁহাদিগেৰ প্ৰেমচক্ৰেৰ পৰিসৰ আৰও বাঢ়াইয়া
গইয়াছেন তাঁহাৰা সমস্ত জগতেৰ মজলেৰ জন্তু, এই ব্ৰহ্মাণ্ডে
ভগবদ্বিধি প্ৰতিষ্ঠাৰ জন্তু, জাতি ও দেশনিৰ্বিশেষে বোগ,
শোক, তাপ ও ভগবদ্বিৰোধী-ভাব ও অহুষ্ঠান নিৰ্মূল কৰিতে
প্ৰাণেৰ ভিতৰে, এমনি কি এক দিব্য প্ৰবৰ্ত্তনা অহুৰ্ভব কৰিয়া
থাকেন যে তদ্বাৰা প্ৰণোদিত হইয়া প্ৰয়োজন হইলে হাসিতে
হাসিতে প্ৰাণ বিসৰ্জন কৰেন । ফাদাৰ ভ্যামিয়েন্ ইহাৰ চুড়ান্ত
দৃষ্টান্ত । এইৰূপ সাক্ষাৎভৌমিকহিত-প্ৰেৰণায় ফৰাসীদেশবাসী
মাকুইন্ লাকায়েৎ আমেৰিকাবাসিগণেৰ পৰাধীনতাশূল
মোচন প্ৰয়াসে আপনাৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন ।
তিনি ফৰাসী, আমেৰিকাবাসিগণেৰ জন্তু তাঁহাৰ কি প্ৰণয়
পড়িয়াছিল ? কিন্তু তিনি ত স্থিৰ থাকিতে পাৰিলেন না ।
ঊনবিংশ বৎসৰ বয়সে যাই ইংলণ্ড ও আমেৰিকাৰ বিবাদেৰ
সংবাদ শুনিলেন অমনি আমেৰিকাৰ পক্ষে বণে যোগদান
কৰিতে কৃতসংকল্প হইলেন । কাউণ্ট ডি ব্ৰিলিৰ উপদেশ
চাহিলেন । তিনি বলিলেন, “তোমাৰ পিতৃবাকে ইটালীৰ
বুদ্ধে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিতে দেখিয়াছি, তোমাৰ পিতাকে মিণ্ডেনেৰ
সংগ্ৰামে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছি ; সেই বংশেৰ
একমাত্ৰ অবশিষ্ট শাখাৰ উদ্ধলনেৰ পৰামৰ্শে আমি সহকাৰী
হইতে পাৰি না ।” লাকায়েৎ কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না ।

ইতিমধ্যে আমেরিকাবাসীদিগের কতকগুলি ঘোর বিবাদপূর্ণ পরাজয়ের বার্তা, এমন কি নিউইয়র্ক হইতে তাহাদিগের পলায়নের সংবাদ পহুছিল। তিনি তাহাতেও পশ্চাদ্দপদ হইলেন না। তাঁহার সেই জগৎগ্রাসী প্রীতিবহি আরও ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া উঠিল। ফরাসীদেশস্থ আমেরিকার প্রতিনিধি ক্রাকলিন ও লী পর্যন্ত তাঁহাকে আমেরিকায় যাইতে নিষেধ করিলেন, ফ্রান্সের রাজা স্বয়ং তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি কাহারও বাঁধা মানিলেন না। নানা বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আমেরিকায় যাইয়া প্রাণের মায়ী পদদলিত করিয়া বিবিধ রংক্ষেত্রে স্বহৃদয়ের অপার মহত্ত্ব ও অসমসাহসিকতার বিশেষ-ভাবে পরিচয় দিলেন। স্বদেশের বিপ্লবে যে অভিনয় করিয়া তিনি যেরূপ পূজাহঁ হইয়াছেন, এত অল্প বয়সে আমেরিকার অধিবাসিগণের জন্ম উৎসবজীবন হইয়া তদপেক্ষা সহস্রগুণে বন্দনীয় হইয়াছেন। সার্কজর্জী প্রীতিপ্রণোদনায় নব্যভারত শিরোমণি রামমোহন রায় স্পেনদেশে নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালী সংস্থাপনের সংবাদ শ্রবণমাত্র কলিকাতার টাউনহলে ভোজ দিয়া আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। কোথায় স্পেন আর কোথায় ভারতবাসী রামমোহন! ইংলণ্ডে যাইবার পথে নেটাল বন্দরে ১৮৩০ সনের বিপ্লবের পরে একখানি ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীয়মান দেখিয়া নিবিড় আনন্দোচ্ছ্বাসে অভিবাচন করিতে যাওয়ায় চরণে ভীষণ আঘাত পাইয়া পঙ্গু হন। স্বনামধন্য ঋষিপ্রতিম হার্বাট স্পেন্সার সার্কভৌমিক প্রীতিবলে সর্কার স্বদেশ-প্রীতিমণ্ডলের বহু-যাজন উত্তর বিকুলোকে বিচরণ করিতেন।

তিনি জাপানবাসী বেরণ * কেনিকোর নিকটে এক পত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন :-

“আপনি আমাকে অপর যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে প্রথমেই সাধারণভাবে এই উত্তর দিতেছি যে, আমার বিবেচনায় আমেরিকায় ইউরোপবাসীদিগকে যথাসম্ভব দূরে রাখাই জাপানের রাজনীতি হওয়া সমীচীন। অধিকতর শক্তি-সম্পন্ন জাতির সম্মুখে অবস্থিত হইয়া আপনাদিগের সর্বদাই বিপদের সম্ভাবনা আছে, সুতরাং বিদেশিগণকে দাঁড়াইবার স্থান ততটুকু না দিলে নয় ততোধিক দেশের সম্বন্ধে সর্বতোভাবে সতর্ক থাকা কর্তব্য। প্রাকৃতিক, শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্ভব পরার্থাগম ও নির্গম এবং বিনিময়ের জন্য অত্যন্ত সংসর্গ যতটুকু অবশ্যপ্রয়োজনীয় ততটুকুর বিধান উপকারী। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নান্যাতিরিক্ত অধিকার অপর ক্রান্তিকে বিশেষতঃ অধিকতর বলশালী জাতিকে দেওয়া কদাচ কংকণ নহে। ইউরোপীয় ও আমেরিকার রাজশক্তির সহিত আপনাদিগের বর্তমান সন্ধির পুনরালোচনা দ্বারা আপনারা বিদেশিগণের বসতি ও পনচালনার জন্য আপনাদিগের সমগ্র সাম্রাজ্য উন্মুক্ত করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। একই নীতি আপনাদিগের সর্বনাশ করিবে বলিয়া আমার কষ্ট হইতেছে। অধিকতর বলশালী জাতিবৃন্দের কোন জাতি একবার একটু প্রবেশাদিকার পাইলে সময়ে তাহা হইতে সেই জাতির পরম্ব্যগ্রাসিনীতির আবির্ভাব অবশ্যস্বাবী। ইহার আবির্ভাব হইলেই জাপানীদিগের সহিত সংগ্রহ উপস্থিত হইবে, এবং জাপানবাসিগণ কর্তৃক অগ্রগণ্য বলিয়া এষ্ট সংঘর্ষগুলি

ব্যাখ্যাত হইবে, সুতরাং তাহার প্রতিশোধ লওয়া অবশ্যকর্তব্য বিবেচিত হইবে ; তাহার ফলে দেশের কিঙ্কিৎস আক্রান্ত হইবে এবং তাহা তাহাদিগের স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড বলিয়া নির্দেশ করিতে বাধ্য হইতে হইবে ; ইহা হইতে ক্রমে অবশেষে সমগ্র জাপান-সাম্রাজ্য পরাভূত হইবে। সর্কাবস্থাই আপনাদিগের এই নিয়তি পরিহার করা কঠিনসাধ্য হইবে, কিন্তু বিদেশীদিগকে আমার উল্লিখিত অধিকারের অধিকার দিলে, ইহার পথ আরও সহজ হইবে।”

এই মহাত্মা সত্যসত্যই সমস্ত ভূবনব্যাপী বিস্তার উপলক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

সার্বজনীন প্রীতিনিবন্ধন কর্ম ও ‘বিষ্ণুপ্রীতি’ কাম কর্ম একই। ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত কি স্বদেশ-স্বার্থগত প্রীতিপ্রসূত কর্ম বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। ইহা ভগব-দ্বিধিপ্ৰতিকূল হইলে আর বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইবে কিরূপে ? তোমার সম্প্রদায়ের গৌরব বর্ধনার্থ কি তোমার সাম্রাজ্যপিপাসা চরিতার্থ করিতে অপর সম্প্রদায়, কি অপর জাতিকে নির্যাতন করিলে তাহাতে বিষ্ণু প্রীত হইতে পারেন না। কারণ, ‘সব্ভূম্ হায় গোপালকী।’

✓ ‘সব্ভূম্ হায় গোপাল কী

ইসম আটক কাঁহা ?

জিসকে মনমে আটক হায়

ওহি আটক রহা।”

আকবর যে প্রয়োজনে মানসিংহকে এই কবিতাটি প্রেরণ

করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা মহত্তর বিষয়ে ইহা প্রযোজ্য।
সত্যই এই পৃথিবী ত্রিগোপালের, তোমার রাজ্য কি অপরের
রাজ্য, এইরূপ সন্ধীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবে কেন? বাহার দৃষ্টি সন্ধীর্ণ
মন সন্ধীর্ণ, সে-ই সন্ধীর্ণ হইয়া রহে। যে ব্যক্তি, কি জাতি
সন্ধীর্ণমনে এই উদার বিশাল জগৎকে আপনার সন্ধীর্ণ গণ্ডীর
ভিতরে আনিতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করে, ভূমা ভগবান তাহার সন্ধীর্ণ-
তার প্রতিফল তাহাকে দিয়া থাকেন। রোমান্ ক্যাথলিক
দিগের প্রটেস্ট্যান্ট, পীড়ন ও রোমীয়দিগের বকরোৎসাদনের
চেষ্টার ফল ইহার দুইটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

পাশ্চাত্য অগ্রগিগনের মধ্যে অনেকে সার্কসজীন মঙ্গল ভুলিয়া
স্বদেশের মহিমা বর্জন মহাব্রত মনে করিয়াছেন। ইহাদিগকে
লক্ষ্য করিয়াই হার্বার্ট স্পেন্সার লিখাছেন :—

“আমাদিগের দেশ—আমাদিগের দেশ—ধর্ম জানে কে?
অধর্ম জানে কে?—এই ধ্বনি আমার নিকট ঘুণার মনে হয়।
স্বদেশপ্রেমের সহিত এই ধ্বনি মিলিত হওয়ায় কিকিং সঙ্গত
বলিয়া প্রথমে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাহিরের আবরণ দূর
করিলেই ইহার অন্তর্গত ভাব যে নিতান্তই ইতর, ইহা স্পষ্ট
উপলব্ধি হইবে। দুই দিকই দেখা যাক।”

“মনে কর, আমরা কোন বৈদেশীকের আক্রমণ প্রতিরোধ
করিতেছি। এখানে স্বদেশহিতৈষণার ধ্বনি ধ্বংসাত্মক। আত্ম-
রক্ষা কেবল সঙ্গত নহে, কর্তব্যও বটে। অপরপক্ষে মনে কর,
আমরাই আক্রামক,—পরের দেশ দখল করিয়াছি, কিংবা যে
জাতি যে জব্দ চাহে না আমরা অন্তরালে তাহাদিগকে তাহা

নইতে বাধ্য করিতেছি, অথবা আমাদিগের দেশের কোন কর্ম-চারী তাহাদিগের বিরুদ্ধে অত্যাচারে শাসনদণ্ড পরিচালনার সজ্জা দিলেন, আমরা তদনুসারে শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে কর, অপর কোন জাতি সম্বন্ধে এমন কোন কার্য করা হইতেছে নাহা অত্যাচার বলিয়া স্বীকৃত। তখন এই স্বদেশাভিভাবের ধ্বনিতে কি বুঝিব? যাহারা আমাদিগের বিরোধী তাহারা ধর্ম ধরিয়। আছে; আর আমরাই অধর্ম অবলম্বন করিয়াছি। এস্থলে স্বদেশ-ভিভাবের এই ধ্বনির অর্থ—আমরা চাই ধর্মের দ্বিধার, অধর্মের জয়জয়কার। অর্থাৎ শতাব্দী যাহা চায় আমরাও তাহাই চাই। কয়েক বৎসর অতীত হইল আমার মনের এই ভাবটি—নিশ্চয়ই ইহাকে স্বদেশ-দেবী ভাব বলা হইবে—এই ভাবটি এমনভাবে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, তাহা শুনিতে অনেকে চকিত হইবেন। ‘আমাদিগের স্বার্থানুরোধ’ বলিয়া যে দ্বিতীয়বার আফগানিস্থান আক্রমণ করা হয়, সেই সময়ে আমাদিগের কতকগুলি সৈন্য বিপর্য্য হইয়াছে, এই সংবাদ আসিল। আত্মনিয়ামকভাবে একজন বিখ্যাত সৈনিক পুরুষ—তখন তিনি কাপ্তান ছিলেন, এখন সৈন্যদায়ক—এই সংবাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন এবং আমিও তাহার জায় সজ্জস্ত হইব মনে করিয়া তাহা পাঠ করিলেন। আমি উত্তর করিলাম, ‘যাহারা ধর্ম, অধর্ম, জায়, অত্যাচার না দেখিয়া বেতনের জন্য আদেশ হইলেই নরবধ করিতে অগ্রসর হন, তাহারা হত হইলে আমি বিন্দুমাত্রও কষ্টবোধ করি না।’ আমার এই উত্তর শুনিয়া তিনি অবাক্।”

“ইহার প্রত্যুত্তরে যে চীৎকার উখিত হইবে তাহা আমি

হানি। কেহ কেহ বলিবেন, এই মত গ্রহণ করিলে, রাজশাসন প্রকরণ্য হইবে, সেনা-গঠন অসম্ভব হইবে। প্রত্যেক সৈনিক কি জন্ত যুদ্ধ বাধিল তাহার বিচার করিলে কখনও কাৰ্য্য চলিবে না। সামরিক-বিধান শক্তিহীন হইবে এবং যিনি আক্রমণ করিবেন তিনিই আমাদের দেশ জয় করিয়া লুইবেন।’ এ চিন্তা অমূলক। স্বদেশরক্ষার জন্ত যুদ্ধকালে সৈন্তসংহতি এখনও যেমন প্রাপ্তব্য তখনও তেমনি প্রাপ্তব্য থাকিবে। এরূপ যুদ্ধে প্রত্যেক সৈনিকই ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ করা কর্তব্য বুঝিবে। আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ থাকিবেই; অপর দেশ কি জাতি আক্রমণমূলক যুদ্ধ থাকিবে না।”

“বলা যাইতে পারে এবং এরূপ বলা অর্থোক্তিকও নহে যে, এরূপ আক্রমণমূলক যুদ্ধ নী থাকিলে ত আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধও থাকিবে না। কিন্তু কোন জাতি ত এরূপ নিষেধাজ্ঞা পাইতে পারে যে তাহার আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ ভিন্ন পরাক্রমণমূলক যুদ্ধ বাধিবে না।

“কিন্তু যাহারা ‘আমাদিগের দেশ - আমাদিগের দেশ - ধর্ম্মই জানে কে? ধর্ম্মই জানে কে?’ এইপ্রকার ধর্ম্ম উদ্ভিত করে এবং যে ভাবে কিছুদূর অনীতি দেশ আমরা আমাদিগের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছি সেইভাবে আরও সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে ইচ্ছুক, তাহারা এরূপ সামরিক সংঘম বিরক্তির চক্ষে দেখিবেন। তাহাদিগের মতে রবিবার ধর্ম্মমন্দিরে যে ধর্ম্মনীতি প্রকাশ এবং অঙ্গীকার করা হইল, সোমবার তদনুসারে কাৰ্য্য করা অপেক্ষা ঘোরতর নির্ভুক্তিতা কিছুই হইতে পারে না।”

যাহারা রাজ্য লালসায় সনাতন ধর্ম্ম ভুলিয়া যায়, বিশ্বব্যাপী প্রভু তাহাদের “মন্ত অন্ধ শতান্তে বা” মর্মে মর্মে বুকাইয়া দেন

যে, যে জাতি সার্কজনীন মঙ্গল ও স্বদেশ মঙ্গল বিসংবাদী বলিয়া জানে, সেই জাতি অতিশয় মূর্খ, তাহারা আপন চরণে কুঠারা-ঘাত করে ।

যিনি ভগবানকে ভালবাসিয়াছেন, তিনি ত সমস্ত জগৎকে আপনার কোড়ে স্থান দিয়াছেন, সুতরাং সমগ্র জগতের মঙ্গল ভিন্ন তাঁহার দৃষ্টিতে অপর কিছু লক্ষ্য হয় না । ভগবানের আরাধক সমদর্শী, তিনি ছোট বড় সকলকেই ভালবাসেন ।

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

তুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সর্মদর্শিনঃ ॥

ভগবদ্ গীতা । ৫।১৮

‘বিজ্ঞা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, আর গরু, হাতী, কুকুর আর কুকুর-খাদক চণ্ডাল, স্বধীগণ সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন ।’ ইহারই আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব—“যত্র জীবন্তত্র শিবঃ ।” যুধিষ্ঠিরের জগৎব্যাপী প্রেম তাঁহার সারমেয়ের সংবাদ প্রচার করিতেছে । আনানিগের প্রেমচক্ষে ইতর জীব ও উদ্ভিদের কি উচ্চস্থান ? হৃৎপূর্ণতার দৈনিক পঞ্চযজ্ঞে ভূতযজ্ঞের বিধান দ্বারাই বোঝা যাইতেছে । ভূতযজ্ঞে যেমন ইতর জীবকে ভোজ্যাদান করিতে হয়, তেমনি উদ্ভিদে অলসিকন করিতে হয় ।

ল্যাক্‌কুডিও হার্ণের “আনকেমিলিয়ার আপান” নামক পুস্তকে পড়িয়াছি, তিনি কোন স্থানে দেখিয়াছেন—গৃহস্থ তাঁহার পালিত পশুগুলি পীড়িত না হয় ও স্বস্থায় পরে তাহাদিগের আত্মা স্থখে অবস্থান করে, তৎকর্ত্ত দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন । তিনি দেখিয়াছেন—শরীর পুণ্ডিতবার সময়ে পশুর আত্মার

জন্ত প্রার্থনা হইতেছে । টোকিওর একোইন মন্দিরে পশুদিগের স্মৃতিচিহ্ন রাখা হইয়াছে, তথায় প্রত্যেক দিন প্রাতঃ কালে তাহাদিগের আত্মারজন্ত প্রার্থনা হয় ।

আমাদিগের তর্পণ পিণ্ডদানের ব্যবস্থা কি উদার বিশ্বজনীন প্রেমের পরিচায়ক ! তর্পণের মন্ত্র—

ওঁ আব্রহ্মসুত্বপৰ্য্যন্তং জগত্ প্যতু ।

—‘ব্রহ্মা হইতে ত্বংশিখা পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ তুণ্ড হউক ।’

ওঁ দেবা যক্ষাক্ষুধা নাগা গন্ধৰ্বান্সরসোহসুরাঃ ।

ক্রূরাঃ সর্পাঃ স্থপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ ।

বিদ্যাধরা জলাধার্যন্তথৈবাকাশগামিনঃ ।

নিরাহার্যশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধৰ্ম্মে রত্যাশ্চ যে ।

তেষামাপ্যায়নায়ৈতদীয়তে সলিলং ময়া ॥

‘দেবতা, যক্ষ, নাগ, গন্ধৰ্ব, অসুরা, অসুর, সর্প, গন্ধুড়জাতীয় পক্ষী, বৃক্ষ, বক্রপতি জীব, বিহঙ্গগণ, বিদ্যাধর, জলচর, খেচর, নিরাহার, পাপী, ধার্মিক, সকলের তৃপ্তিঃ জন্ত এই জল দিতেছি’ ।
পিণ্ডদানের মন্ত্র :—

✓পশুযোনিং গতা চ যে পক্ষীকীটসরীসৃপাঃ ।

অথবা বৃক্ষযোনিহস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥

‘পশু, পক্ষী, কীট, সরীসৃপ, বৃক্ষ—সকলকে পিণ্ড দিতেছি ।’

কৈনন্তিগের পশুচিকিৎসা ও বৃদ্ধ নিকপায় পশুস্বাকার জন্ত ‘শিক্কাপোল’ প্রভৃতির বন্দোবস্ত মনে হইলে কি আনন্দ হয় !
এইরূপ সার্বভৌমিক প্রীতি কি মধুর ! কি মধুর !

“Ho prayeth best who loveth best
All things both great and small ;
For the dear God who loveth us,
He made and loveth all.”

Coleridge.

—‘তিনিই সৰ্বোৎকৃষ্ট উপাসনা করেন যিনি ছোট বড় সকল পদার্থকেই বৎপরোন্মত্তি ভাগবাসেন, কেন না, সেই প্রিয় ভগবান যিনি আমাদিগকে ভালবাসেন তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকলকেই ভালবাসেন।’

সৰ্বভূতেষু যঃ পশ্বেত্তগবন্তাবমান্বনঃ ।

ভূতানি ভগবত্যাশ্বস্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

ভাগবত ; ১।২।৪৫

—‘যিনি সকল ভূতে আত্মভগবন্তাব এবং পরমাত্মা ভগবানে সকল ভূত অবস্থিত আছে দর্শন করেন, তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ।’

শ্রীতিভূমিতে বিচরণ করিয়া নিকাম কৰ্মের উদ্দীপনা কোথায় বৃদ্ধিহীন।

নিকাম কৰ্ম—জ্ঞান পথে

এখন জ্ঞানপথান্তর ব্যক্তির কৰ্মকেই কি ও কৰ্মপ্রণোদন কোথায় বৃদ্ধিতে চেষ্টা করিব।

জ্ঞানের দ্বারাই ত দেখিতে পাই সমস্ত বিষ ও “আমি” এক ভেদেই বিবিধরূপে প্রকাশ।

অবিভক্তক ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভগবদ্গীতা ; ১৩।১৬

‘তিনি সমস্ত ভূতে অবিভক্ত—প্রকৃতপক্ষে এক, কিন্তু বাহ্য উপাধির পার্থক্য হেতু পৃথক পৃথক বলিয়া মনে হয় ।’

অধ্যাত্মবিজ্ঞান এই সত্য প্রকাশ করিতেছেন । প্রকৃতি-বিজ্ঞানও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন অথবা হইতেছেন । ইহাই যদি হইল তবে আর ‘আমি’ রহিল কোথায় ? ‘আমি’ ও বিশ্ব ত এক । যোগবাশিষ্ঠে নহবি বিশিষ্ট জ্ঞানভূমির সোপান প্রদর্শন করিয়াছেন :—

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃত ।

বিচারণা দ্বিতীয়া স্ত্যক্ততীয়া তন্মুমানসা ॥

সত্তাপত্তিশ্চতুর্থী স্ত্যক্ততোহসংসক্তি নামিকা ।

পদার্থভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্ধ্যগা গতিঃ ॥

যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১:৮,৭,৬

‘শুভেচ্ছা প্রথম জ্ঞানভূমি ; বিচারণা দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি ।
তন্মুমানসা তৃতীয় ; সত্তাপত্তি চতুর্থ ; অসংসক্তি পঞ্চম ; পদার্থ-
ভাবনা ষষ্ঠ ; তুর্ধ্যগা গতি সপ্তম ।

স্থিতঃ কিং মৃত এবান্মি যোকোহং শাস্ত্রসঙ্কনৈঃ ।

বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছতি শুভেচ্ছাত্যাগ্যতে বৃন্দৈঃ ॥ ঐ ঐ ঐ ৮

‘আনি কেন মৃত হইয়া আছি, আমি বৈরাগ্যের ভাব লইয়া
শাস্ত্রালোচনা করিব ও সঙ্কনের সহিত মিশিব, এই প্রকারের
যে ইচ্ছা, পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রথম জ্ঞানভূমি ‘শুভেচ্ছা’ বলিয়া
থাকেন ।’

শাস্ত্রসম্মতসম্পর্কে বৈরাগ্যাভ্যাসপূর্বকম্ ।

সদাচারপ্রবৃত্তা বা প্রোচ্যতে সা বিচারণা ॥

ঐ ঐ ঐ ৯

‘শাস্ত্রানুশীলন ও সম্মতসম্পত্তি দ্বারা বৈরাগ্যাভ্যাস পূর্বক
সত্য কি? অসত্য কি? স্থায়ী কি? অস্থায়ী কি? আত্মা
কি? অনাত্মা কি? কর্তব্য কি? অকর্তব্য কি? বন্ধন
কি? মোক্ষ কি? এইরূপ সদাচারপ্রবৃত্ত যে বিচার, তাহার
নাম বিচারণা।’

বিচারণা শুভেচ্ছাভ্যাং ইন্দ্রিয়ার্থেধরক্ততা ।

যাত্র সা তত্ত্বতাভাবাং প্রোচ্যতে তত্ত্বমানসা ॥

ঐ ঐ ঐ ১০

প্রথমে শুভেচ্ছা জন্মিলে পরে সদস্য বিচারণা দ্বারা
ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয় অকিঞ্চিংকর জ্ঞান হওয়ায় তাহাতে যে অরতি
জন্মে; তাহার নাম তত্ত্বমানসা—অর্থাৎ তখন আর মন বিষয়ের
দিকে “ধাবিত” হইতে চাহে না, মনের স্থূলত্ব ঘুচিয়া সূক্ষ্মত্ব
প্রাপ্তি হয়।’

ভূমিকাজিতয়াভ্যাসাচ্চেত্যেহর্থে বিরতেবর্শাং ।

সত্তাস্মান্নি স্থিতিঃশুদ্ধে সত্তাপত্তিকদাহতা ॥

ঐ ঐ ঐ ১১

‘শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তত্ত্বমানসা এই তিন জ্ঞান-ভূমি অভ্যাস
করিয়া চারিদিকে প্রলোভনের বিষয়ে বিরক্তিবশতঃ যে সময়ে
বিমল আত্মাতে মন স্থির হয়, সেই অবস্থার নাম সত্তাপত্তি।’

দশাচতুষ্টিয়াভ্যাসাদসংসর্গফলায় যা ।

রূঢ়সম্ভবচমৎকারাং প্রোক্তা সংসত্তিনামিকা ॥

ঐ ঐ ঐ ১২

‘ভূভেচ্ছা, বিচারণা, তন্ময়ানসা ও সত্তাপত্তি এই চতুষ্টি
জ্ঞান-ভূমি অভ্যাস করায় যে চমৎকার সাত্ত্বিক ভাবের উদয়
হয়, যাহা দ্বারা বিষয়াসক্তি সমূলে নষ্ট হয়, তাহার নাম
‘অসংসক্তি।’

ভূমিকা পঞ্চকাভ্যাসাং স্বাত্মারামতয়া ভূশম্ ।

অভ্যাস্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাং ॥

পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রসংগেন বিবোধনম ।

পদার্থভাবনা নাম ষষ্ঠী সংজ্ঞায়তে গতিঃ ॥

ঐ ঐ ঐ ১৩, ১৪

“ভূভেচ্ছা, বিচারণা, তন্ময়ানসা, সত্তাপত্তি ও অসংসক্তি এই
পঞ্চ জ্ঞান-ভূমির অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মেতে নিবৃত্তিলাভ করিলে,
ভিতরের ও বাহিরের পদার্থের চিন্তা দূর হয়, এই সকল চিন্তা দূর
হইয়া গেলে যে সমস্ত প্রকৃত আত্মতত্ত্বের চিন্তা হয়, তাহার নাম
পদার্থভাবনা।’

ভূমি ষট্‌কচিরাভ্যাসাং হেনস্বাত্মপলম্বতঃ ।

যং স্বাভাবিকনিষ্ঠস্বং সা জ্ঞেয়া তুর্বাগা গতিঃ ॥

ঐ ঐ ঐ ১৫

‘পূর্বেোক্ত ছয়টি জ্ঞান-ভূমির অভ্যাসবশতঃ আত্মপরি ভেদজ্ঞান
চলিয়া গেলে ব্রহ্মেতে যে স্বাভাবিকী নিষ্ঠার উদয় হয়, তাহারই
নাম তুর্বাগা গতি।’

যে হি রাম মহাভাগাঃ সপ্তমীভূমিমাগতাঃ ।

আত্মারামা মহাত্মনস্তে মহৎপদমাগতাঃ ॥

ঐ ঐ ঐ ১৯

‘হে রামচন্দ্র, যে সকল মহাভাগ জ্ঞান-ভূমির সপ্তম অবস্থা অর্থাৎ তুর্ধা গা গতি প্রাপ্ত হন, সেই মহাত্মাগণ আত্মারাম হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করেন ।’

‘ভেদস্যাৎপদগুণঃ’—ভেদের উপলব্ধি নাই বলিয়া যে স্বাভাবিকী নিষ্ঠার উদয় তাহাই তুর্ধা গা গতি । এ অবস্থায় সব একাকার, আত্মপর-ভেদ কোথায় চলিয়া গিয়াছে । সাত্বিক জ্ঞান চইগেই আর ভেদ থাকে না ।

সর্বভূতেষু যেনৈকং অব্যবহায়মাকতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্ ॥

ভগবদগীতা । ১৮।২০-

‘যে জানে সকল ভূতে এক অব্যবহাবের অর্থাৎ আত্মবস্তুর নশ্বনু হয়, সকল বিভক্ত পদার্থে এক অবিভক্ত সত্তা উপলব্ধি হয়—সেই জ্ঞানকে সাত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে ।’

এক অবিভক্ত সত্তা, এক অব্যয় বস্তু, সুতরাং এক সর্বব্যাপী-বিষ্ণু ভিন্ন ‘আমি’ ‘তুমি’ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কৃত্র পদার্থ কিছুই দৃষ্টিপথে আসিতেছে না । জ্ঞানের এই উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিলে দেখিবে, তথায় আর ‘আমি এই চাই’, ‘আমি এই কল পাইব’ এইরূপ সর্কারী কৃত্র কামনার স্থান নাই । ‘অন্ন’ দ্বারা পরিপূর্ণ গিয়াছে, ‘ভূমা’ চতুর্দিক আলোকিত করিয়া বহিয়াছেন । গোশবদের স্থলে অনন্ত প্রশস্ত সাগর প্রসারিত । এ অবস্থায়—

জীবমুক্তা ন সম্ভবন্তি স্বধঃখরসম্বিতৌ ।

প্রকৃতেনার্থকার্য্যাদি কিঞ্চিৎ কুর্য্যন্তি বা ন বা ।

: যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৮।১৮

‘জীবমুক্ত—তুর্ধ্যগাগতিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ—স্বধ কিংবা দুঃখে আসক্ত হন না । কোন কার্য্য করেন কি না করেন তৎসম্বন্ধে স্বতঃ প্রবৃত্তি থাকে না ।’ কিন্তু—

পার্শ্বস্ববোধিতাঃ সন্তঃ সর্বাচারক্রমাগতম্ ।

আচারমাচরণ্যেব স্প্রবুদ্ধবদন্তম্ ॥

ঐ ঐ ঐ ১৩

‘পার্শ্বস্ব কর্তৃক বোধিত হইয়া, অর্থাৎ লোকসমাজ কর্তৃক উপদ্রষ্ট হইয়া স্প্রবুদ্ধ ব্যক্তির জ্ঞান-পুরুষাভ্যুত্থান সমাজের ধৈ আচরণ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা পালন করেন কিন্তু আসক্তিদ্বারা কখনও ক্ষত হন না ।’

আত্মারামতয়া তাস্ত্ব স্বধয়ন্তি ন কাস্তন ।

জগৎক্রিয়াঃ সূসংস্থগান্ রূপালোকাঃ ত্রিযো যথা ॥

ঐ ঐ ঐ ২

‘গাঢ় নিদ্রাভিজুত ব্যক্তিকে যেমন রূপপ্রভাবিশিষ্টা নারীগণ প্রলুব্ধ করিতে পারে না, তেমনি জগতের ক্রিয়াগুলি ঔহাদিগেও প্রাণে কোন (লৌকিক) স্বধ উপাধন করিতে পারে না, কারণ ঔহারী আত্মারাম—আত্মকীড়ারত ; বাহ্যস্ব ঔহাদিগের নিকটে স্বদূর পরাহত ।’

বাশিষ্ঠ “পার্শ্বস্ববোধিতাঃ” বলিয়া বাহা মনে করিয়াছেন,

ভগবানু শ্রীকৃষ্ণ “চিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্” বলিয়া তাহাই বুঝাইতেছেন ।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিধাংসো যথা কুর্কন্তি ভারত ।

কুর্ধ্যাবিধাংস্তথাসক্তচিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্ ।

ভগবদ্গীতা, ৩।২৫

‘হে অর্জুন, অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন আসক্ত—মোহাভিভূত হইয়া কর্ম করিয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত—মোহমুক্ত হইয়া লোক-সমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্ত তেমনি কর্ম করিবেন ।’

জ্ঞানীর কর্মপ্রণোদনা, বশিষ্ঠের ভাবায় “পার্শ্ববোধনে” এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাবায় “লোকসংগ্রহচিকীর্ষায়।” সেই যে “সর্বশ্রেষ্ঠানঃ” “ভূতাদিপতি” “ভূতপাল” “সেতুবিধরণ এবং লোকানামসন্তোদায়”, লোকবিধিতিসেতু, তাহারই সেই লোক-রক্ষার্থ জ্ঞানী কর্ম করিয়া থাকেন । নিজের প্রার্থনীয় কিছুই নাই—মাত্র লোকসংগ্রহ অথবা জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠার জন্ত উহিঁনি কর্মকর্তৃক ।

জ্ঞানে যখন ‘আমি’র স্থলে ‘তুমি’ বিরাজমান তখন জ্ঞানীর কর্মকেই যে সেই ‘তুমি’ তাহা বলা নিম্নয়োজন । ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই একই কর্মকেই ।

লোকসংগ্রহ

ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, সমাজগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত উন্নতির জন্য যে কৰ্ম করা প্রয়োজনীয়, সকলেরই এই এক কৰ্ম-ক্ষেত্র, কারণ, মূল এক, শাখা-প্রশাখা বহু ও ভিন্ন ভিন্ন। “একোহং বহু শ্যাম” বাহার ব্যক্তিস্থচক উক্তি, তিনি এমনই ভাবে এই বহু প্রতীপাদন করিতেছেন যে, এমন একটি ব্যক্তি নাই বাহার আকৃতি ও প্রকৃতি অপর কাহারও আকৃতি বা প্রকৃতির সহিত এক বলা যাইতে পারে। কচিং দুইটি যমজ ভাইয়ের আকৃতি প্রায় একরূপ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কত প্রভেদ দেখিতে পাই। বৈচিত্র্য ও বৈষম্যই লীলাময়ের লীলাভিত্তি। এইরূপ পার্থক্য না থাকিলে লীলাই চলিতে পারিত না। তাই প্রকৃতিজ গুণ এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আবষ্টন প্রভাবে ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত বৈচিত্র্যের অন্ত নাই; কিন্তু এত বৈচিত্র্যের অন্তরালে একত্র রহিয়াছে। কেন না, বাহার এই অসংখ্য অভিব্যক্তি তিনি এক, অধিতীয়। প্রাকৃতিক ধর্ম, শিকা, দীক্ষা, ক্ষতি, জল, বায়ু, স্থানীয় বিবিধ বৃক্ষ, স্পৃহ, ঋতাদি প্রভাবে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতিতে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন ভাবে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে এবং তদনুসারে আচার, বিচার, স্বভাব, সংস্কৃতি, শীল, ব্যবহার, রীতি, নীতি পৃথক্ পৃথক্ হইলেও সকলেরই মূখ্য উদ্দেশ্য এক সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা। যেমন বিবিধ যন্ত্রের, বিবিধ বাস্তবের এক তান সঙ্গতি, তেমনি অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য শক্তিচালনার

সম্মানন্য-প্রতিষ্ঠাই সভ্যতা। ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক, জাতিগত, কার্যিক, বাটিক, মানসিক প্রভিন্ন প্রচেষ্টা ও ভাবনা সেই এক মূলতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের অভাবপূরক (Complementary)। সেই এক আমি মহাগৃহস্থের একতন্ত্রী গৃহস্থালী সাধনে অগণা জীব, অগণ্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। আমার যাহা নাই তাহা তুমি আনিতেছ, তোমার যাহা নাই তাহা আমি আনিতেছি, এদেশে যাহা নাই তাহা ওদেশ হইতে যোগাইতেছে, ওদেশের যাহা নাই তাহা এ দেশ দিতেছে, পৃথক্ পৃথক্ দেশে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সভ্যতার ও উন্নতির ধারা চলিতেছে। এশিয়ার ধারা ও ইউরোপের ধারা এক নহে, ভারতের ধারা ও ইংলণ্ডের ধারা এক নহে এবং এক দেশেও পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই প্রভেদগুলি অভাবপূরক। আমি তোমা হইতে আমার অভাব পূরণ করিয়া লইতেছি, এদেশ ওদেশ হইতে অভাব পূরণ করিয়া লইতেছে। এ অভাবপূরণে যাহা সমীচীন তাহাই গঠিত হইতেছে এবং সমগ্র সমীচীন সাধনের পরিণতি একে। ~~কেহই~~ কেহই প্রত্যেকের লক্ষ্য। লোকসংগ্রহ তন্মুখ।

এই লোকসংগ্রহব্যাপারে প্রত্যেকেরই কিছু দেয়, কিছু আহরণীয় আছে। এখানে ছোট বড় কেহ নাই। সকলেই এই মহাযজ্ঞের যাজ্ঞিক। রাজা ও রাখাল, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, ইংরাজ ও কান্দি সঙ্কলেরই এই যজ্ঞে হবনীয় কিছু চাই। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সাম্প্রদায়, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক রাষ্ট্রের একগুণে কিছু কর্তব্য আছে। কেহই বুধা জন্মে নাই। একটি পরমাণুরও অস্তিত্ব বুধা নহে। এ পৃথিবীতে কোন বস্তু, কোন ব্যক্তি নিরর্থক

নহে। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আবর্জনায কেমন সারের উপাতি।
 প্রকৃতি-বিজ্ঞান “খুঁটিনাটী ময়লামাটী” হইতে কত রস সংগ্রহ
 করিতেছেন! মাতৃষের মধ্যে আমরা যাহাকে হীন, অব্যক্ত মনে
 করিতেছি, সেই ব্যক্তি এই মহাযজ্ঞে কি আর্হতি দিতেছে তাহা
 কি আমরা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারি? আমি বরিশালে
 গোপাল মেথর নামে একটি মেথরকে জানিতাম। সে কর্তব্য-
 নিষ্ঠায় আমাদের গুরুস্থানীয় ছিল। আর মেথরের যাহা বার্ষিক
 কর্তব্য, তাহাই কি হীন? শুনিতে পাই গুরুদেব প্রতাপ
 বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কোন স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার
 সময়ে বিদায়কালে মেথরাণীকে আহ্বান করিয়া কিছুৎ বক্শিস
 দিয়া, তাহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণতিপূর্ব্বক গদগদস্বরে বলিয়াছিলেন—
 “মা, তুমি জননীর গায় মলমূত্র দূর করিয়া যে উপকার করিয়াছ,
 সে ঋণ ত শোধ দিবার সাধা নাট।” মেথর-মেথরাণীর কার্যের
 মহত্ত্ব কি আমরা কখনও মনে করি? সত্যই ত আমরাদিগের
 শৈশবে মা যাহা করিতেন, যৌবনে ও বার্ককো তাহা তাহাই
 করিয়া, আমরাদিগের বাসস্থান পরিদৃত্ত পরিচ্ছন্ন রাখিয়া চূর্ণাঙ্গাদি
 নাশ করিয়া মানসিক প্রসাদ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পাদন করেন।
 মেথর যদি বুঝিত যে মাতৃষের চিত্তপ্রসাদবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার
 জন্ত কর্তা তাহার স্বক্ষে এই গুরুভার জ্ঞাত করিয়াছেন—সত্যই
 মার প্রাণ লইয়া আমরাদিগের মল মূত্র মুক্ত করা তাহার কর্তব্য,
 তাহা হইলে আর সে কখনও আপনার অদৃষ্টকে দিকার দিত না,
 আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সে তাহার কার্য করিয়া বাইত।
 আমরাও যদি তাহার কার্যকে এই চোখে দেখিতাম তাহা হইলে

আমরাও গোস্বামী মহাশয়ের দ্বায় তাহা স্বরণে কৃতজ্ঞতার আনন্দ হইতাম। ক্লান্তচ্ছেদক যদি মনে করিত ভগবান তাহাকে কি স্বন্দর কর্তব্যের ভারই দিয়াছেন, তাহার কুঠারচ্ছিন্ন কাষ্ঠদ্বারা প্রত্যহ পঞ্চাশ জনের অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন হইতেছে, তাহাকে কর্ত্তা এতগুলি লোকের দেহ পোষণের সহায় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার কুঠারের প্রত্যেক আঘাতে অমৃত-ধারা বহিতেছে দেখিতে পাইত; আমরাও এই ভাবে তাহার কার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার গলদ্বন্দ্ব শরীরের প্রত্যেক শ্বেদবিন্দু মুক্তাবিন্দু মনে করিতাম। কৃষক দ্বিপ্রহর রোদ্রে চাষের সময়ে যদি মনে করিত, যে কত কত লোকের অন্ন সংস্থানের জন্য কর্ত্তা তাহাকে পরিশ্রম করাইতেছেন, কি মধুর ব্যাপারেই তাহাকে নিষ্কৃত রাখিয়াছেন, তাহা হইলে সে তাহার পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়াই মনে করিত না, আর চাষা বলিয়া আপনাকে কখনও হেয় মনে করিত না। আমরাও যদি এইরূপ ধারণা লইয়া তাহার জুমিকর্ষণের দিকে দৃষ্টি করিতাম, তাহা হইলে কত প্রীতিপূর্বক তাহার পরিশ্রমের গুরুত্ব বুঝিতাম! আমরা বুঝিও না যে, তাহার অন্নদাতা তাহার প্রজা কৃষকগণই, এবং ইহা বুঝিয়া কতই না তাহাদিগকে আদর করিতেন!

যে মেথর, যে কাষ্ঠচ্ছেদক, যে কৃষক আপনার কর্ত্তব্যই এই ভাবে বুঝিয়াছেন, তাহার আর নিজের আহারের চিন্তা থাকে না, তিনি আর তাহার পরিবার পোষণের জন্য উদ্বিগ্ন থাকেন না, তিনি জানেন তাহার বন্দোবস্ত কর্ত্তাই করিয়া রাখিয়াছেন— তাহার কেবল কর্ত্তার আজ্ঞানুসারে কার্য করিয়া যাইতে হইবে

এবং কতর্বা যে তাঁহার বিরাট পরিবার ভরণের কার্যে, তাঁহাকে ও তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগ করিতে দিয়াছেন--ঐরাশচন্দ্রের অতি প্রকাণ্ড সেতু-বন্ধ ব্যাপারে যে কাঠমার্জারেরও কিঞ্চিৎ করণীয় আছে—ইহা ভাবিয়া আনন্দে ভরপুর হন। তিনি আর নিজের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর ক্ষয় করেন না, তিনি আর আপনাকে হেয় মনে করেন না, তিনি “বিষ্ণু ঐতিকাম” হইয়া তাঁহার কর্তব্য করিয়া যান, তিনি “লোকসংগ্রহচিকীর্ষায়” তাঁহার শক্তির সুব্যবহার করিয়া লন। তিনি জানেন লোকে তাঁহাকে হীন মনে করিলে কি হইবে? তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক আদৃত, তিনি যে- তাঁহার মহিমময় লীলাসৌকর্য্যার্থ তাঁহাকে ও তাঁহার কার্যে আশ্রয়ান করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রকার ভক্তশ্রেষ্ঠ রবিদাসের ভাষায় গান—

স্বরশরিসলিলকৃত বাকুণীরে

সম্বজন করত নাহি পানং।

সুখা অপবিত্র ন ত অবর জলরে,

স্বরশ্মি মিলত নাহি হোহি আনং।

‘সত্য বটে, সাধুজন গঙ্গাজলকৃত সুখা পান করেন না, কিন্তু সুখা যদি গঙ্গাজলে পড়িয়া মিলিয়া যায়, তাহা হইলে সে আশ্র অপবিত্র সুখা থাকে না, অন্ত জল বলিয়াও গণ্য হয় না।’ এই উক্ত পদবীতে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুবিখ্যাত সাধু সেন্ট অ্যান্টনি এইরূপ একটা চন্দ্রকার সম্বন্ধে দৈববাণী পাইয়াছিলেন। বহুকালব্যাপী তপস্তার পরে অ্যান্টনি দেবতার এই বাণী শ্রবণ করিলেন যে, আলেকজান্ড্রায় এক-

তথাকার আছেন, তিনি ভক্তের রাজা। অমনি ক্রতপদে তিনি তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন তিনি ভগবদগাত হইয়া স্বকীয় বৃত্তি চালাইতেছেন; এবং আপনাকে সৎএর সকলের পদতলস্থ বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহার কোন কঠোর তপস্তার প্রয়োজন হয় নাই। ভগবানকে কর্মকেদ্রে করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই বাসনাগ্রস্রি ছিন্ন হইয়াছে এবং তিনি ঐরূপ উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অপর এক সাধুর জীবনচরিতে পড়িয়াছি—তিনি চল্লিশ-বৎসর ভীষণ তপস্তার পরে আদেশ শুনিলেন যে, নিকটস্থ এক গ্রামের একটি ‘সং’ তাঁহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে আধিষ্ঠিত। তিনি অমনি তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া সেই গ্রামে গমন করিলেন। তথায় তিনি দেখিলেন এক স্থানে অনেক লোকের সমাবেশ হইয়াছে, তাহারা এক সংএর ক্রীড়া দেখিতেছে এবং উচ্চহাস্যের রোল তুলিয়াছে। তিনি তাহাদিগের নিকটে সংএর নাম জিজ্ঞাস্য করিয়া জানিলেন, তাহার বিষয়ে আদেশ শুনিয়াছিলেন ইনিই সেই সং। ক্রীড়া শেষ হইলে তিনি তাঁহার পশ্চাদগমন করিলেন এবং কোন নিভৃত স্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কি সদহুষ্ঠান, কি তপস্তা করিয়া ভগবানের এত প্রিয় হইয়াছেন? সং ত’ অবাক। তিনি বলিলেন, “আমি ত আমার কোন তপস্তা কি সদহুষ্ঠান দেখিতে পাই না।” সাধু কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়েন না, অবশেষে অনেক অস্থানয়, বিনয় ও “কৃতজ্ঞতা”র পবে বলিলেন, “হাঁ, একদিন একটি কার্য্য করিয়াছিলাম, তা সেটা বেশী কিছু ভাল নয়, তবে মন্দও না।” সাধু

সেই কার্যটির বিবরণ শুনিতে চাহিলে, বলিলেন :—“আমি ত সং সাজিয়া জীবিকা নির্বাহ করি। একদিন একটি নারী দেখিলাম, মুখ অবগুষ্ঠনে আবৃত করিয়া ভিক্ষা করিতেছেন। অহুসন্মানে জানিলাম তাঁহার পতি ঋণের দায়ে কারাবদ্ধ। উপজীবিকার কোন পন্থা নাই বলিয়া ভিক্ষা করিতে হইতেছে। ইহারই বাড়ীতে আমি সং সাজিয়া কয়েক দিন পূর্বে কিঞ্চিৎ উপার্জন করিয়াছিলাম। তাঁহার কষ্ট দূর করিতে বড়ই ইচ্ছা হইল। তাঁহার পতির ঋণের পরিমাণ জানিতে চাহিলাম। শুনিলাম সারি শত মুদ্রা। গৃহে আসিয়া আমার স্বর্গীয় সহধর্মিণীর গহনার বাক্স খুলিলাম। তাহাতে যাহা পাইলাম তাহার মূল্য দুইশত মুদ্রার অধিক হয় না। বড় বিপদে পড়িলাম। পরে ভাবিলাম আমিও প্রত্যাহই উপার্জন করিতেছি, কোনরূপে আমার দিন চলিয়া যাইবে, আমার সং সাজার বেশভূষা প্রায় সমস্তই বিক্রয় করিলে বোধ হয় আর দুইশত মুদ্রা পাইব। ইহা ভাবিয়া তাহাই বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলাম। তাঁহার স্বামী মুক্ত হইলেন। ইহা ত’ উল্লেখযোগ্য কিছু নহে।” সাধু বুলিলেন, ইহার এই কার্যের কেন্দ্র কোথায় এবং কেন ইনি ভগবৎসঙ্গম মধ্যে মহীয়ান হইয়াছেন। ইহারা সর্বাঙ্গ স্বার্থ তুলিয়া লোক-সংগ্রহচিকীর্ষায় এইরূপ কার্য করিয়াছেন, সুতরাং এমন উচ্চপদস্থ।

এ ক্ষেত্রে ছোট কিছুই নাই পূর্বেই বলিয়াছি। মহাত্মার তের শত্ৰুগ্রন্থ বক্তার আধ্যাত্মিক তাহাই প্রমাণ করিতেছে। বুদ্ধি-ষ্টির অধমেধ বক্ত শত্ৰুগ্রন্থ বক্তের তুলনায় অতি হীন হইয়া

গেল। অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাপ্তি হইবামাত্র এক অদ্ভুত নকুল
 যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া লুটিতে লাগিল। তাহার মস্তক ও
 অর্ধশরীর স্ববর্ণময়। লুটিতে লুটিতে সে বলিল, “এই অশ্বমেধযজ্ঞ
 শত্ৰুগ্রহ যজ্ঞের তুলনায় অতি নিকৃষ্ট।” উপস্থিত ব্যক্তিগণ
 ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া এই নিন্দার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।
 নকুল বলিল :—“কুরুক্ষেত্রে একটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। উৎসবুদ্ভি
 দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার এক পত্নী, এক পুত্র
 ও এক পুত্রবধু ছিল। প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে উৎসবুদ্ভি দ্বারা
 যাহা সংগৃহীত হইত তাহাই ইহার ভোজন করিতেন। কোন
 কোন দিন উপবাসও করিতে হইত। এক সময়ে দাক্ষণ ছুভিক্ষ
 উপস্থিত হইল, তখন ব্রাহ্মণ পরিবারের কষ্টের উপরে কষ্টবৃদ্ধি
 হইল। অনেক সময়েই অনাহারে থাকিতে হইত। একদিন
 অতি কষ্টে ব্রাহ্মণ সামান্য কিছু যব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা
 দ্বারা ক্ষতু প্রস্তুত হইল। পরিবারস্থ চারি ব্যক্তির একবেলা
 কোনরূপে ক্ষুরিবুদ্ভি হইতে পারে এই পরিমাণ শত্ৰুর সংস্থান
 হইল।” সেই শত্ৰু বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, পুত্র ও পুত্রবধু
 আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে এক অতিথি উপস্থিত
 হইলেন। তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনার পরে ব্রাহ্মণ তাঁহার অংশ
 প্রদান করিলেন। অতিথি তাহা ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইলেন না।
 ব্রাহ্মণী তাহা দেখিয়া তাঁহার অংশ দিলেন। তাহাতেও তাঁহার
 ক্ষুধা শান্ত হইল না। পুত্র তাঁহার অংশ উপস্থিত করিলেন।
 অতিথি তাহা ভক্ষণ করিয়াও জানাইলেন তাঁহার ক্ষুধা তখনও
 প্রশমিত হয় নাই। অমনি পুত্রবধু তাঁহার ভাগ দিলেন। তাহার

স্বব্যবহার করিয়া অতিথি পরিতৃপ্ত হইলেন। কৃধাক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবার অনাহারীই রহিলেন। এই অলোকসামান্ত দানে দিব্যধামে সেই পরিবারের অন্ন অন্নকার পড়িয়া গেল। তাঁহার। বিষ্ণুলোকের অধিকারী হইলেন। আমি অতিথির তুলাবশিষ্ট শক্তুর উপরে লুপ্তিত হইলাম। দেখিতে দেখিতে আমার মস্তক ও অর্দ্ধশরীর স্বর্ণময় হইল। দেহের অবশিষ্ট ভাগ স্বর্ণময় করিবার জন্য তপোবন ও যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিয়াছি। কোথাও আশা পূর্ণ হইল না। যখনই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-ক্ষেত্রে লুটিয়াও অতীষ্ট সিদ্ধ হইল না। ইহা ধারাই বুঝিতে পারেন, এই মহাযজ্ঞ সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক প্রথ শক্তদানের সহিত কিছুতেই তুলা হইতে পারে না।”

কোন কেন্দ্র হইতে কার্য হইতেছে তাহা বিবেচনা করিয়াই কাথের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, গুরু ও লঘুত্বের পরিমাপ হয়। উৎসবৃত্তি ব্রাহ্মণের দানকেন্দ্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দানকেন্দ্র হইতে অনেক উচ্চ বলিয়াই তাঁহার শক্তপ্রস্থের নিকটে মহারাজের অবশেষে এত লঘু হইল।

“জাঁহা বায়ান তাঁহা তিলায়” গল্পটি বোধ হয় অনেকটী জানেন। এক ব্রাহ্মণ দয়াবৃত্তি করিয়া জীবন সাপন করিত। তদুপক্ষে বায়ানটি নরহত্যা করিলে অমৃত্যু উপস্থিত হইল। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া একটি সাধুর নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজের কদর্য জীবনবৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কখনও এই দুর্জয় পাপ হইতে মুক্তি পাইবে কি না? সাধু তাহার হস্তে একটি অক্ষয় পত্রিকা দিয়া বলিলেন,—“তুমি দয়াবৃত্তি সাপন

করিয়া এই পতাকা স্বর্গে লইয়া বিচরণ করিতে থাকে, যে দিন দেখিবে ইহার কৃষ্ণবর্ণ দূর হইয়া শ্বেতবর্ণ হইয়াছে সেই দিনই জানিবে তোমার জীবনও শুভ হইয়াছে।” আশ্বপতিদিনের অত্যাস-বশতঃ একখানি খড়গ কটিদেশে ঝুলাইয়া পতাকা স্বর্গে নানাহানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সর্বদা মনে জালা, কবে সে দিন আসিবে ; তাহার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্ৰীব হইয়া রহিল। একদিন হঠাৎ দেখিল একটি নির্জন কান্তারের পার্শ্বে একটী সুন্দরী যুবতী উর্দ্ধশ্বাসে ধাবিতা এবং তাহারই অনতিদূরে এক নরপিশাচ তাঁহাকে ধরিবার জন্য বেগে ধাবমান। “থাম্, থাম্,” বলিয়া আশ্বপতি উচ্চৈশ্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। পাষাণ মানিল না, ক্ষণেকের মধ্যে যুবতীটিকে আক্রমণ করিল। আশ্বপতি বিদ্যামেগে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে কোন প্রকারেই নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া “জাঁহা বারান তাঁহা তিগ্নার” বলিয়া খড়গাঘাতে তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন মস্তকের রক্ত উর্দ্ধে ছুটিতে লাগিল, তিনিও উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন কৃষ্ণনিশান শ্বেত হইয়া গিয়াছে। স্বর্গে তাঁহার পরিজ্ঞানের ছন্দুভি বাজিয়া উঠিল : আশ্বপতি নরহত্যা ও দম্ভাবৃত্তিজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যত্ন হইলেন।

যে কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া আশ্বপতি ত্রিপ্রকাশতম নরহত্যা করিলেন, অর্জুনকে ভগবান সেই কেন্দ্র স্থির করিয়া বুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। চুর্যোধনকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে যখন ব্যর্থকাম হইলেন অনন্তোপায় হইয়া তখন পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ প্রবৃত্ত করাইলেন। এই যুদ্ধের উপদেশ পাণ্ডবগণের স্বার্থ—

স্বরোধে নহে,—লোকসংগ্রহার্থ। "ধর্মযুদ্ধ" বলিয়া প্রথোৎসাহ
অর্থুনকে সংগ্রামে প্রণোদিত করিলেন।

এই কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া বাহ্য করা হয়, তাহাতেই লোকসংগ্রহ
ইহা ছাড়া বাহ্য করা হয় তাহাতে লোকবিগ্রহ। যে ব্যক্তি
যে সমাজ, যে জাতি, যে রাষ্ট্র এই কেন্দ্রে দৃষ্টি রাখিয়া কার্যে
অগ্রসর হন, সেই ব্যক্তি, সেই সমাজ, সেই জাতি, সেই রাষ্ট্রই
খল। এই কেন্দ্রাভিমুখ হইয়াই ইংলও দাসত্ব-প্রথা দূর করিয়া-
ছিলেন। আমেরিকা যে ফিলিপাইনবাসীদিগকে স্বরাজ
দিতেছেন তাহাও তাঁহাদিগের এই কেন্দ্রে দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া।
এই সূত্র ধারণ করিয়া যে জাতি তাঁহাদিগের সকল রাষ্ট্রকাণ্ড
নির্বাহ করেন, তাঁহারা অগতে বরণীয়, তাঁহারাই প্রকৃত লোক-
সংগ্রাহক। সর্বভূত হিতে রত না হইলে লোক সংগ্রহ হয় না,
এবং তাহা হইতে হইলেই আপনায় স্বার্থগতী হইতে বাহিরা
আসিতে হইবে। পরার্থবিসম্বাদী স্বার্থবলম্বী হইলে কি হয়
অথবা ইউরোপে যে রণচণ্ডীর তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে তাহাই
তাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে। যে জাতি অপর কোন দুর্বল জাতির
ভোগ সম্পদ দেখিয়া তাহা উদরস্থ করিতে সক্ষম লেহন করেন,
অথবা যে জাতি অপর কোন জাতির জীবন-ধারা নষ্ট কিংবা
বিপথগামী করিয়া স্বকীয় শক্তি ও সম্ভাব্য মিলাইয়া বিজয়ঘোষণা
করিতে চাহেন, তাঁহারা ভগবদ্বিরোধী এবং তাঁহাদিগের কুচেতন
কল অবশ্যভাবী। প্রকৃতি মূলে এক হইলেও অভিব্যক্তিতে
পৃথক পৃথক ও তদনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্প্রদায়, জাতি ও
রাষ্ট্রেরও স্বধর্ম পৃথক পৃথক এবং সেই স্বধর্মসম্মতই জীবন-ধারা।

বিভিন্ন পৃথগামিনী, যদিও অবশেষে সকলেরই সাগরে পরিসমাপ্তি : এই স্বধৰ্মে প্রত্যেকেই অপর হইতে বলীয়ান, অস্ত্রহুলে অভাবক্রটি যাহাই থাক, এহলে সকলেই শক্তিশালী। আমরা যেমন দেখিতে পাই কাহারও কোন ইঞ্জিয় শক্তিহীন হইলে অপর কোন ইঞ্জিয়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্ধ হইলেই শ্রুতি ও স্পর্শ-শক্তির বৃদ্ধি হয়। বধির হইলেই দৃষ্টি-শক্তি বৃদ্ধি পায়, তেমনি সেই অভাব-ক্রটির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যাহার যে স্বাভাবিকী-শক্তি অথবা স্বধৰ্ম-শক্তি তাহা চালনা করে দৃঢ়তর হয়। এমাসন লিখিয়াছেন :—

‘ Only by obedience to his genius, only by the freest activity in the way constitutional to him does an angel seem to arise before a man and lead him by the hand out of all the worlds of the prison ’

“একবলমাত্র স্বীয় ধর্মের বশবর্তিতায়, যাহার ধাতুগত যে ভাব তাহার অব্যাহ ক্ষুণ্ণিতে মনে হয়, মাহুষের সম্মুখে দিব্যদূত উপস্থিত হইয়া তাহাকে কারাগারের সকল প্রকোষ্ঠ হইতে হাতে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যান।” এই উক্তি ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি কি জাতি আপনার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণে অভিলাষী, সেই ব্যক্তি সেই জাতি পরের ধর্মে কুঠারাঘাত করিয়া পরকে আপনার স্বধর্ম-বলহী করিতে উদ্যোগী হন, সেই ব্যক্তি সেই জাতিও ভাগ্যহীন। সর্বদুঃখিত মন রাখিয়া, স্বকীয় ধর্মে অবস্থিত থাকিয়া অপর হইতে অভাব পূরণ করিয়া লইবার চেষ্টা কিংবা অপরের অভাব

পূরণের সাহায্য করার উত্তম লোকসংগ্রহের পন্থা। জগদ্বন্দ্বসার্থ
পৃথক পৃথক ধারার ত্রিবেণী-সঙ্গমে অথবা অসংখ্য বেণীসঙ্গমে
মিলিত হইয়া সচ্চিদানন্দমাগরাভিমুখ ব্যতাই লোকসংগ্রহ।

কর্মযোগিলক্ষণ

লোকসংগ্রহচিকীর্ষু অথবা বিমুক্তীতিকাম যৈ কৰ্তা তিহি
কর্মযোগী, তিনিই সাংখ্যিক কৰ্তা। তাহাও লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ বলিতে-
ছেন :—

মুক্তাসঙ্গোহনচাবাদী প্রত্যাসক্তনমস্কৃতঃ ।

সিদ্ধাসিদ্ধোনির্নিকারঃ কৰ্তা সাংখ্যিক উচ্যতঃ ।

ভগবদ্গীতা । ১৮।২৩

‘যিনি আসক্তিহীন, ‘আমি’-‘আমি’ বলেন ন, ইত্যাদি
উৎসাহ নমস্কৃত এবং কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম্বন্ধে নির্নিকার,
তিনি সাংখ্যিক কৰ্তা।’

মুক্তসঙ্গ ।

যিনি আসক্তিহীন তিনি ত’ বন্ধনমুক্ত, স্বর্গ ও স্বর্গীক।
কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকিলে কাহারও কোন “দোষোক্তি”
রাখিবার প্রয়োজন হয় কি ?

একটি ব্যাক্ত আসক্তিশূন্য বলিয়াই রাগদ্বेषবদমুক্ত এবং যিনি
রাগদ্বেষাবিমুক্ত তিনি ভাবনাবিহীন এবং প্রশান্ত চিত্ত ।

রাগদ্বেষাবিমুক্তৈস্ত বিবদ্যানিচ্ছিতৈশ্চরন্ ।

অ. যাবন্তৈবিন্দেদ. ইত্য. প্রশান্তমনসিগচ্ছতি ।

ভগবদ্গীতা । ২।৬৪

‘যিনি অমৃত্যুৰাগ ও বিদ্বেষবিমুক্ত, আত্মবলীভূত ইঞ্জিয়গণের দ্বারা বিষয়ে বিচরণ করেন, সেই বিজিতমনা ব্যক্তি প্রসাদ লাভ করেন।’—এরূপ ব্যক্তি দ্বন্দ্ব-দোলায় আন্দোলিত হন না ; সৰ্বদা সৰ্বাবস্থায় প্রসন্ন থাকেন ।

প্রসাদে সৰ্বদুখানাং হানিরন্তোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসোহাশু বুদ্ধি পর্যাবতিষ্ঠতে ॥

ঐ, ঐ, ৬৫ ।

‘প্রসাদ লাভ হইলে তাঁহার সকল দুঃখের নাশ হয়, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি অবিলম্বে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।’

এই প্রণালীতে কৰ্ম করিয়াই জনকাদি, সিদ্ধিলাভ করিয়া-
ছিলেন ।

কৰ্মনৈব হি সংসিদ্ধিমান্বিতা জনকাদয়ঃ ।

ভগবদগীতা । ৩।২০

এইরূপ প্রসাদের প্রভাবে বুদ্ধি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই জনক বলিতে পারিলেন :—

অনন্তং বত মে বিত্তং যন্ত মে নাস্তি কিঞ্চন ।

মিথিলায়াং প্রদম্বায়াং ন মে দম্বতি কিঞ্চন ॥

মহাভারত—শান্তি । ১৭৮।২

‘আমার বিত্ত অনন্ত অথচ আমার কিছুই নাই, মিথিলা দম্ব হইলে আমার কিছুই দম্ব হয় না ।’

অবুণ্ডাবস্থিতস্তেব জনকস্ত মহীপতেঃ ।

ভাবনাঃ সৰ্বভাবেষু সৰ্বথৈবান্তমাগতাঃ ॥

যোগবিশিষ্ট—উপশম । ১২।১৩

‘জনক মহারাজ যেন স্বপ্নাবস্থায় অবস্থিত, তাই তাঁহার সকল বিষয়ের ভাবনা সৰ্ব্বথা অন্তৰ্গত হইল।’ রাজকাণ্ডে জাগ্রত থাকিয়াও যেন স্বপ্ন, সম্পূর্ণ ভাবনাবিহীন হইয়া রহিলেন।

ভবিষ্যৎ নানুসন্ধিতে নাতীতং চিন্তয়ত্যসৌ।

বৰ্ত্তমাননিমেষস্থ হসন্নেবাভিবৰ্হতে ॥ •

ই, ঐ ঐ :৪।

‘তিনি ভবিষ্যতে কি হইবেন তাহার অনুসন্ধানে অস্তিত্ব হইলেন না, অতীতেরও চিন্তা রাখিলেন না, বৰ্ত্তমান সময়টি হাসিতে হাসিতে যথাকৰ্তব্য করিতে করিতে যাপন করিতে লাগিলেন।’ স্বতরাং সৰ্ব্বদাই হাসিমুখ—অমোদিত প্রসন্ন। লক্ষ্যকেনো এই ভাবের কৰ্ত্তা হইতেই উপদেশ দিয়াছেন—

“Trust no future, however pleasant,

Let the dead past bury its dead ,

Act, act in the living Present,

Heart within and God o’erhead.”

‘ভবিষ্যৎ যতই মধুর হউক না, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিও না, মৃত অতীত তাহা মড়া লইয়া থাক, অতীত তোমার চিন্তার বিষয় নহে, তুমি জীবন্ত বৰ্ত্তমানে ভগবানে নিহিত করিয়া সবলে প্রসন্নচিত্তে কৰ্ম কর, কৰ্ম কর।’

মুক্তসঙ্গ যিনি ; তিনি রাগদ্বৈষবিমুক্ত বলিয়ঃ—“দুঃখেহুঃখিঃ
মনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহ বীতরাগভয়ক্ৰোধঃ।’

দুঃখে কখনও উদ্বিগ্ন হন না সুখের ক্ষণেও তাঁহার হৃদয়ে কোন লালসা নাই, ভয় ও ক্রোধ তথায় স্থান পায় না।’

তিনি উদার। কোন মত বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ নহেন, বাহিরে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিলেও তাঁহাতে কোন “গোড়ামী” থাকিতে পারে না। তিনি বস্তুতঃ অসাম্প্রদায়িক। বন্ধনমুক্ত বলিয়া গণ্ডী? বাহিরে আসিয়া দেখিতে পান ;—

“ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ,
কিন্তু এক গম্যস্থান।”

প্রকৃতি-লীলা দেখিতে দেখিতে বহর মধ্যে সেই ‘এক’কে উপলব্ধি করেন।

উর্দ্ধমূলোঃবাক্শাখ এযোঃশ্বখ সনাতনঃ।

কঠোপনিষৎ। ২।৬।১

তিনি দেখেন এই সনাতন অশ্বখ — ব্রহ্মাণ্ডব্যাপার—উর্দ্ধমূল ও অবাক্শাখঃ। ইহার মূল উর্দ্ধে, শাখা-প্রশাখা নিম্নে এবং এই শাখা প্রশাখা বহু। বহুদ্বারা একেরই লীলা সাধিত হইতেছে। প্রত্যেকেরই পৃথক কিছু করণীয় আছে, সুতরাং “ভিন্নকচিহ্ন-লোকঃ।” প্রত্যেকেরই পৃথক ব্যক্তিত্ব আছে, যাহা সহস্র চেষ্টা করিয়াও কেহ নাশ করিতে পারে না। সেই ব্যক্তিত্বের আদর “গোড়ামীশূন্য” ব্যক্তি যেমন করিবে তেমন আর কে করিবে? মুক্তসঙ্গ জানেন—

“God fulfils Himself in many ways.”

Tennyson.

‘ভগবান্ বহু পথে স্বত্ব সাধন করেন।’ তিনি বহুরূপী, তাহার — — — — — পথও বহু। এই বহুদ্বারা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ ভ — — — — — লেন—

যে যথা মাং প্রপত্ত্বন্তে তাংস্তুথৈব ভজ্যামাহম্ ।

মম বর্তমানবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্কশঃ ॥

ভগবদগীতা । ৪।১১

“বাহারা আমাতে যে ভাবে প্রপন্ন হয়, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবে ভজনা করি। হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারেই আমার পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।”

মুকুন্দ ইহা বুঝিয়াই সকলের প্রতি উদারভাবাপন্ন হন। তিনি জানেন সকলেরই এই ভ্রমণ্ডলে স্থান আছে।

ইব্রাহিম “খলিলুল্লাহ” আল্লাহ বন্ধু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান কবিয়া আশীর্বাদ করিতেন না। অন্ততঃ একজন অতিথি সংকার করিতে পারিলে তবে তাঁহান আহার হইত। একদিন কেউ উদ্ভিত হইতেছেন না দেখিয়া তিনি ন্যাকুলভাবে অতিথি অঙ্গুষ্ঠে বাহির হইলেন। শতবর্ষ বয়স্ক অতি জীর্ণ এক বৃদ্ধকে পাউরী তাহাকে সান্নায়ে স্বগৃহে আনি-লেন। যখন বৃদ্ধকে পাউরী পরিবারে ভোজন করিয়াছেন সকলে চিত্রপ্রথামুসারে আহারের পূর্বে চন্দ্রকে স্মরণ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ তাহা করিলেন না। ইব্রাহিম ইহা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তিনি মুসলমান নহেন, তাহার সম্প্রদায়ে গুরুত্ব প্রথা নাই। তখন ইব্রাহিম কোণে অধীর হইয়া তাহাকে “দূর দূর” করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। যেমন বৃদ্ধ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, অননি নৈববাণী হইলঃ—“কি রে ইব্রাহিম, বাহাকে আমি শতবর্ষ এত আদরে এই ভ্রমণে স্থান দিতে পারিয়াছি, তুমি তাহাকে অর্দ্ধদণ্ডার ভ্রমণে তোর গৃহে স্থান

দিতে পারিলি না ?” তৎক্ষণাৎ ইব্রাহিম তাঁহার নিকটে কমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে আবার স্বর্গহে আনিয়া বধোচিত সৎকর্মা করিলেন। বোধ হয় ইব্রাহিম এই ঘটনার পরেই মুক্তসঙ্গ খলিলুল্লাহ ইহা ছিলেন।

মুক্তসঙ্গ ব্যক্তির একরূপ ব্যবহার করা অসাধ্য। তিনি পাপী-তাপীদিগকেও তাঁহার বিস্তৃত ক্রোড়ে স্থান দিখা দণ্ড হন। তিনি জানেন, এমন নরাধম কেহ নাই, যাহাকে ভগবদঙ্কুচ্যুত হইতে হয়। যে যতই নরাধম হোক না, ভগবানের বিশাল অঙ্কে সকলেরই স্থান আছে। কারাকুদ্ধ তক্ষর, দম্ভ্য, নরহস্তার নিকটেও ভাবের জল কখনও তিক্ত হয় না, পরমায় কখনও কটু হয় না। যিনি মুক্তসঙ্গ তাঁহার ত’ কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িক কি সাংস্কারিক অন্ধত্ব থাকিতে পারে না। তাঁহার নির্মল দৃষ্টিতে তিনি প্রায় সকল লোকের মধ্যেই দেবত্ব ও পশুত্বের সংমিশ্রণ দেখিতে পান। যে মহাপাপী, তাহার ভিতরেও তিনি দেবত্ব দেখিতে পান। এমন পাপী কেহ নাই যাহার মধ্যে কোন নাকৈ বিষয়ে দেবত্বের চিহ্ন দেখা যায় না; এবং কাহার অন্তরের মধ্যে কি পরিমাণ দেবত্ব ও কি পরিমাণ পশুত্ব আছে তাহা পরিমাপের মানদণ্ডই বা কাহার নিকটে আছে? দম্ভ্য তান্ত্রিয়া ভীল, কি রবিন্ হুডের মধ্যে বে মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কি অলোকসামান্য বলি যাইতে পারে না? প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিতেই যেন ষড়্‌ঙ্গের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে তোমার শত্রু, তাহার তিক্তত্ব তুমি আশ্বাদন করিতেছ বলিয়া তাহাতে মধুরত্ব নাই মনে করিও না। কত প্রিয়জন সেই মধুরত্বে

মুখ হইতেছে ! নরহস্তা একজনকে হনন করিল, পর মুহূর্ত্তেই
 অপর একজনকে আলিঙ্গন করিতেছে ! এবং হয়ত নরহস্তা-
 জনিত আঘাত তাহার প্রাণের স্পষ্ট ধ্বংসাব জাগাইয়া দিল ।
 আমি এক নরহস্তাকে দেখিয়াছি, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ
 হইয়াছিল । সে কারাগারে বসিয়া দিবারাত্র দুরিনাম করিত ।
 শেষ মুহূর্ত্তে শ্বাসরোধ হওয়া পর্য্যন্ত সে হবিনামই করিয়াছিল ।
 তাহার মাত্র একটা প্রার্থনা ছিল । ফাঁসির পূর্ব্বদিন সে বলিয়া-
 ছিল যে অন্তিম কালে যেন তাহার মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হয় ।
 তাহা দেওয়া হইয়াছিল । বরিশাল কারাগারে আর এক
 নরঘাতককে দেখিয়াছি । আমি যখন তাহার প্রকোষ্ঠ-দ্বারে
 উপস্থিত হইলাম, সে তখন গাঢ়ানত্রাভিহৃত । প্রহরী তাকে
 জাগাইয়া আমাকে অভিবাদন করিতে বলিল । তাহার নাম
 মাগন খাঁ । সামান্য এক ক্রমক । আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা
 করিলাম, “তোমার ফাঁসির ছকুম হইয়াছে ত’ ? কবে দিন কাট
 হইয়াছে ?” সে দিনের উল্লেখ করিল । অল্প কয়েক দিন বাকী,
 —মনে হয় যেন চারি পাচ দিন । আমি বলিলাম, তুমি উ-
 চমৎকার ঘুমাউতেছ, এ অবস্থায় এমন ঘুমাউতে পার কি করিয়া ?”
 সে বলিল বাবু, ৬২ বৎসর বয়স হইয়াছে, কম দিন ত দুনিয়ায়
 আসি নাই ! এ পৃথিবীতে অনেক দেখিয়াছি, আর ক’ বৎসর
 বাচিব ? পাচ বৎসর কি সাত বৎসর ? এত দিনই যখন
 বাচিয়াছি, আর সামান্য কটা বছর নাই বাচিলাম । যথেষ্ট কাল
 এ পৃথিবীতে কাটাইয়াছি । আর দেখুন, বাড়ীতে মরিতে হইলে
 হয়ত রক্তামাশায় কি অন্য কোন কঠিন পীড়ায় মরিতাম, মাসের

পর দান হয়ত রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিতাম। সেবা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া কবিলা ভাবিত, ‘এখন গেলেই হয়,’ পুত্র বলিত, ‘বাবা! কদিন কষ্ট পাবে, এবং আমাদিগকে কষ্ট দেবে?’ নিজের রোগের জ্বালায় অস্থির হইয়া ভাবিতাম, ‘মরিলেই ঠাচি।’ বাবু, সেই রকম মরা ভাল কি? এত এক টিপ্। দেখুন, উদ্বেগের কারণ আছে কি?”—আমি অবাক্। একরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য মাগন থা। কোথায় পাইল? ভাবিনাম—কাহার ভিতরে কি আছে তাহা বিচার করা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র, ইহা বুঝাইতে বুঝি কর্তা আমাকে এই নরহস্তার নিকটে উপস্থিত করিলেন। একরূপ ধৈর্য্যশালী ব্যক্তির সম্মুখে আমি দাঁড়াই কোথায়?

মুক্তসঙ্গ তাঁহার দিবা-দৃষ্টিতে, এই তত্ত্ব বুঝিয়াছেন এবং পতিত-পাবনের প্রেম-চক্রের ঘূর্ণনে একদিন মহাপাপীরও স্তম্ভ হইতে হইবে, তিনি ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। যে যতই পাপ করুক, বিধাতার বিধানে সকলের ‘গাদ’ কাটিতেছে, রাসীকৃত মল ধুইয়া খাটবেই, পাপীর পাপ করিতে করিতে বুঝিতেই হইবে যে, সে বিপথে চলিয়াছে, ক্রমেই জ্বালায় বৃদ্ধি, স্থপথ ধরিতে হইবে, নহিলে শাস্তি নাই। Out of evil cometh good—এমনই বিধির বিধি যে কু হইতেও সু’র উৎপত্তি হয়। কু করিতে করিতে অস্থির হইয়া যাই, ক্লান্ত হইয়া পড়ি, পরে সু কোথায় তাহা বুঝিয়া লই এবং তাহা অবলম্বন করি। একদিন প্রত্যেকেরই ভাল হইতেই হইবে ইহা জানিয়া মুক্তসঙ্গ সকলের প্রতিই উদার।

উদার ব্যক্তি কোন স্থলেই অপদস্থ হইতে পারেন না।

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিরা প্রাণ বিস্তৃত হইলে, অভিমান ও ইতরত্ব দূর হইয়া যায়, সুতরাং 'he will be content with all places and with any service he can render'—*Emerson*—‘যে কোন পদে থাকিয়া পৃথিবীর যে কোন সেবা করিতে পারেন তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন।’ তাঁহার নিকটে এমন পদ নাই যাহা গৌরবান্বিত নহে। তিনি কোন স্থান বা পদে বদ্ধ হইয়া অগ্নি স্থান বা পদকে চেয়ে মনে করিতে পারেন না।

মুক্তসঙ্গ ত্যাগী। কোন বন্ধন যাহার নাই তাঁহার ত্যাগে কষ্ট কোথায়? যাহার যত আসক্তি তাহার ত্যাগ তত কঠিন। যিনি রাগদ্বेषবিমুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ত’ সর্বার্থসিদ্ধ হইয়াছেন। আমবা যাহাকে ত্যাগ বলি তাঁহার আর তাহাতে ত্যাগ হয় কি?

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্ত পূর্ণমানার পূর্ণমেবাবর্তিষ্ঠতে ॥

ঈশোপনিষৎ। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। শাংস্বচন।

‘উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণের উদয়, পূর্ণ হইতে পূর্ণ নিলে পূর্ণই থাকে বাকি।’ এই প্রদীপটি পূর্ণ, ঐ প্রদীপটিও পূর্ণ, একটি হইতে বস্তু জ্বালাইয়া নিলে, আর একটি পূর্ণ প্রদীপ হইল, যেটি হইতে অগ্নি নেওয়া হইল সেটিও পূর্ণ রহিল।

যিনি এ তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তিনি জানেন ত্যাগ ত’ তাঁহার কোন প্রকারেই হ্রাস হয় না, তাই তিনি ত্যাগে কাতর হন না। দীর্ঘাচি জানিতেন, জীবন-ত্যাগ ত্যাগই নহে। বৃত্তাস্থর বধের

অল্প অনায়াসে প্রাণ বিসৰ্জন করিলেন। তাঁহার অস্থিতে যে বজ্র নির্মিত হইল তদ্বারাই বৃন্তাসুর বিনষ্ট হইল। ত্যাগে বজ্রের উদ্ভব। রুস সেনাপতি ষ্ট্রাসেল পোর্ট আর্থারে জাপানীদিগের লোকোত্তর ত্যাগ দেখিয়া বলিয়াছিলেন—“জাপানবাসিগণ যে স্বদেশের বেদিতে সৰ্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত; তাহাতেই তাহা-দিগকে রণক্ষেত্রে এমন দুৰ্দ্ধৰ্ব করিয়াছে।” পোর্ট আর্থারবিজয়ী সেনাপতি নোগি তাঁহার দুই পুত্রের রণপ্রাঙ্গণে মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছেন—“আমার পুত্রদ্বয় মরেছে ভাল।” ত্যাগে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তদ্বারা পাপ, অধ্যম্ব, অন্ধকার সমস্ত নাশপ্রাপ্ত হয়।

কৰ্মযোগী মুক্তসঙ্গ; অতএব স্বস্থ, স্বাধীন, ভাবনাবিহীন, প্রসন্নচিত্ত, উদার ও ত্যাগী।

অনহংবাদী

সাঁধ্বিক কৰ্ত্তা অনহংবাদী। যিনি মুক্তসঙ্গ তাঁহার ত’ ‘আমি’ ‘আমীর’ ঘুচিয়া গিয়াছে; ‘আমি’ ‘আমি’ বলিবার স্থান রহিল কোথায়? ‘আমিস্বের’ আটক চলিয়া গেলে মানুষ আকাশের ন্যায় প্রমুক্ত হন, বিশ্বের সহিত এক হইয়া যান, স্বতরাং কিছুতেই উদ্ভিগ্ধচিত্ত হন না। বিশ্বব্যাপার যেমন সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তিনি বুঝিতে পারেন তাঁহার জীবন ব্যাপারও সেই ভাবে চলিবে। যাহা কিছু ভগবদানুমোদিত, দেবগণ তাহার সহায়, প্রকৃতির যাবতীয় শক্তি তদনুকূল, ইহা বুঝিয়া নিরহংবাদী আনন্দমতি হইয়া থাকেন কখনও উদ্ভিগ্ধ হন না।

তাত্কাহংক্রতিরাস্তমতিরাকাশশোভনঃ ।

যোগবাশিষ্ঠ । উপশয় । ১৮।২৬

অহংকার ত্যাগ করিলে মতি আশ্রয়, উদ্বেগশূন্য হয় এবং অহংকারহীন মনুষ্য আকাশের ন্যায় প্রসুতভাবে শোভাযুক্ত হন । দ্বাড্ঠোন নিরুদ্ধেগ আশ্রয়মতি ছিলেন । ব্রিটিশ সম্রাজ্যের গুরুভার তাহার শিরে স্তম্ভ হওয়া সত্ত্বেও তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইত না । তাহাকে এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন—মাত্র একদিন তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল । তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কুঠারাঘাতে প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হওয়ায় সেদিন কাষা শেষ করিতে ক্ষান্ত হইলেন । রাত্রিতে এক বড় হওয়ায় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি ভাবিতেছিলেন যে বড়ই বৃক্ষটিকে পাতিত করিবে, তিনি শেষ-আঘাত দানে বঞ্চিত হইলেন । তিনি বসিতেন যে সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় বত জটিল চিন্তা, সমস্ত তিনি তাহার কাষ্যলয়ের দ্বারে রাখিয়া চলিয়া আনিতেন । স্বপ্নে চিন্তার লেশও গ্রাপিতেন না ।

‘আমি’ চলিয়া গেলে কেহ আর পর থাকে না । যাহার কেহ পর নাই, তিনি কাহারও নিকটে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা চাহিতে পারেন না । ভ্রাতা ভ্রাতার নিকটে কি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা চাহিতে পারেন ? পিতা কি পুত্রের নিকটে হইতে তাহার যশঃকীর্তন শুনিতে লোলুপ হইতে পারেন ? যাহার সকলই আপন, তিনি কাহারও নিকটে কৃতজ্ঞতা চাহিতে পারেন না এবং কাহারও নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও ইচ্ছুক হন না । যে যাহা

ভাল করিতেছে সে ত' তাহার কর্তব্যই করিতেছে। কর্তব্য করায় আর প্রতিষ্ঠা কি? না করিলে প্রত্যবায় আছে। আর, কর্তব্যের সীমা কোথায়?

অনহংবাদীর কর্তব্যসাধনে কোন আড়ম্বর থাকিতে পারে না। প্রকৃতি যেদ্রুপ আড়ম্বরশূন্য সহজভাবে তাঁহার কর্তব্য করিয়া যাঠিতেছেন, তিনিও তেননি ভাবে তাঁহার কর্তব্য করিয়া যান।

নাভিবাঙ্গাম্যসংপ্রাপ্তং সংপ্রাপ্তং ন ত্যজাম্যহম্।

স্বস্থ অস্থানি তিষ্ঠামি বন্যমান্শ্চ তদন্তমে ॥

ইতি সংচিন্ত্য জনকে। যথাপ্রাপ্তাং ক্রিয়ামসৌ।

অসক্তঃ কর্তব্যুত্তমো দিনঃ দিনপতির্থথা ॥

যোগবাশিষ্ঠ। উপশম! ১০।২৪।১১।১

‘আমি অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্ত লালস নহি; প্রাপ্ত পদার্থও ত্যাগ করি না, যাহা আমার আছে তাহা আমার থাক। জনক রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া দিনপতি সূর্য্য যেদ্রুপ দিন প্রকাশ করেন তদ্রুপ এখন যাহা কর্তব্য অনাসক্তভাবে তাহা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।’ সূর্য্য যেদ্রুপ সহজে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা দিন প্রকাশ করেন, তিনিও সেইরূপ সহজে অন্তঃস্থ জ্যোতির প্রভায় উদ্বীপ্ত হইয়া জগতের সার্বজনীন মঙ্গল বিধান করিতে লাগিলেন। যিনি বলিতে পারেন ‘মিথিলা প্রদম্ব হইলে আমার কিছুই দম্ব হয় না,’ যিনি অনন্ত বিস্তাধিপতি হইয়াও অকিঞ্চন, তিনি এইরূপ সহজভাবেই কার্য্য করেন।

যিনি আরম্ভর ছাড়িয়া সাহজিকতায় অবস্থিত হইয়াছেন,
তাঁহার দৃষ্টিতে

অভিমানঃ সুরাপানঃ গৌরবং রৌরবত্বম্ ।

প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা ॥

‘অভিমান সুরাপান তুল্য, জনসমাজে গৌরব রৌরবনরক
তুল্য এবং প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা তুল্য।’ জাপানের নৌসেনাপতি
টোগো এই ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া একদিন তাঁহার প্রতিকৃতি-
বিক্রেতার বিপণিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিতে
লাগিলেন, বলিলেন, “আমার জায় অকথ্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি
বিক্রয় করিতেছ কেন?” ইহা বলিয়া negative মূল চিত্রপানি
উপর্যুক্ত মূল্য দিয়া লইয়া গেলেন। ইহার নিকটে প্রতিষ্ঠা শূকরী-
বিষ্ঠাবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহা না হইলে একদা কাঁধ
করিতেন না। তাঁহার সম্বন্ধে Daily Mail পত্রিকার সংবাদ-
দাতা Maxwell সাহেব লিখিয়াছিলেন, “আমি তাঁহাকে
(কোন রেলওয়ে স্টেশনে) জনতার মধ্যে খুঁজিতেছিলাম, তখন
তাঁহার এক সহচর আমাকে এক প্রকোচে আহ্বান করিয়া উন্থা
তথায় বলিলেন, ‘গাড়ী ছাড়িবার শেষ মুহূর্তের পূর্বে তুমি
তাঁহাকে প্লাটফর্মে দেখিতে পাইবে না।’ তাঁহার অভিমানহীনতা
ও আরম্ভরশূন্যতা দেখিয়া জাপানবাসীগণ তাঁহাকে ‘The Silent
Admiral’ “নীতির নৌসেনাপতি” অখ্যা দিয়াছিলেন। ইহারই
বলে তাঁহার সম্বন্ধে জাপানে একটি প্রবচন আছে যে, “মাত্র
একজন আপনার অঙ্গুলিহেলনের জায় তাঁহার অদীন্য ব্যক্তি-
গণকে চালনা করিতে পারেন—সেই ব্যক্তি টোগো।” বাস্তবিক

আড়ম্বরহীন, 'সহজ', নিরহকার ব্যক্তির শক্তি দুর্জয়। নিখিল বিশ্ব তাঁহার সহায়। সুতরাং তাঁহার সকল কার্যই অনায়াস-সাধ্য। অপরলোকের যেমন হিসাব করিয়া, ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা নিবাস করিয়া কার্য ক্রিতে আয়াসের প্রয়োজন, তাঁহার সে আবশ্যকতা নাই। অহংএর গড় ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া তিনি জগতের সহিত প্রাণ মিলাইয়াছেন, তিনি সকলের 'আপন' হইয়াছেন, এবং সকলে তাঁহার 'আপন' হইয়াছে—তাই তিনি স্বচ্ছ, সরল, অনাবিল,—‘বারদুয়ারী’ তাঁহার প্রাণ। তাঁহাকে দেখিলেই প্রাণ খুলিয়া যায়। সরল বলিয়া তাঁহাতে সতর্কতা নাই বলিব না। পিতা যেমন পুত্রের নিকটে সরল ও সতর্ক, তিনিও তেমনি। ষাঁহার যাহা জ্ঞাতব্য, অধিকারিভেদে তিনি তাহাই জানান। তুমি না বুঝিয়া ক্ষতি করিতে পার এই জ্ঞান তিনি সতর্ক। কিন্তু তাঁহার খোলা প্রাণের আদর তোমায় মুগ্ধ করিবে। জগতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা হইয়াছে বলিয়া, এমার্সনের ভাষায়, “He has but to open his eyes to see things in a true light, and in large relations.” ‘যাবতীয় পদার্থের বাস্তব সত্তা ও সংস্থান এবং তাহাদিগের (জাগতিক) উদার সম্বন্ধ তাঁহার বুঝিতে চক্করঘীলন মাত্র আবশ্যক। চক্করঘীলন করা মাত্রই তিনি সকল বুঝিয়া লন।

অনহংবাদী আকাশশোভন! আকাশ যেমন সকলেরই সন্নিহিত, তিনিও তেমনি সকলেরই সন্নিহিত, সকলেরই অভিগম্য। পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে মনে করুন। তাঁহার নিকটে

যাইতে সন্কোচ ত বিদ্যুন্মাত্রণ হইত না, পরক যতক্ষণ তাঁহার নিকটে স্থিতি, মনে হইত তিনি যেন আমাদের সহপাঠী। যাহা মনে হইয়াছে তাহা তাঁহাকে বলিতে বিধা হয় নাই। একপ লোক বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—সকলেরই সমবয়সী। কি স্বন্দর ভাবেই আমাদের সহিত মিশিতেন! দূরে আসিয়া মনে হইত ‘কত বড় লোকটার নিকটে যাইয়া কি চপলতাই প্রকাশ করিয়াছি!’ প্রাতঃস্মরণীয় রামতল্লাহ লাহাড়ী মহাশয় একদিন কোন খ্যাতিনামা ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, “আমার কেমন কোন বড় লোকের নিকট যাইতে সন্কোচ বোধ হয়।” তিনি বলিলেন, “যাহার নিকট যাইতে সন্কোচ বোধ হয় তিনি কখনও বড়লোক নহেন।” বাস্তবিকও লাহাড়ী মহাশয়, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কিম্বা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর নিকটে যাইতে কাহারও কোন সন্কোচ হইয়াছে জানি না। এই জাতীয় মহাপুরুষগণের নিকট হইতে যাহা লাভ করা হয়, তাহাও উপদেশের তিন মণ গুরুভার লইয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত হয় না। বায়ুসেবন যেমন সজ্জ, ইহাদিগের নিকটে শিক্ষা তেমনি সহজ? ইহাদিগের যাহা দেয় তাহা যেন অজ্ঞাতলারে আমাদের দিগের প্রাণের মধ্যে ক্রিয়া করে। ইহারাও দিতেছেন বলিয়া কিছু মনে করেন না, আমরাও পাঠিতেছি বলিয়া স্বত্তিমানী হইতে পারি না। “It costs a beautiful person no exertion to paint her image on our eyes; yet how splendid is that benefit! It costs no more for a wise soul

to convey his quality to other men.” (Emerson)

‘কোন হৃদয় ব্যক্তির চিত্র আমাদিগের চোকে অঙ্কিত করিতে যেমন তাঁহার কিছুই পরিশ্রম হয় না ; (তাঁহার উপস্থিতিমাত্রই তাহা হয়) অথচ আমাদিগের কি বিপুল লাভ, কোন মহাত্মারও অপর লোকের মনে তাঁহার সদগুণ বর্তাইতে তেমনি আয়াসের প্রয়োজন হয় না ।’

যাঁহার ‘অহং’ চলিয়া গিয়াছে তাঁহার মানাপমানবোধ থাকে না, দাস্তিকতা থাকে না, তাঁহার অন্তঃকরণে ‘জিদ’ অথবা বৈরভাব স্থান পায় না । তিনি “অশেষ্টা সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ কৰুণ এব চ ।” যদি কেহ তাঁহার সহিত শত্রুতা করে, তিনি তাহাকে নিকোষ মনে করিয়া কৃপা করেন । যদি শাসনেও প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পিতা পুত্রকে যেরূপ শাসন করেন, তিনি সেই প্রাণে তাহার মঙ্গলার্থ শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন ।

অনহংবাদী বিশ্বাসী, আশ্রয়মতি, নিরভিমান, আড়ম্বরহীন, ‘সহজ’; সরল, অভিগম্য এবং ধৈর্যশালী ।

ধৃতিসমন্বিতঃ ।

সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা ধৃতিসমন্বিত । বিষাদি উপস্থিত হইলেও যে অন্তঃকরণবৃত্তি প্রারব্ধকাৰ্য্য পরিত্যাগ করিতে দেয় না, তাহাই ধৃতি । বিষাদি সত্ত্বেও স্থির থাকিতে হইলে সংযম চাই । যাহার সংযম নাই তাহার ধৈর্য রক্ষা কঠিন । অসংযমীর কীৰ্ত্তিভিত্তিগৃহ বিস্রবাত্যায় সহজেই ধরাশায়ী হয় । ধৃতিমান সংযমী । তিনি

নির্ভীক, তিনি সহিষ্ণু। পরীতম বিষ্বাধা উপস্থিত হইলেও তিনি সম্ভ্রান্ত হন না। কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাঁহাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারে না। অনেকেই জানেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থ ভ্রমণ-কালে পুণ্যলোক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কষ্টনাহারে ক্ষুধিবৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। আরও কত কষ্ট পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কি কখনও তাহার দৈব্যাচ্ছাতি হইয়াছিল? যিনি ধৃতিশীল তিনি জনসংঘটের উল্কে বিরাজমান। তথায় সর্বদা শীতল বায়ু বহে, কোন প্রকারের তাপ উপস্থিত হইতে পারে না। তাই তাহার লোকভয় নাই। ভাষণ জনকোলাহলের মধ্যেও তিনি নির্মল্লজ অরণোর নিশ্চলতা অক্ষত করেন। সংগ্রহ সহস্র উজ্জ্বলযুগ্ম শত্রুর সৈন্যবৃন্দকে মারিয়া তিনি অচল, অটল, স্থির। তাঁহার প্রকৃত বৈজয়ন্ত বিক্রম প্রাপ্ত হয় না।

দম্বঃ দম্বঃ ত্যজতি ন পুনঃ বাধনঃ নিবাবর্ণম্।

দ্বষ্টঃ দ্বষ্টঃ ত্যজতি ন পুনঃটনান ১ কপদম্।

খণ্ডঃ খণ্ডঃ ত্যজতি ন পুনঃ স্বাছতানিক্শণম্।

প্রাণান্তেহপি প্রকৃতিবিকৃতিঃ জীয়ে নোত্তমানাম্ ॥

মহানটক।

‘স্ববর্ণ বাধঃবার দম্ব হইলেও কিছুতেই তাহার নিবাবর্ণ ত্যাগ করে না। চন্দনকে দহই দর্শন কর কিছুতেই সে তাহার মনোহর গন্ধ ত্যাগ করে না। ইক্ষুবৃগু পণ্ড খণ্ড হইলেও তাহার স্বাছতা ত্যাগ করে না, তেমনি উত্তম পুরুষের প্রকৃতি প্রাণান্তেও বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না।’

বিরুদ্ধাচরণে ধৃতিশালী ব্যক্তির প্রকৃতি ত বিকৃত হয়ই না, পরন্তু উৎসাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কদর্থিতস্তাপি হি ধৈর্য্যবৃত্তে-বুদ্ধৌর্বিনাশো নহি শক্ননীয়ে।

অর্থঃ কৃতস্তাপি তনুনপাতোনাথঃ শিথা যাতি কদাচিদব ॥

নীতিশতক। ১০৬

‘উৎপীড়িত হইলেও ধৈর্য্যশীল ব্যক্তির বুদ্ধি নষ্ট হইবে এক্রপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, অগ্নিকে যতই নীচে চাপিয়া ধর না কেন, তাহার শিখা কখনও নীচের দিকে যাইবে না—সর্ব্বদাই উর্দ্ধমুখ থাকিবে।’

মহাপুরুষ মহম্মদ ধৃতিবলের কি প্রকৃষ্ট পরিচয়ই দিয়াছিলেন। ধৃতিবলে মার্টিন লুথার অনীম প্রতাপশালী পোপের ঘোষণাপত্র জনগণসমক্ষে নিঃসঙ্কোচে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। আমেরিকায় একদিন সহস্র সহস্র দাসত্বপ্রথাসমর্থক ব্যক্তিগণ এক বিরাট সভা করিয়া দাসত্বপ্রথার অমুকূল বক্তৃতা করিতে করিতে থিওডোর পার্কারের নাম করিয়া কেহ কেহ বলিলেন “আজি যদি এখানে থিওডোর পার্কারকে পাইতাম তাহা হইলে তাহাকে শওখও করিয়া ফেলিতাম।” সভার একদেশে পার্কার বসিয়াছিলেন। তিনি এই বাক্য শ্রবণমাত্র সেই শত্রুপক্ষীয় বিপুল জনসংঘ সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষীতবক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “এই থিওডোর পার্কার, তোমাদিগের কাহারও সাধ্য নাই যে তাহার কেশাঘ্র স্পর্শ করিতে পার।” এই বলিয়া সগৌরবে বীরদর্পে সভার মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। সকলে অবাক, স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ! ধৃতিমান কেমন নিভীক, তাহার কি হৃদয়ের দৃষ্টান্ত! ধর্ম্মার্থ কি ?

দেশকল্যাণার্থ ত্যক্তজীবিত মহাআগণ ধৃতিবলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। লরেন্সিয়াস্ নামে এক মহাআচার ধর্মবিদ্বাসের ক্রম প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। তাঁহাকে এক খট্টায় শয়ন করাইয়া তন্মিথে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দগ্ধ করা হইতেছিল। সম্রাট তথায় উপস্থিত ছিলেন। পৃষ্ঠদেশ কিয়ৎপরিমাণে দগ্ধ হইলে তিনি স্মিতমুখে সম্রাটকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন :—“মহারাজ এখন আমার শরীরের দগ্ধ ও অদগ্ধ উভয় প্রকারের মাংস ছুরিকাঘাটা কর্ত্তন করিয়া কোন্টির কি প্রকার স্বাদ অনুভব করুন।” ইহা অপেক্ষা ধৃতিবলের আর কি উৎকৃষ্ট প্রমাণ হইতে পারে?



উৎসাহ সমন্বিতঃ ।

সাম্বিককর্ত্তা উৎসাহী। লোকসংগ্রহচিকীর্ষায় অথবা নিক্কীতিকাম হইয়া সর্বভূতহিতকল্পে যে কাণ্ডা করা হয় তাহাতে : আনন্দ আছে এবং আনন্দ থাকিলেই তৎসহচর উৎসাহ আছে। সুতরাং কন্যাবাগী অনন্দী ও উৎসাহী। উৎসাহী কাহারও সুধাপেক্ষা করেন না। তিনি আপনার দক্ষিণ বহুতে সহস্র হস্তীর বল অনুভব করেন। তাহার সাহসেবও ঈয়ত্তা নাই। তিনি বলেন—

“ধদি তোম ডাক শুনে কেউ না আসে,

তবে একলা চল রে।

একলা চল, একলা চল, একলা চলরে ।

*

*

*

যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহনপথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়,
তবে পথের কাঁটা

ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দল রে ।”

তিনি নিত্য নবীন। উৎসাহ থাকিলে কর্মের নবত্ব ফুরায় না, কর্মের প্রাণের নবত্বও ফুরায় না।

মহুশ্যমাত্রেরই স্বভাব এই—তেজ, আনন্দ ও নবত্ব দেখিলেই আকৃষ্ট হয়। সেই আকর্ষণে আনন্দী ও উৎসাহীর সংসর্গে যাহারা আসেন, তাহারাও আনন্দ ও উৎসাহপূর্ণ হন। তাহার “সঙ্গগুণে রং ধরিবেই।” যে স্থলে আনন্দ ও উৎসাহে ক্রিয়া চলিতে থাকে সে স্থলে নিরানন্দ ও জড়তা থাকিতে পারে না ; হয়ত সংস্কারাক্ত লোক শ্রবণ বা দর্শনমাত্র নিকটে না আসায় কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে পারে কিন্তু উৎসাহীর সঙ্গফল ফলিতেই হইবে। উৎসাহিনসঙ্গগুণে প্রতিবেশিগণ কিরূপ সম্ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং সেই উদ্দীপনায় কত মহাব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

—

সিদ্ধ্যান্ধোনির্বিকারঃ :

প্রাকৃত মানুষ যে দিকের জন্ত উন্নত হয়, সাম্বিক কর্তার ননে সেই ফলাকাজী স্থান পাইতে পাবে না। তিনি জানেন ৭

বাহিরের ফল না ফলিলেও অন্তরে ফল ফলিবেই । . জানে যেমন
অন্তরে জ্যোতিবুদ্ধি, প্রেমে যেমন আনন্দ বুদ্ধি, কষ্টে তেমনি
শক্তি বুদ্ধি । পুণ্য চেষ্টার পুণ্যফল অবশ্যস্বাবী । বাহিরে
সম্প্রতি কার্য্য সফল না হইলেও অন্তরে শক্তিপ্রয়োগের ফল
হইবেই হইবে । শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্ঘোষনের সহিত সন্ধির প্রস্তাব
করিতে যাইতেছেন, বিদূর বলিলেন—“দুর্ঘোষন শুনিবে না,
বিফল প্রস্তাব করাতে লাভ কি ? আপনাকে অগ্রাহ করিবে ।”
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যানোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ ।

প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যময় মে নাস্তি স শয়ঃ ।

• মহাভারত । উত্তরাঃ । ২২৬

‘শক্ত্যানুসারে ধর্ম্মকার্য্য করিতে যত্ন করিয়া ফল না পাইলেও
তাহার যে পুণ্যফল সঞ্চিত হয় তাহাতে আমার সংশয় নাই ।’

বাহ্যিক ফল সন্দেহও ইহা ঐক—“নেহাভিক্রমনাঃ শোভাতি” ।
পাশ্চাত্য চেলাদিয়াবাসি কহি বলিয়াছেন—“No true effort
can be lost” ‘প্রকৃত শক্তিপ্রয়োগ এখনও ব্যর্থ হয় না ।’

তাই বলিয়া আমার জীবনেই আমার সকল কাণ্ডের ফল
দেখিবার আশা করিতে পারি কি ? কতদূরে যাইয়া কোন্ সময়ে
কোন্ কার্য্যের ফল ফলিবে আনানিদের ভ্রম দৃষ্টিতে তাহা বুঝিতে
পারি কি ? অতি প্রকাণ্ড সরোবরগর্ভে একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ
করিলাম, আঘাতজনিত তরঙ্গাঘ্রিত চক্র দেখিতে থাকিলাম,
কতদূর আন্দোলিত হইল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ কোণায় মিশাইল,
বুঝিতে পারি কি ? মানবসমাজসাগরে কিংবা এই বিশ্ব জলধিতে

আমার একটি ক্ষুদ্র চেষ্টার কি ফল জন্মায় তাহা কি আমি ধারণা করিতে পারি ? যে আশা লইয়া কার্য্য করিয়াছিলাম তাহার বিপরীত ফল ফলিল, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাই। কিন্তু আজ যে চেষ্টা বিফল হইল, কাল তাহাই সফল হইল। আজিকার ভগ্নোত্তম কাল স্বিচ্ছার্থ হইল। “পুণ্যোত্তম বিফল হইয়া সফলতার পথ দেখাইয়া দেয় ও অবশেষে সফলতা আনয়ন করে। ইটালীর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির চেষ্টা কতবার অকৃতকার্য্য হইল কিন্তু ততবার শক্তি ক্ষুরণে যে বল সঞ্চিত হইল, তাহারই প্রভাবে অবশেষে কৃতার্থ হইল। ইংলণ্ডে প্রজাশক্তির অভ্যুদয় কত পরাভবের মধ্য দিয়া সফলতায় পহুঁছিয়াছে !

—“Freedom's battle once begun,
Bequeath'd from bleeding sire to son,
Though baffled oft is ever won ”

Byron.

“স্বাধীনতার জ্ঞাত সংগ্রাম একবার আরম্ভ হইলে রক্তাক্ত কালের পিতা কর্তৃক পুত্র অর্পিত হইতে থাকে, সে সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ পরাভবপ্রাপ্তি হইলেও অবশেষে জয় অবশ্যজ্ঞাবী”— সামাজিক কি রাষ্ট্রীয় সকল প্রকারের স্বাধীনতা—বন্ধনমুক্তি—স্বত্বকেই চাহা সত্য। আধিভৌতিক বন্ধন ও আধ্যাত্মিক বন্ধন, উভয় বন্ধন হইতে মুক্তির উত্তম ব্যর্থ হইতে হইতে একদিন ফলপ্রসূ হইবেই। আয়লওকে ‘হোমরুল’ দিতে মাদ্রিডোন অবধি ব্যর্থচেষ্টা হইলেন। আজ বিধির বিধানে সেই চেষ্টা ফলোন্মুখ। যীশুখ্রীষ্টের পুণ্য চেষ্টা তাহার জীবনে কতটুকু ফলবতী হইয়াছিল ?

আজ ত তাহার কল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়াছে। সিদ্ধির জন্ত উদ্বিগ্ন হয় সে, যে 'ধনং দেহি, যশে.দেহি, ঘিষোজ্জ্বহি' বলিয়া ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করে। যিনি একরূপ সুকাম ভাব ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বলেন,—“এই বিশ্ব যাহার, তাহা তাহার বিধিসম্মত কায্য বলিয়া জানি যথাশক্তি তাহা করিয়া যাইব, ফল তিনি জানেন। আমি কোন ভূম্যধিকারীর মোকদ্দমার তদ্বিরকারক হইলে, যথাসাধ্য তদ্বির করিব, আমার কর্তব্য কায্যের ক্ষুটি না হয় দেখিব, মোকদ্দমার জয় পরাজয়ের সহিত আমার কি সংশ্রব? আর যেখানে যাহার মোকদ্দমা, তিনিই বিচারক, ওস্থানকার ত কথাই নাই। তোমার মানস। তুমি ডিক্রী দাও কি ডিমান্ড কর, তুমি জান। আমি একমাত্র চাই তোমার রূপায় যেন নৃক্ষির ভুলে কি আলস্যবশতঃ আমার কর্তব্য নাগে কোন অভাব না থাকে। যথাসাধ্য বিবেচনা করিয়াও যদি নৃক্ষিজ্ঞান হয়, তুমি তোমার সংশোধন করবে, কেননা অন্তর্দর্শী তুমি, প্রসঙ্গের মঞ্চন পদাভাসে তুমি, কর্ম্মকালে অধিকার তোমার, আমি কেবল তোমার প্রিয়তমে মন্তক রাপিণী। কাযমনোবাক্যে বিশ্বমঙ্গলকল্পে প্রাতিঃ প্রসঙ্গদা” অতঃপর এই মঞ্চে অধিষ্ঠিত করিবার জন্যই ভগবান বসিলেন :—

কর্ম্মণ্যধিকারস্তে না কলেব কলভন।

না কর্ম্মকলহেতু হুমা তে নকোঃকলমপি।

ভগবদ্গীতা। ২।৪৭

‘তোমার কণ্ঠেতে অধিকার আছে, কর্ম্মকলে যেন তোমার কণন অধিকার হয় না। কর্ম্মকল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয়

এবং ‘কৰ্মফল বন্ধনের হেতু বলিয়া কৰ্ম করিব না’ একরূপ বুদ্ধিও
যেন না হয়।’

যোগস্থঃ কুরু কৰ্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

ভগবদ্গীতা । ২।৪৮

‘আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং ফলসিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমান
ভাবিয়া যোগস্থ অর্থাৎ পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হইয়া কৰ্ম কর ।
এইরূপ সমব্রজ্ঞানকেই যোগ বলা হয় । যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি
সমদৃষ্টিতে দেখেন, তিনিই কৰ্মযোগী ।’

নয়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্মাণি সংব্রজ্ঞাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশী নিৰ্মমো ভূত্বা যুৰ্বাস্ব বিগতজ্বরঃ ॥

ভগবদ্গীতা । ৩।৩০

সকল কৰ্ম আমাতে অর্পণ করিয়া ‘আধ্যাত্মচেতসা অন্তৰ্যাম্য
ধীনোহহং কৰ্ম করোম্যসি দৃষ্ট্বা’ আমি অন্তৰ্যামীর অধীন হইয়া
কৰ্ম করতোছ, এই জ্ঞানে নিষ্কাম হইয়া ও আমার ইহাতে কল,
আমার লাভার্থ এই কৰ্ম’ এইরূপ ভাব ত্যাগ করিয়া বিকারহীন
হইয়া যুদ্ধ কর ।’

কেবল ধর্মযুদ্ধ নহে, জগতের সকল কৰ্মই এইভাবে করিতে
হইবে ।

যুধিষ্ঠির এইভাবে অল্পপ্রাণিত কৰ্মযোগী ছিলেন । তিনি
জৌপদীকে বলিয়াছিলেন :—

নাহং কৰ্মফলাশ্বেষী রাজপুত্রি চরাশ্রিত ।

দদামি দেয়মিত্যেব যজ্ঞে যষ্টব্যমিত্যুত ॥

অন্তবাজ্ঞ ফলং মা বা কৰ্ত্তব্যং পুরুষেণ যং
 গৃহে বা বসতা কৃষে যথাশক্তি করোমি তং ॥
 ধৰ্ম্মকরামি স্ত্রোত্রোণি ন ধৰ্ম্মকলকারণাং ।
 আগমাননতিক্রমা নতাং বৃত্তমবেক্ষ চ ।
 ধৰ্ম্ম এব মনঃ কৃষে স্ত্রভাবাচ্চৈব মে পুতম্ ।
 ধৰ্ম্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্তো ধৰ্ম্মবান্ধিনাম্ ।

নহাভারত । বন । ৩১।২—১

‘হে রাজপুত্রি, আমি ধৰ্ম্মকলাধৰ্ম্ম ইচ্ছা বিচরণ করি না ।
 দিতে হয়, তাই দিই ;’ বজ্র কবিত্তে হয়, তাই সজ্ঞ করি , ফল
 হউক বা না হউক, গৃহস্থ পুরুষের দাতা কৰ্ত্তব্য যথাশক্তি, হে
 কৃষে, আমি তাহাই করি । বৈদ্যবিত্তে বিনি অতিক্রম না
 করিয়াও সাধুগণের আচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি যে ধৰ্ম্ম
 কার্য্য করি তাহা ধৰ্ম্মকল পাটবার জ্ঞান করি না । স্ত্রভাবতঃই
 আমার মন ধৰ্ম্মে অবস্থিত । তাহারা ধৰ্ম্মচরণ করিবার তাহার
 বিনিময়ে ফল চাহে তাহারা ধৰ্ম্মকে পণ্যহুতা করিয়াছে
 স্তত্রাঃ ধৰ্ম্মবান্ধিগণ তাহান্ধিগকে নিতান্ন হীন, জঘন্ত মনে
 করেন ।’

“To live by law,

Acting the law we live by without fear,

And because right is right to follow right

Were wisdom in the scorn of consequence”

Tennyson.

‘যে বিধি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, নির্ভীকভাবে

সেই বিধি প্রতিষ্ঠা এবং কল অবজ্ঞা 'করিয়া ধর্ম কৰ্ম ধর্ম বলিয়াই সাধনের নাম মনীষা।'"

প্রকৃত মনীষী "সিদ্ধাসিদ্ধ্যানির্কিকারঃ" হইয়াই যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয় থাকেন।

সংসারনাট্যাভিনয় ।

কৰ্মযোগীর কয়েকটি প্রধান লক্ষণ পাইলাম। যিনি এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত, তাহার কৰ্ম নাট্যাভিনয় ভিন্ন কি হইতে পারে? তাহার ত স্বার্থপ্রণোদিত কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। কোন অভিনেতাকে যদি দেখেও পাই, তিনি ধন কি মান অথবা যশের বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া মাত্র দর্শকের তৃপ্তি এবং লোক-শিক্ষার্থ প্রাণটি ঢালিয়া অভিনয় করিয়া যাইতেছেন, এই দৃশ্য দ্বারা কৰ্মযোগীর কৰ্মাভিনয়তত্ত্ব কথঞ্চিৎ প্রমাণে বুঝিতে পারিব। তিনিও স্বার্থশূন্য হইয়া বিধুপ্ৰীতি ও লোক সংগ্রহার্থ প্রাণ ঢালিয়া সংসারনাট্যাভিনয় করেন।

ঋষিপুত্রব বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে যেভাবে সংসারে বিচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন তিনি সেই ভাবে কৰ্ম করিয়া যান!

পূর্ণাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য ধোয়ত্যাগবিলাসিনীম্।

জীবমুক্ততয়া স্বহো লোকে বিহর রাঘব ॥

যোগবশিষ্ঠ । উপশম । ১৮।১৭

'দেহেজ্জিয়াদি ও অন্নপানাদি আমার প্রাণস্বরূপ এবং পুত্রমিত্র

কলত্র ধনাদি আমার, এই জাতীয় মনের ভাব দূর করাকে ধোয়-
বাসনাত্যাগ বলে ! হে রাঘব, ধোয়বাসনাত্যাগে যাহার আনন্দ
সেই পূর্ণদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া জীবনুত্তিহেতু স্বস্ত থাকিয়া লোকে
বিহার কর ।’

অন্তঃ সংত্যক্ত চর্চাশো বীতরাগো বিবসেনঃ ।

বহিঃ সর্বসমাচারো লোকে বিচরাদ্যদব ॥

ঐ, ঐ, ঐ, ১৮

‘হে রাঘব, অন্তরে সকল আশা, আসক্তি ও বাসনা পরিত্যাগ
করিয়া বাহিরে সংসারের সমস্ত কার্য করিতে থাক ।’

অন্তনৈরঙ্গতাদায় বহিরাশেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ ।

বহিঃপুত্রো অন্তরশীতো লোকে বিচরাদ্যদব ॥

ঐ, ঐ, ঐ, ১৯

‘অন্তরে আশাহীন থাকিয়া বাহিরে তুমি যেন আশাত
উৎফুল্ল হইয়াই সমস্ত কর্মক্ষেত্রে করিতেছ, এইকণ ভাবে অন্তরে
নিরুদ্বেগ, অতএব শীতল, বাহিরে উদ্বেগী, ওহারা তপ্ত হইয়া,
হে রামচন্দ্র লোকে বিচরণ কর ।

কৃত্রিমোন্মাদহস্তঃ কৃত্রিমোদ্বেগগর্ভনঃ ।

কৃত্রিমারম্ভসংরম্ভো লোকে বিচরাদ্যদব ॥

ঐ, ঐ, ঐ, ২০

‘কার্যাত্মসারে কোন কার্য সম্বন্ধে কৃত্রিম উন্মাদ ও হর্ষ এবং
কোন কার্য সম্বন্ধে কৃত্রিম উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করিয়া কর্ম-
ব্যাপারে কৃত্রিম আবেগ দেখাইয়া, হে রামচন্দ্র, ইহলোকে বিহার
কর ।’

বহিঃ কৃত্রিমসংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জিতঃ ।

কর্তা বহিরকর্তাস্তঃলোকে বিহর রাঘব ॥

ঐ, ঐ, ঐ, ২২

‘হে রাঘব, অন্তরে আবেগবর্জিত হইয়া অথচ বাহিরে কৃত্রিম আবেগ দেখাইয়া, ভিতরে অকর্তা থাকিয়া বাহিরে কর্তা হইয়া সংসারে বিচরণ কর ।’

কৰ্মযোগী বাহিরে কর্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তিনি অকর্তা । স্তবরাং তাঁহার নিকটে সকল বৃত্তিই সমান । তিনি কোন ব্যক্তিকেই হেয় মনে করেন না । তাঁই উপদেশ হইতেছে—

আশাপাশশতোন্মুক্তঃ সমঃ সর্বাস্থ বৃত্তিসু ।

বহিঃপ্রকৃতিকার্যাস্থো লোকে বিহর রাঘব ॥

ঐ, ঐ, ঐ, ২৬ ।

‘হে রামচন্দ্র, শত আশাপাশ হইতে উন্মুক্ত হইয়া সকল বৃত্তিকে সমান জ্ঞান করিয়া, বাহিরে তোমার প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতে করিতে লোকে বিচরণ কর ।’

যে অভিনয়ের উপদেশক ও তাহার দ্রষ্টা স্বয়ং বিষ্ণু ; উদ্দেশ্য তাঁহার লীলাপুষ্টি অথবা লোকসংগ্রহ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা ; তজ্জন্ম অভিনেতার প্রাণে থাকে আন্তরিকতার পরাকাষ্ঠা ।

এইরূপ আন্তরিকতাসত্ত্বেও অহংকারময়া, বাসনাত্যাগী, আকাশশোভন জীবমুক্ত অভিনেতার কৰ্মসাধনার্থ চিন্তাকুল হইতে হয় না । একবার বুদ্ধির আবির্ভাব আবার বুদ্ধির তিরোভাব হয় বলিয়াই লোক চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয় ।

নাস্তমেতি ন চোদেতি যশ্চিদাকাশবয়মহান্ ।

সর্বং সংপশ্চতি স্বস্থঃ স্বস্থো ভূমিতলং যথা ॥

ঐ, ঐ, ঐ, ৬৩ ।

‘যিনি আকাশের জায় মহান্, তাঁহার উদয় বা অস্ত নাই, তিনি সর্বদা জ্যোতির্ময়, বেক্রপ সূস্থ অবিকলাঙ্গ, ব্যক্তি ভূমিতল পুষ্পাসুপুষ্পরূপে দেখিতে পান, তক্রপ তিনি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলই সূক্ষ্মাসূক্ষ্মরূপে অবলোকন করেন ।’

যুক্তায়ুক্তদৃশাগ্রন্থমাশোপহতচেষ্টিতম্ ।

জানাতি লোকদৃষ্টান্তঃ করকোটরবিষবৎ ॥

ঐ, ঐ ঐ, ১০

‘উচিত কি অসুচিত কি,’ এই চিন্তাগ্রন্থ, ‘আশা করুক উপজ্ঞত লোকব্যবহার হিনি করকোটরস্থ বিষফলের জায় সমগ্র পরিষ্কার দর্শন করিয়া থাকেন ।’ সুওরাং একপ ব্যক্তির কোন কার্য সম্বন্ধে দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যা-লোচনা, সর্বতোভাবে সমীক্ষা, সুবিচাণ, সূক্ষ্মজ্ঞা, সাধনোপায়ো-চ্চাবন এবং সুনিয়মে ও সুবিক্রমে কার্য্যসিদ্ধি করিতে মানসিক আয়াস পাইতে হয় না । সহজ নিবহজ্ঞান ব্যক্তির একপ আয়াসের প্রয়োজন হয় না, ইতিপূর্বেও বলা হইয়াছে ।

উপসংহার

কর্মযোগীর লক্ষ্য কি, কর্মকেই কোথায়, লক্ষণ কি, 'কর্মাভিনয়' কিরূপ, কিয়ৎপরিমাণে আলোচিত হইল। কিন্তু এই আদর্শ-ধিষ্ঠিত কর্মযোগী অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই রাজস অথবা তামস কর্তা। রাজস কর্মের লক্ষণ :—

যন্তু কামেপ্সুন। কর্ম সাহকারেণ বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহলায়াসং তদ্রাজসমুদ্যতম্ ॥

ভগবদ্গীতা । ১৮।২৩

‘ফলাকাজ্জাদারা প্রণোদিত ইইয়া অহংকার বহলায়াসকর যে কর্ম করা ইয় তাহা রাজস কর্ম ।’

অহংকার থাকিলেই মানুষ সহজ হইতে পারেনা, তাহার কর্মযোগ সহজ হয় না। ‘মানের টাটি’র জ্ঞাত অনেক ‘হিসাব’ করিতে হয়, হিসাবে ‘পাটওয়ারি বুদ্ধি’র উৎপত্তি, পাটওয়ারি বুদ্ধি সাধারণ কর্মকেও বহল আয়াসকর করিয়া তোলে। পর জবো অভিনাষ, স্বদ্রব্য ত্যাগে কাতরতা, পরপীড়া প্রভৃতি অহংকার হইতেই জন্মে। অহংকারজনিত আসক্তি ও দম্বাই ইহাদিগের উদ্ভবহেতু।

রাগী কর্মফলাপ্রেপ্সুল্লোহিংসাত্মকোহুত্টিঃ ।

হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

ঐ, ঐ, ৪৭

‘যিনি আশক্ত, কর্মফলকামী, পরদ্বাভিলাষী, দানকুণ্ঠ, পর-

পীড়ক, বাহ্যন্তঃশৌচবর্জিত, ইষ্টপ্রাপ্তিতে হর্ষাধিত, অনিষ্টপ্রাপ্তি এবং ইষ্টবিয়োগে শোকাধিত, তিনি রাজস কর্তা ।’

অনুবন্ধঃ ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষা চ পৌরুষম্ ।

মোহাদারভাতে কর্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥

ঐ, ঐ, ২৫

‘পশ্চাত্তাবী ফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয়, বিত্তক্ষয়, প্রাণিপীড়া এবং স্বসামর্থ্য বিবেচনা না করিয়া যে কর্ম মোহপ্রযুক্ত আরম্ভ করা হয় তাহা তামস কর্ম ।’

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ তুঁকঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ ।

বিবাদি দীর্ঘস্থত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥

ঐ, ঐ, ২৮

“যিনি অনবহিত, বিবেকশূন্য, অনম্র, শঠ, পরবৃত্তিচ্ছেদনপর, অলস, বিবাদী ও দীর্ঘস্থত্রী, তিনি তামস কর্তা ।”

রাজস ও তামস কর্ম ও কর্তার লক্ষণ পাইলাম ।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে অধিকাংশ লোক রাজস কর্তা । তাঁহা দিগের পরাক্রম ও পার্শ্বি উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দাস্তিকতারও বিশেষরূপে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাঁহারা রাজসভাবস্কৃত বিষয় ফলও ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বয়জনক অতিকায় সদমুষ্ঠানগুলি হইতেও অনেক সময়ে রাজস গন্ধ বিনির্গত হয় । লক্ষ লক্ষ মুদ্রাদান “কলমুদ্ভিষ্ট”—রাজ্য হটতে সম্মানলাভ, অন্ততঃ জনসাধারণ হইতে যশোপ্রাপ্তির আশায় প্রদত্ত হয় । দাস্তিক ভাব লুপ্ত হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে বৈষয়িক স্ব-ভোগে রজোগুণ অতিরিক্ত পরিমাণে বর্জিত হইয়াছে । কর্ম-

চক্রের ঘূর্ণনে সাস্থিকতার শাস্তি, নীরবতা অতিশয় হ্রাস পাইয়াছে। তাই তাঁহাদিগেরই কোন কোন মহাপুরুষ তাঁহাদিগকে সাস্থিক ভাবে অল্পপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন; এবং সাস্থিক ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষীয়, চীন ও অপর দেশীয় প্রাচীন ঋষিগণের সাস্থিক চিন্তা ও গাথা আদর পূর্য্যাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। ইহারই ফলে রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্তি। তামস ভাব তাঁহাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম। তামস কর্তার অনবহিত অলস, বিষাদী ও দীর্ঘমুত্রীর ভাব তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজস ভাবই প্রবল। পরম্পর সে বিকট সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তাহার মূল রাজসিকতা। মধ্যে মধ্যে যে সাস্থিক তান কর্ণগোচর হইতেছে তাহা নেত্রগণের প্রাণ আকর্ষণ করিলে তাঁহারা কর্মযোগের পন্থাতে অগ্রসর হইতে পারিবেন। সেদিকে উন্নতি না হইলে তামস পদবীতে অবরোধ করিবেন। কর্তার লীলাচক্রাকৃষ্ট হইয়া কাহারও একস্থানে স্থির হইয়া থাকিবার সাধ্য নাই। হয় উন্নতি, নয় অবনতি। সম্ভবতঃ যে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে, ইহা হঠাতে অবশেষে কল্যাণই সমুদ্ভূত হইবে। দীর্ঘ দৃষ্টিতে দেখিলে যে কল্যাণ হইবে, সে বিষয়ে ত তিলাঙ্কও সন্দেহ নাই। অতি দীর্ঘদৃষ্টির প্রয়োজন নাই। আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই ইহারা স্বকীয় মূর্খতা হৃদয়কম করিয়া সাস্থিক অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হইবার ক্রম অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবেন।

কিঞ্চিৎ অল্পধাবন করিলেই নতুন হয় আশাদিগের অনেকেই

তামসকর্তা। তামসকর্তা না নিজের, না অপরের মঙ্গল-
সাধন করেন। আপনায় সম্বন্ধে অনবহিত, বিবেকশূন্য, অলস,
বিবাদী ও দীর্ঘস্থলী এবং অপরলোক সম্বন্ধে অনন্ত, শঠ,
পরবৃত্তিছেদনপর। আমরাগের ভূতপূর্ব দেশাধিপতিগণ এইরূপ
স্বভাবাপন্ন না হইলে এদেশ এভাবে পতিত হইত না এবং আমরা
এইরূপ না হইলে এ ভাবে পতিত থাকি তাম না। আমরা অনেকে
স্বকীয় মঙ্গল বুঝি না এবং তজ্জন্ত উদ্বোধীও নই, অথচ শঠতা
করিয়া পরবৃত্তিগোপ ও পরস্বত্বাধিকার করিতে আগ্রহাশিত; ইহা
কি সত্য নহে? প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই যে গ্রামবাসিগণের মনো-
মালিন্য, বিবাদ, বিসম্বাদ, 'দীলাদলি' দোষেতে পাই, তাহা কি তামস
ভাবজনিত নহে? ভাবী শুভাশুভ কি সমামর্শ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র
জ্ঞান নাই; কাহাকেও পরাভূত করিবার অস্ত্র শক্তি, বিত্ত,
অর্থক্ষয় করিয়া কি অনেক লোক সম্পূর্ণ নিঃশেষ ও মৃতকর হইতেছে
না? বাহাদিগকে আশিক্ষিত বাল, প্রাণাদিগের কথা দূরে থাক,
“শিক্ষিত” দলের মধ্যেও নিজের নাসিকা কঠন করিয়া পরের বাত্যা
ভঙ্গের দৃষ্টান্ত নিত্যন্ত বিরল নহে। বিপুল পরিশ্রমে সঞ্চিত অর্থ
হিংসাবহিতে আহুতি দিষ্ট নিজের সামান্তভাবে জীবনব্যাপনেরও
সংস্থান না রাখার অনেক উদাহরণ দেওয়া বাইতে পারে। বাহা
কিছু উপার্জিত হইয়াছিল, তাহা প্রায় সমস্ত কোর্ট-কিডে, উকিল,
ব্যারিষ্টার, আমলা, সাক্ষী, চাপরাসী, কন্ট্রোল প্রভৃতির পুকারই
ব্যয়িত হইল, সুতরাং আপনার ও পরিবারবর্গের জীবিকানির্ব্বাহের
উপায় নিরাশ্রুত হইল; এইরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কতই
দেখিতেছি। ইহাকে তামস স্বার্থভ্যাগ বলা বাইতে পারে।

কিন্তু এদেশ তামসিকতাশ্রয়িত হইলেও সাধিকতা সম্পূর্ণ ভুলিয়া
 যায় নাই। ঋষিগণ, ভক্তগণ এ দেশের অস্থি মজ্জার সাধিক
 ভাব এমন দৃঢ়রূপে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে অতাপি
 সামান্য কোন ক্রমক তীর্থভ্রমণ করিয়া আসিলে, তাহাকে সেই
 ভ্রমণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কিছুতেই সে তাহা প্রকাশ করিতে
 ইচ্ছুক হইবে না, পাছে তাহাতে তাহার মনে অহঙ্কার স্থান পায়।
 ‘তোমার ক’টি পুত্র কন্তা?’ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে ‘আজ্ঞা।
 আমার কি? ভগবান আমার গৃহে এই ক’টি রেখেছেন।’ এখনও
 অনেক লোক আছেন যাহারা সংবাদপত্রে নাম প্রকাশ না পায়
 তজ্জন্ত সতর্ক, অতি সজোপনে দান করেন এবং প্রাপনার কর্তব্য
 সম্পাদন করিয়া থাকেন। ঋষিচর্য্যগুরুপুত্র এ দেশ কিছুতেই
 বিমোহ পাইবে না বলিয়াই বোধ হয় ভগবানের কৃপায় এখনও
 সাধিক ভাব প্রচ্ছন্নরূপে স্থানে স্থানে বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু অতি
 অল্পকালেই কর্ণে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। রাজস ভাবও আমাদের মতো
 অপেক্ষাকৃত কম।, তামস ভাব ছাড়িয়া রাজসে উন্নীত হওয়ার দিন
 যেন আসিতেছে মনে হয়। অনবধান, নিজা, জড়তা ক্রমেই দূর
 হইতেছে। ‘উঠো, আগো,’—এই আহ্বান পহঁছিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন
 সম্প্রদায় পরস্পরের সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রসারণ করিতেছে।
 দেশের একটা সাড়া পড়িয়াছে। কর্তা আমাদের সহায়।
 আমরা দুর্দশার চরমাবস্থার পতিত বলিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার সিংহাসন
 টলিয়াছে। যাহার কাণ আছে তিনি নিশ্চয়ই “না তৈঃ
 না তৈঃ” ধ্বনি শুনিতেছেন। যাহার চোখ আছে তিনি উবার
 আলোক দেখিতেছেন। যে তাবর মহিমায় সমস্ত ভারতবর্ষ পুনরায়

উদ্ভাসিত হইবে, ইহা তাহারই অগ্রদূত। এই পূৰ্ণাভাস
মনে কৰিতেই বৃদ্ধেরও প্ৰাণ স্পন্দিত হইতেছে, কদম উৎফুল্ল
হইতেছে, ধমনীতে ধমনীতে বেগে শোণিত প্ৰধাবিত হইতেছে।
কিন্তু যুগপৎ প্ৰাণে ভৱের উদয় হইতেছে, পাছে বজোপণ ভৱভেদ
বিশিষ্টতা নষ্ট কৰিয়া ফেলে। কৰ্ত্তাৰ শ্ৰীচরণে প্ৰাৰ্থনা কৰি, কোন
জাতিৰ হিংসা বেবে নশ্বৰীকৃত হইয়া আমরা যেন অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক
উন্নতির মোহে মুগ্ধ না হই। আমরা যেন সেই অবিচলিত পৰিচয়
লক্ষ্য স্থিৰ রাখিয়া শুভেচ্ছা দ্বাৰা সমগ্ৰ পৃথিৱীটিকে আবৃত কৰি
অগম্য সচ্চিদানন্দপ্ৰতিষ্ঠাভিমুখ স্বকীয় উন্নতি সাধনে কৃতকাৰী
হইতে পারি। • ব্যক্তিগত, জাতিগত, রাষ্ট্ৰগত বাবতীয় উন্নয়ন,
অমূল্যতান ও প্ৰচেষ্টায় আমাদিগ্ৰে যেন সৰ্বদা মনে থাকে—

ব্ৰহ্মাৰ্পণং ব্ৰহ্মকৰ্মবিব্ৰাজ্যামৌ ব্ৰহ্মণা হুতম্।

ব্ৰহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্ৰহ্মকৰ্ম সমাধিনা ॥

ভগবদ্গীতা ১৪।২৪

স্বামী বিবেকানন্দের মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হউক। ভাৱতে
কাম্যযোগ আবার অৱশ্যক হউক।

সম্পূৰ্ণ



মুকুন্দলাল মল্লিক ও অক্ষয় চন্দ্র প্রতীতি

সরস্বতী, লাইব্রেরী

১৯২২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা।

বরিশালের সনামধন্য

অশ্বিনীকুমার দত্তের

ঐচ্ছ্যাপ—

* * *
“অশ্বিনী বাবু, সারাজীবনের কষ্ট-
নার অভিজ্ঞতা তিনি জীবনসঙ্কায়
গ্রন্থাকারে দেশবাসীকে দান করিয়া
লন।”—বহুমতী। বাঁধাট—১৮০

তাহারি অপর অপূর্ণ গ্রন্থ

প্রথম (৫ম সংস্করণ)

কিশোর, যুবক ও ছাত্র প্রত্যেকের
প্রাণ পাঠ্য। বহু বর্ষ ধরিয়া বহু যুব-
জীবন গঠনে ইহা যে কত সাহায্য
পাছে তাহার বহু দাক্ষী বর্তমান।

মূল্য—১০

বরিশালের শঙ্কর-মঠের প্রতিষ্ঠাতা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :—

জননীতি—

‘বাংলা ভাষায় এমন উৎকৃষ্ট চিন্তা-
সূত্রক অনেক দিন দেখি নাই।
স্বামী, ভগবদ্ভক্ত লেখকের গভীর,
ভগ্নানুগী, রাষ্ট্রচিন্তাগুলি ভার-
রাষ্ট্রকামরূপের দিনে প্রত্যেক
ক আমরা বারবার পাঠ,
ও বিশ্বদয়্য করিতে অহরোহ
—লক্ষ্যকর। রমা—১৯২১

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত।

৪। মহিন স্তোত্র—

মূল, অধ্যয় ও সরল বাণী।

মূল্য—৮০

উচ্চাঃট সম্পাদিত

৫। বেদান্ত দর্শনের {
ইতিহাস—

এখন পর্যন্ত কোন ভাষায় এরূপ
গ্রন্থ বাতির হয় নাট। ইহাতে বেদান্ত
দর্শনের দারাবাচিক ইতিহাস আছে।
১ম, ২য় ও ৩য় পণ্ড বাচিব হুটরাচে।
মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ১২ টাকা।
চারিখণ্ড একত্রে বাঁধাট ৪৮ টাকা।

৬। সবলতা ও দুর্বলতা—১০

নীতি ও ধর্মের দিক হুটেতে বিশদ-
বাদের আলোচনা ও সমর্থনকল্পে
সকলভাগী সন্ন্যাসীর ঐষ্ট গ্রন্থ সকলে
প্রণিধান যোগ্য।

রাজবন্দী—অনিলবরণ রায়ে

৭। শ্রীঅরবিন্দের গীতা—

যোগীবর শ্রীঅরবিন্দ যোগ কর্তৃক জপ
তের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতার অপূর্ণ ব্যাখ্যার
বাংলাভাষায়। মূল্য—১৮০

নূপেইনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
৮। সুপবর্ত্তা—

প্রত্যেক দেশহিতকামী যুবক ও
স্ত্রীপুত্রের অবশ্য পাঠ্য। নবযুগের নব
উদ্বোধনের বাণীতে প্রতি ছত্র অমু-
প্রাণিত। মূল্য—১/০।

৯। সম্ভ্রান্ত হিন্দীশিক্ষা—

একাধারে হিন্দী ব্যাকরণ, রচনা ও
সাহিত্য শিখিবার চিত্রকূট বই।
মূল্য—১/০।

১০। নিক্সাসিট—দেশ

ত্রীনরেশচন্দ্র চৌধুরী—১/০।

১১। আত্মজ্ঞান শিক্ষা

ত্রীহরিন্দাস মজুমদার—১/০।

১২। বংলাদেশের
ত্রীনরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত—১/০।

পল্লীর অভাব ও পল্লা জীবন
এমন পুস্তক আর হয় নাই। সর্ব
প্রশংসিত।

১৩। ইসলাম গোবিন্দ—

ত্রীবীরেন্দ্র নাথ সেন। মু
সলমানের মনোজ্ঞ ইতিহাস—১/০।

১৪। আমেরিকান স্বাধীন

ত্রীনিশিকান্ত গাঙ্গুলী। আমেরি
স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস ব
এই প্রথম। প্রত্যেক স্বাধীনতা
অবশ্য পাঠ্য। মূল্য—১/০।

১৫। উদ্ভবের চিন্তা—

ত্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়। মূল্য—

স্বরাজ-পর্যায় গ্রন্থাবলী

১। সহস্রাঙ্গিতা—বর্জজন—

ত্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদারের স্ফুটিত
প্রবন্ধ। প্রতি অসহযোগীর অবশ্য
পাঠ্য। মূল্য—১/০।

২। দেশসেবা ও সাধনা—

ত্রীহরিন্দাস মজুমদার প্রণীত। বদেশ-
হিতকামী প্রত্যেক সাধক এই পুস্তক
হইতে নব ভাবের উদ্বোধন পাইয়া
কৃতার্থ হইবেন। মূল্য—১/০।

৩। স্বাভাৱিক শাস্ত্র—

অধ্যাপক ত্রীঅনিলবরণ রায়ের এই
স্ফুটিত, মাধুর্যময় প্রবন্ধ অনেক
স্বরাজকামীর প্রাণে আশার সঞ্চার
করিয়াছে।

৪। স্বরাজ গীতা

ত্রীঅনন্তকুমার সেন সম্পাদিত।
বাকালীর গৃহে ত্রীমন্তগবদগীতার
পূজিত হইবে। ২য় সংস্করণ—১/০।

৫। খেলাফত প্রসঙ্গ—

ত্রীঅরুণচন্দ্র গুহ প্রণীত। খে
সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় একমাত্র পু
মূল্য—১/১০।

৬। স্বাধীন মিশর—

মূললেখক ত্রীমঈনউদ্দিন হোস
প্রণীত। এই পুস্তিকা প্রত্যেক স্ব
কামীর প্রাণে পরপদমলিত হি
প্রতি নাগরিকের স্বাধীনতা সং
পরিচয় করিয়া দিয়া নবযুগের

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যোমের এট
ক রাষ্ট্রীয় প্রাথমিক সম্মিলনে বহু
বিশ্বাসীর প্রাণে স্বাধীনতার মন্ত্রের প্রতিচ্ছবি
প্রতিচ্ছবি মলা—১০।

মোলানা মহম্মদ আলী
স্বরাষ্ট্রসংগ্রামের প্রধান সেনাপতির
পূর্ব জীবনী। মলা—১০।

১। দেশী ও স্বরাষ্ট্র—

অধ্যাপক শ্রীঅনিল বরণ বায়ের এট
সম্বন্ধে গ্রন্থে স্বদেশীর সহিত স্বরাষ্ট্রের
নষ্ট সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া
ওয়া হইয়াছে। মলা ১০।

মহাত্মা গান্ধী—

কৃত্ত কিং কলিখিত তথ্যবহু
বনী। ১০।

অর্থ—স্বরাষ্ট্র সঙ্গীত—

প্রাণোন্মাদকারী জাতীয় সঙ্গীত।
মলা—১০।

(বন্ধিত ৩য় স'।)

পরাশ্রীটম্বর মুক্তি—

শ্রীনিশিকান্ত গাঙ্গুলী প্রণীত
হাক্করী, কোরীয়া, হেইটী ও বেল-
জিয়মের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দী-
পনাম্বর ইতিহাস। মলা—১০।

নীতিশাস্ত্র—

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ।

মলা—১০।

প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুম-
দার প্রণীত। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী
যুগের অপূর্ণ কাব্যকাব্য—

“অরবিন্দ রবীন্দ্রের লং নমস্কার”
উক্তার মতো সম্পূর্ণ পাঠ্যবস্তু।
প্রথম হইতে আত্মকাব্য কংগ্রেস
পর্যন্ত পূর্ণ পরিচয় উক্তিতে আছে।

১৫। সভাপ্রবাহ ও পাঠ্য
কাহিনী (সচিত্র)

কংগ্রেস কমিটীর লোমহর্ষণ সাহেব
উক্তিতে পাঠ্যবস্তু। উৎক্রেত রাষ্ট্র-
কর্মচারীর অত্যাচার পরিচয় চিত্রিত
দেখিবেন। মলা—১০।

১৬। স্বাধীনতা উপায়—

মহাত্মা গান্ধী প্রণীত। প্রতি
চাত্তরের অবস্থা পাঠ্য।
মলা—১০।

১৭। চিত্তকলন—

দেশবন্ধুর অপূর্ণ জীবনী।
মলা—১০।

১৮। জাতীয় শিক্ষা—

অধ্যাপক শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রণীত
জাতীয়-শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে
সুচিস্থিত প্রবন্ধ শিক্ষিত মহলে
সাড়া ফেলিয়াছে। প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত
বাক্তির মনোবা পাঠ্য। মলা—১০।

১৯। স্বাধীনতার স্বরূপ

শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী।
চিত্তাশীল ব্যক্তি মাত্রের মনোবা
পাঠ্য। মলা—১০।

সেবা ও ত্যাগের এই অপরূপ আদর্শ
পুণ্যে পরিয়া মহৎ জীবন গঠনে
সাহায্য করুন। মূল্য—১/০

৭। ম্যাক্‌হইনী (মক্‌হইনী)
অরুণচন্দ্র গুহ—

৮। কেদার রাণী—

৯। রাজা সীতারাম রায়

১০। বা নসার রাণী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

ছেলেদের উপযুক্ত করিয়া লিখা।
বাংলার এট গৌরবের কাহিনী
শিশুদের হাতে হাতে বিরাজ কর
উচিত। প্রত্যেক খানা।

১১। হুইজারলেগুও স্বাধীনতা ব'

উইলিয়াম টেল

বিনয়কুমার সেন বি, এ.,

১২। কাগালপাশা

শ্রীগোপেন্দ্রলাল রায়—৫০

১৩। স্বাধীনতার কথা।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়—

১৪। বিপ্লব পথে রাষিয়ার

রূপান্তর।

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন—৫০

১৫। নমর মেয়ে

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহ রায়—

২। গুরুগোবিন্দ সিংহ

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত। বীরত্ব ও ত্যাগ-সমুজ্জ্বল
জীবন কাহিনী প্রতি বাঙ্গালীর
জীবনে বীরত্ব ও ত্যাগের সঞ্চার
করিবে। মূল্য—১১/০

৩। শিবাজী-গুরু বাগদাসস্বামী

২য় সংস্করণ

শ্রীকিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত
বাঁধকাগ্রগণা স্বদেশপ্রাণ রামদাস
সামীর স্মৃতিপ্ৰতি জীবনী।

মূল্য—১/০

৪। চন্দ্রগুপ্ত-গুরু চাণক্য

শ্রীকিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১/০

চাণক্যের গৌরবমণি চাণক্যের
জীবন ক্ষপাব বিস্তৃত আলোচনা।

ছেলেদের

বিরেকানন্দ—

বিরেকানন্দ জীবনী-লেখক,

আনন্দ বাজার পত্রিকার অগ্রতম
সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের
গ্রন্থ। প্রতি বালককে পড়িতে
দিন। মূল্য—১/০

শ্রীসরস্বতী প্রেস্‌।

১ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

